HYMNS

OLD AND NEW

FOR THE CHURCH IN BENGAL.

বঙ্গ খ্রীষ্টমণ্ডলীর ব্যবহারার্থ পুরাতন ও নূতন

"আইস, আমরা যেশুর দ্বারা ঈশ্বরের উদ্দেশে নিত্য
নিত্য স্তবরূপ যজ্ঞ উৎসর্গ করি।"
ইব্রীয় ১৩; ১৫।

(সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত ষষ্ঠ সংস্করণ।)

[PUBLISHED WITH THE APPROVAL AND SANCTION OF THE
BISHOP OF THE DIOCESE.]

CALCUTTA:

PRINTED BY S. B. DASS, AT THE HERCULES PRINTING WORKS,
16-2, MARQUIS STREET.

1893.

ভূমিকা।

(পঞ্চম সংস্করণ।)

বঙ্গ খ্রীষ্টমণ্ডলী মধ্যে প্রচলিত গীত পুস্তক এককালে নিঃশেষিত হওয়াতে সত্বরেই তাহার পুনর্মুদ্রাঙ্কনের প্রয়োজন হয়। কিন্তু অবিকল তাহাই ব্যবহার না করিয়া সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ দেখিতে অনেকেরই ইচ্ছা হয়। মাননীয়া শ্রীমতী মিস হর এতৎসম্বন্ধে অতিশয় উদ্‌যোগ প্রকাশ করেন। বলা বাহুল্য, বর্ত্তমান গীত পুস্তক খানি তাঁহারই আত্যন্তিক যত্নের ফল। তিনি এই গুরুতর কার্য্য সম্পাদনার্থ একটী সভা আহ্বান করেন। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ ইহার সভ্য নির্ব্বাচিত হন ;—মিস হর ; পাদ্রী—উ, র, ব্লাকেট ; ই. এফ. উইলিস ; এচ. জে. হ্যারিশন ; উ. ড্রু ; ভবানীচরণ চৌধুরী ; বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য ; প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় ; রাজকৃষ্ণ বসু বরদাচরণ ঘোষ ; এবং বাবু রাখালদাস সরকার। ইহাঁরা বহু পরিশ্রম ও যত্ন সহকারে এই সকল গীত সঙ্কলন করেন। বর্ত্তমান ও পূর্ব্বকার গীত পুস্তকের মধ্যে কত প্রভেদ, পাঠক সহজেই তাহা দেখিতে পাইতেছেন। ফলে, বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না, এ পর্য্যন্ত দেশীয় মণ্ডলীর কোন গ্রন্থেই এত বহুসংখ্যক ও প্রয়োজনীয় তাবৎ বিষয়ের গীত মুদ্রিত হয় নাই।

পূর্ব্বকার গীত পুস্তকে সর্ব্বশুদ্ধ ২৩৯টী গীত ছিল, তন্মধ্য হইতে অনুপযুক্ত বোধে ৫৬টী পরিত্যক্ত, ও তৎপরিবর্ত্তে ৩৬৩ টী নূতন গীত গৃহীত হইয়াছে। ইহাদের অনেকগুলি মহাত্মা প্রীভস্‌ ও অমৃতলাল নাথ প্রণীত গীতপুস্তক হইতে নূতন রূপে সঙ্কলিত। ইহাঁদের নিকট আমরা বিশেষরূপে ঋণী। অন্যান্য রচকগণও, বিশেষতঃ রেভঃ ভবানীচরণ চৌধুরী ও বাবু যাকুব কান্তিনাথ বিশ্বাস আমাদের বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র। এই শেষোক্ত মহাশয় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক উৎকৃষ্ট গীত রচনা করিয়া মণ্ডলীকে বিশেষ উপকৃত করিয়াছেন। এই সকল গীতরচকের হইয়া আমরা সাধারণের নিকট অনুরোধ করিতেছি, রচকের ও সম্পাদকের বিনা অনুমতিতে কেহ যেন এই পুস্তকের কোনও গীত উদ্ধৃত করিয়া স্বতন্ত্ররূপে মুদ্রিত বা স্বেচ্ছানুসারে পরিবর্ত্তিত না করেন।

বর্ত্তমান সংস্করণে বহুপরিমাণে ভারতীয় সুরের গীত গৃহীত হইয়াছে। সেগুলি যেন সর্ব্বত্র সাদরে ব্যবহৃত হয়, ইহা একান্ত বাঞ্ছনীয়। আমরা প্রত্যেক গীতের শীর্ষদেশে এক একটী যথোপযুক্ত রাগিণী ও তালের নাম লিখিয়া দিলাম সত্য, কিন্তু সেই সেই রাগ তাল ভিন্ন যে আর কিছুতেই তাহা গান করা বিধেয় নহে, আমাদের এরূপ মত নহে। যিনি যে কোন সুরে পারেন, তাল মান লয়ে সঙ্গত করিয়া ভক্তিভাবে ত্রাণকর্ত্তা যেশুর মাহাত্ম্য প্রকাশ করিতে থাকুন। পিতা ঈশ্বর ও পবিত্র আত্মার সহিত চিরযুগে তাঁহার গুণকীর্ত্তন হউক! আমেন।

হাবড়া। } শ্রীবরদাচরণ ঘোষ।
১-৮-১৮৮৪।

ভূমিকা।

(ষষ্ঠ সংস্করণ।)

দেখিতে দেখিতে প্রায় দশ বৎসর কাটিয়া গেল। যাঁহাদের যত্নে পঞ্চম সংস্করণ সঙ্কলিত হয়, তাঁহাদের অনেকেই এখন অমর ভবনে মেষ-শাবকের গীত নূতনরূপে গাহিতেছেন। ভক্তি-ভাজনা কুমারী হর, শ্রদ্ধেয় পুরোহিত ব্ল্যাকেট, হ্যারিসন, যাকুব কান্তিনাথ বিশ্বাস, বাবু রাখাল দাস সরকার, ইহাঁরা সকলেই পরলোকে গিয়াছেন। বঙ্গদেশের প্রকৃত সুহৃদ মহাত্মা উই-লিশ এখন বিলাতে ঘোর রোগে রুগ্ন।

পাঠকদের নিকট এখন নিবেদন, যাহাতে এই গীতপুস্তক খানি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হয়, তদ্বিষয়ে আমাদের সকলের মনোযোগী হওয়া কর্ত্তব্য। যদি কোন মহাত্মা, ইংরাজী কিম্বা বাঙ্গালা সুরের উত্তম উত্তম গীত আমাদিগকে প্রেরণ করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের কাছে বিশেষরূপে কৃতজ্ঞ হইব। বর্ত্তমান সংস্করণ বোধ হয় শীঘ্রই নিঃশেষিত হইবে। যাহাতে সপ্তম সংস্করণ সকলের মনোমত হয় তাহারই চেষ্টা করা যাইবে। প্রিয়দর্শন যাকুব বিশ্বাস গিয়াছেন, তাঁহার স্থান আর কত দিন শূন্য পড়িয়া থাকিবে?

বিশপ্স-কালেজ
১৪ই আগষ্ট, ১৮৯৩ } শ্রীবরদাচরণ ঘোষ।

সূচীপত্র।

ধর্ম্ম-গীত।

প্রাতঃকালীন গীত।

১ L. M.

১

সচেতন হইয়া উঠ, মন,
সকালে কর আরাধন।
উঠিল যখন দিবাকর,
আলস্যে কেন থাক আর ?

২

প্রযত্নে কর আপন কাজ ;
কি জানি মৃত্যু হবে আজ।
হে মন, সে মহাদিবসে
কি উত্তর দিবা প্রভুকে ?

৩

কদালাপ হইতে দূরে রও ;
ও সদা নিষ্কলঙ্ক হও।
যে কোন কর্ম্ম কর, মন,
সর্ব্বজ্ঞ প্রভু সাক্ষী হন।

৪

হে ধন্য য়েশু ত্রাতাবর,
হও তুমি মম প্রভাকর।
পাতকীর অন্ধতা ঘুচাও ;
ও দিব্য দীপ্তি দেও।

২ 8-7.

১

আইস প্রভাতীয় তারা
জ্যোতির জ্যোতি য়েশু হে।
অদ্য আপন আলোক দ্বারা
উজ্জ্বল কর আমারে।

২

প্রাতঃকালীন তুষারমতে
আপন অনুগ্রহ দেও।
এই শুষ্ক চিত্ত-ক্ষেতে,
প্রভো, অবতীর্ণ হও।

৩

তোমার বহুমূল্য প্রেমে
আমি যেন শোভা পাই।
হৃষ্ট হইয়া তব নামে
স্বর্গপদবীতে যাই।

৪

শেষে আপন মহিমাতে
যখন তুমি ব্যক্ত হও,
মোরে সেই শুভ প্রাতে
নিত্য জীবনে উঠাও।

৩

Stephanos.] ১ P. M.

ওহে যেশু ধর্ম্মভানু
তমোবিনাশন,
নব প্রাতে করি তব সঙ্কীর্ত্তন।

২

পিতার বদন-জ্যোতিঃ তুমি,
স্বর্গ-শান্তি-রাজ,
মম হৃদে পুণ্য দীপ্তি বর্ষ আজ।

৩

নিত্যদীপ্তি! তব গুণে
আঁধার অন্তর্হিত;
আমার মনের আঁধার কর
তিরোহিত।

৪

পুণ্য-আত্মার নব কিরণ
বর্ষ অন্তরে;
তব প্রেমে পূর হৃদি সত্বরে।

৫

আজি আমার তাবৎ গতি
কর নিরূপণ;
পাপে যেন নাহি মজে
আমার মন।

৬

ধর্ম্মসূর্য্য ওহে যেশু
চির সহায় হও;
জীবন-শেষে তব পাশে,
আমায় লও।

৪

১ ৪-৭.

প্রভো, আমি নব প্রাতে
করি তোমার আরাধন;
তোমার দয়ায় গত রাতে
ছিল সুখে দেহ মন।

২

গত নিশায় তোমার হাতে
সমর্পিত ছিল প্রাণ;
আপদ বিপদ পীড়া হ'তে
করিয়াছ পরিত্রাণ।

৩

আজি কর আশীষ বর্ষণ,
মম হৃদে হও উদয়;
তোমার সেবায় মম জীবন
যেন অতিবাহিত হয়।

৪

ওহে পিতঃ, তব প্রসাদ
আমার মনে উদয় হউক;
ঘুচাও হৃদের তাবৎ বিষাদ,
মনের আঁধার দূরে যাউক।

৫

পুনঃ আমি তোমার হাতে
করি আত্ম সমর্পণ;
রক্ষা কর দিবারাতে
আমার দুর্ব্বল কায় ও মন।

৫ ১ L. M. (দ্বিতীয় ভাগ।)

দিবসের আলোক এক্ষণে
বিকীর্ণ হইল গগনে;
ঊর্দ্ধে ঈশ্বরের সন্নিধান
উত্তোলন করি চিত্তপ্রাণ।

২

যে কোন কথা বলি আজ,
অথবা করি যে যে কাজ,
তায় মন্দ হইতে দয়াবান
স্থরক্ষা যেন করেন প্রাণ।

৩

কলহ হইতে, শান্তিরাজ!
এ জিহ্বায় রক্ষা কর আজ;
ক্রোধ হিংসা হ'তে এ জীবন
স্থরক্ষা কর অনুক্ষণ।

৪

এ ভবের অসারতা সব
হয় চিত্ত-শোষক অনুভব;
তা হ'তে মোদের নয়নে
সুরক্ষা কর যতনে।

৫

পাপ-চিন্তা যত তমোময়
এ হৃদিমধ্যে গুপ্ত রয়,
তা হ'তে অন্তরস্থ মন
সুনির্ম্মল কর অনুক্ষণ।

৬

দিবসিক খাদ্যে মিতাচার
হয় যেন আমা সবাকার;
পাপ-মাংসের অহং গর্ব্বচয়
তায় যেন নিত্য দমন রয়।

৭

এইরূপে যবে, হৃদয়েশ!
এ দীনের কার্য্য হবে শেষ,—
রজনীর ছায়া এ ধরায়
প্রত্যক্ষ হবে পুনরায়।

৮

গন্তব্য পথ যন্ত্রণাময়
সব যখন অতিক্রান্ত হয়,
সব গৌরব স্তুতি সাদরে
করিব প্রদান ঈশ্বরে।

৯

সব প্রতাপ সম্ভ্রম প্রশংসন
হোক ঈশ্বর পিতার অনুক্ষণ;
হে নিত্যপুত্র ত্রাণালোক!
প্রশংসা চির তোমার হোক।

১০

পবিত্র আত্মার সহিত তাঁর
প্রশংসা কর অনিবার;
হোক চির তাঁহার সঙ্কীর্ত্তন
যুগযুগান্তরে সর্ব্বক্ষণ।

৬ ১ L. M.

গগন আলোকময় হয়েছে,
হর্ষে হৃদি সব ভাসিছে ;
নাথ, তোমায় করি প্রার্থনা
সকল দোষ কর মার্জ্জনা।

২

সুশাসন কর রসনায়
শরীরে আর ক্রোধ না জন্মায় ;
অসার বস্তু প্রলোভনে।
মন কোন ক্রমে না মজে।

৩

পবিত্র কর মোদের চিত্,
মন্দ ভাব জন্মে না কচিৎ।
মোরা করি লঘু আহার,
ঘুচাই মোদের শরীরবিকার।

৪

দিন গতে আইলে রাত্তি,
আঁধারিয়া বসুমতী,
পরীক্ষা করি অতিক্রম
বিভু গানে হইব মগন।

৫

পিতা স্রষ্টার হউক সম্মান,
পুত্রের করুক প্রশংসা গান,
আত্মার সনে যাঁহার স্থিতি,
সদা করি তাঁহার স্তুতি।

৭ ১ L. M.

হে সত্যের ঈশ্বর স্নেহবান,
হে শক্তির প্রভো মহীয়ান,
কাল ঋতু তব অধিকার,
রচনা তোমার চমৎকার।

২

বিস্তারি' দপ্তি স্বর্ণময়,
সমুজ্জ্বল কর প্রভাতচয় ;
মধ্যাহ্নের অগ্নিময় কিরণ
প্রজ্বলিত রাখ কতক ক্ষণ।

৩

হে প্রভো, কর নির্ব্বাপণ
বিবাদের দীপ্ত হুতাশন ;
ক্রোধরিপুর উত্তাপ হ'তে আজ
এ জীবন রক্ষ, শান্তিরাজ !

৪

আকস্মিক যত বিপদ ঘোর
তা হ'তে রক্ষ দেহ মোর ;
তোমাতে যেন, দয়াবান !
পায় সত্য শান্তি আমার মন।

৫

খ্রীষ্ট যেশু উচ্চ মহীয়ান
আমাদের প্রভু কৃপাবান,
তাঁর গুণে, পিতঃ শক্তিমান,
প্রার্থনায় কর অবধান।

৮

বিভাষ।—জলদ-তেতালা।

ওহে ত্রাণভানু য়েশু,
বিরাজ হৃদয়ে মম ;
নব প্রাতে ডাকি, নাথ,
নাশ মম পাপ-তমঃ।

১

হেরি ঘোর নিশাগত,
উদিত নব প্রভাত,
মম হৃদয়ে উদিত
হও, য়েশু প্রিয়তম।

২

মনের আঁধার যত,
কর সব তিরোহিত ;
দুরিত-নাশন তুমি,
ত্রাণভানু অনুপম।

৩

থাক, ওহে দিবাকর,
মম সনে নিরন্তর ;
না হেরিলে দীপ্তি তব,
হৃদয় আঁধার মম।

৪

তাপেতে ব্যথিত চিত,
শোকতাপে ব্যাকুলিত ;
শান্তির কিরণে দুঃখ
কর, নাথ, উপশম।

৯

আলেয়া।—একতালা।

আর কেন থাক তুমি
করিয়া শয়ন ?
পূর্ব্ব দিকে প্রকাশিত
রবির কিরণ।

১

ভয়ঙ্কর নিশি ঘোরে।
যিনি রক্ষিলেন তোরে,
তাঁরে পূর্ণ আনন্দেতে
করহ অর্চ্চন।

২

দিনে দিনে আয়ু ক্ষীণ,
বৃথা গেল কত দিন !
জীবন সফল কর
করিয়া সাধন।

৩

কায়মনোবাক্যে ধ্যানে,
থাক শুদ্ধ অনুষ্ঠানে,
সর্ব্ব অন্তর্যামী দেখ,
করিছেন দর্শন।

৪

আয়ু ত চঞ্চল অতি,
কি হবে তোমার গতি,
অদ্য তব আত্মা যদি
হয় রে প্রয়াণ ?

১০

খাম্বাজ।—কাওয়ালী।

উদিল তপন
তমোবিনাশন ;
জাগ জাগ, ওরে মন।

১

আঁধার ঘুচিল,
আলোক ব্যাপিল,
পুলকিত হইল ভুবন।

২

বৃক্ষে পাখী সব
করে বিভু-স্তব ;
সে ধ্বনিতে যুড়ায় শ্রবণ।

৩

কর, ওরে মন,
বিভু-সংকীর্ত্তন,
ভক্তি-পুষ্পে সেব সে চরণ।

৪

নিদ্রা-নিমগন
থাক যবে, মন,
তিনি তব করেন রক্ষণ।

৫

যেশু গুণাকর
স্বর্গীয় ভাস্কর,
মম সহ রহ অনুক্ষণ।

৬

স্বর্গীয় কিরণে
আত্মা বরিষণে
দীপ্ত কর দাসের জীবন।

১১

বিভাষ।—আড়াঠেকা।

ওহে প্রিয় ত্রাণ-সূর্য্য,
বিরাজ হৃদয়োপরি।
তব মুখ নিরখিলে,
সব দুঃখ পরিহরি।

১

করি এই নিবেদন,
যেন তোমার কিরণ
আসি' ঘোর পাপ ঘন
নাহি ফেলে গ্রাস করি'।

২

নেত্র করি' উন্মীলন
করি যদি দরশন,
তোমার প্রেম-রতন
হেরি ভূমণ্ডলোপরি।

৩

তব শাস্ত্র অধ্যয়নে
শান্তি পাই পাপ মনে।
তুমি ত্রাণ বিতরণে
নাশিয়াছ নর-অরি।

৪

থাক, হে করুণাকর,
মম সহ নিরন্তর।
আমি ত্রাণ-দিবাকর
না হেরে কেমনে মরি !

১২

জয়জয়ন্তী।—চৌতাল।

লোহিত বরণে রবি
প্রকাশি' আপন ছবি
উজলি' দশ দিক
ভাতিল গগন।

১

পাখী সব শাখীর শাখায়
আনন্দে মধুর গায়;
প্রভাত অনিল বয়;
প্রফুল্ল কমল বন!

২

এ সময়, ওরে মন,
কর নাথ-সংকীর্ত্তন,
গত নিশায় যে জন
করেন তব রক্ষণ।

৩

তাল মান স্বর সনে
গাও, মিলি ভ্রাতৃগণে;
ঈশ-গুণ সংকীর্ত্তনে
হওরে নিমগন।

৪

পিতা, পুত্র সদাত্মারে,
প্রাণ খুলে ডাক তাঁরে;
গতি নাই আর ভব পারে
বিনা য়েশু প্রাণধন।

১৩

বারোয়াঁ।—আড়া।

হ'ল রজনী প্রভাত।
ভানূদয়ে তিরোহিত
তমোময় রাত।

১

জাগরিল প্রাণী সব,
পাখী সব করে রব;
মন, তুমি বিভু পদে
কর প্রণিপাত।

২

নব অনুরাগে, মন,
কর কর্ত্তব্য সাধন;
বিভুস্থানে চাও বর
যোড় করি' হাত।

৩

হেন সময় আসিবে,
পাপ-নিশি পোহাইবে;
হেরিবে সে খ্রীষ্টভানু
সবে অকস্মাৎ।

৪

চাহি আমি দীনহীন
সেই দিব্য শুভদিন,
যবে এ যাতনা-নিশি
হবে সুপ্রভাত!

১৪

ললিত।—আড়াঠেকা।

প্রভাত-আরতি নাথে
করহ অর্পণ।
তাঁহার মহিমা হের
মেলিয়া নয়ন।

১

জগত মেলি লোচন,
যেশুরে করে দর্শন ;
আনন্দে বিহগকুল
গায় তাঁর গান।

২

হর্ষিত হয়ে গগন
পরিছে নীল বসন।
অরুণ কাঞ্চন থালে;
নাথেরে করে বরণ !

৩

এমন সময়ে, মন,
কেন রহ অচেতন ?
কর উঠি দরশন
গৌরব তাঁহার।

৪

স্মর রে তাঁহারে, চিত,
দাসের এই উচিত।
দিয়া ভক্তি কোকনদ
পূজ তাঁর শ্রীচরণ।

১৫

ললিত।—আড়াঠেকা।

রজনী প্রভাত হ'ল ;
জাগ, মন-বিহঙ্গম !
জাগরিল সর্ব্ব প্রাণী
হেরি' ভানু মনোরম !

১

নাহি আর অন্ধকার,
হেরি দীপ্তি চমৎকার !
ত্রাণালোকে, মনামার !
দূর কর পাপতম।

২

কর নেত্র উন্মীলন,
হবে শুভ দরশন ;
হের মন অচেতন,
খ্রীষ্টভানু প্রিয়তম।

৩

প্রভাত-বন্দনা লয়ে
খ্রীষ্টপদে নত হয়ে
পূজ, মন, এ সময়ে
খ্রীষ্টপদ অনুপম।

৪

ওহে ত্রাণ-প্রভাকর,
বরষ স্বর্গীয় বর।
ত্রাণালোকে দূর কর
কিঙ্করের পাপ-তম।

সায়ংকালীন গীত।

১৬

Eudoxia.] ১ 6-5

দিবস হইল গত,
রাত্রি উপনীত।
সন্ধ্যার ছায়া ধীরে
ধরায় উপস্থিত।

২

আঁধার ঘনীভূত,
তারা উদিত প্রায়।
পশু পক্ষী মানব
সত্বর নিদ্রা যায়।

৩

যেশু, শান্তি বিশ্রাম
শ্রান্ত জনে দেও।
আশীষ দানে চক্ষু
মুদিত করাও।

৪

এই দীনহীনে দেও
তব সুদর্শন।
সুনীল সাগর-বক্ষে
রক্ষ নাবিকগণ।

৫

দুঃখে ব্যথিত জনে।
কর সান্ত্বনা;
বিফল কর শত্রুর
মন্দ কামনা।

৬

দীর্ঘ রজনীতে
স্বর্গীয় দূতগণ
শ্বেত পক্ষেতে আমায়
করুন আচ্ছাদন।

৭

হইলে নিশি প্রভাত,
তব সাক্ষাতে
উঠি যেন নিষ্পাপ
শুদ্ধ আত্মাতে।

৮

পিতার মহিমা হোক,
পুত্রের গৌরব স্তব;
পুণ্য-আত্মার গৌরব
করুক মানব-সব।

---

১৭ ১ ৭-৭

দিবস হইল অবসান।
চিন্তা কর, মম প্রাণ!
সেই দিবস আমি চাই,
যাতে কোন রাত্রি নাই।

২

আকাশ হইল অন্ধকার;
দীপ্তি নাহি দৃশ্য আর।
যেশু! তুমি নিকট হও;
তব জীবন-দীপ্তি দেও।

৩

সূর্য্য হইল অন্তর্হিত,
রাত্রি এখন উপস্থিত।
ধর্ম্ম-সূর্য্য যেশু হে,
উঠ আমার অন্তরে।

৪

শ্রমে ক্লান্ত প্রাণিগণ,
করে নিদ্রার অন্বেষণ।
প্রভু, আমি তোমাতেই
নিত্য শান্তি যেন পাই।

৫

যখন হবে মৃত্যুরাত,
যেশু, থাক আমার সাথ;
এবং দিব্য আলোকে
গ্রহণ কর আমাকে।

১৮ ১ ৪-৭

ওহে যেশু কোমল পালক,
শুন আমার নিবেদন,
তব মেষে আজি রাত্রে
কর আশীষ বরিষণ।

২

অন্ধকারের মধ্যে তুমি,
আমার সন্নিধানে রও;
প্রভাতের দীপ্তি পর্য্যন্ত,
আমার অটল রক্ষক হও।

৩

দিবাভাগে তব হস্ত,
চালাইয়াছে আমাকে।
তব কৃপায় এখন আমি
ধন্যবাদ দিই তোমাকে।

৪

তুমি জীবন-তোষণকারী!
আহার বস্ত্র তব দান।
সায়ংকালীন নিবেদনে
কর প্রভো, অবধান।

৫

আমার যাবতীয় পাতক
তব গুণে ক্ষমা হউক,
মম প্রিয় বন্ধুবর্গ
তব প্রেম ও আশীষ পাউক

৬

প্রাণের বিয়োগ হইলে পরে,
আমায় স্বর্গধামে লও;
সেথায় সুখে তব সহ
আমায় নিবাস কর্ত্তে দেও।

১৯

Troyte's chant.] ১ P. M.

দিবসের হইল অন্ত, প্রভো হে,
না ছাড় তুমি আপন ভৃত্যকে।
যদিও অন্য সঙ্গী নাহি রয়,
মোর সঙ্গে থাক, য়েশু দয়াময়।

২

এ মর্ত্ত্য জীবন চলে বেগবান,
ও ক্ষণেক পরে হইবে অবসান।
সংসারে দেখি কিছু নিত্য নাই;
মোর সঙ্গে থাক,য়েশু নিত্যস্থায়ী।

৩

দুঃখেও আমার হবে না বিষাদ।
করিলে তুমি আমায় আশীর্ব্বাদ।
নাই মৃত্যুতে নাই পরলোকে ভয়
তোমাকে পাইলে,য়েশু দয়াময়।

৪

পাপিষ্ঠ আমি ধরি তব ক্রুশ,
মার্জ্জনা কর মম পাপ ও দোষ।
দিনযামিনী,হে প্রভো,সঙ্গী হও;
ও শেষে তব স্বর্গজ্যোতি দেও।

২০

ভৈরবী।—তিওট।

দিবা অবসান।
কর, মানবসন্তান!
বিভু-গুণ গান।
দিবাশেষে সে প্রাণেশে
সঁপি দেহমন
বিমোহিত কর প্রাণ।

১

নিশি উপনীত,
দিবা অন্তর্হিত,
ভানু অস্তমিত।
ধর য়েশু-পদ-তরি,
নিশা-সঙ্কটে,
দুঃখে পাবে পরিত্রাণ।

২

ত্রাণ-প্রভাকর
য়েশু গুণধর
পাপ-তমোহর
যার হৃদে বিদ্যমান,
আজি কি ভয় তার,
সুখে সে যে ভাসমান!

৩

য়েশু প্রেমময়,
দীনে এ সময়
দেও পদাশ্রয়।
তব প্রেমে মগ্ন কর;
জীবন-সন্ধ্যাতে
ভীত যেন না হয় প্রাণ।

২১

বাগেশ্রী।—আড়াঠেকা।

দিবা অবসান হল ;
বারেক চিন্ত, রে মন ;
বিভুপদ সেবা তব
হয়েছে কি অনুক্ষণ ?

১

নিজ কার্য্য সুসাধন
করেছ কি, ওরে মন ?
কত পাপ অগণন
হয়েছে, কর স্মরণ।

২

কর খেদ অনুতাপ,
স্মর অদ্যকৃত পাপ ;
এড়াইবে অভিশাপ ;
হবে পাপ বিমোচন।

৩

দিবাতুল্য অবসান
হবে মানবের প্রাণ ;
যেগুতে অভয় দান
পাবে বিশ্বাসীর মন।

৪

থাক, যেগু দিবাকর,
মম সনে নিরন্তর।
হবে যবে দেহান্তর,
দিও মোরে দরশন।

২২

পূরবী।—আড়াঠেকা।

দিবস হয়েছে গত,
রজনী আগতপ্রায় ,
হেন কালে, দীননাথ,
হও হে দীন-সহায়।

১

ক্রমে ক্রমে অন্ধকার
হতেছে গভীরতর,
ভীতচিত্তে, দয়াধার,
তাই ডাকি হে তোমায়

২

বহিছে ভীষণ স্বরে
মৃত্যুনদী বেগভরে !
কেমনে যাইব পারে,
ভেবে ব্যাকুল হৃদয়।

৩

সহায় সাহস হীন,
দীনহীন চিরদিন,
ভয়ে কাঁপিতেছে প্রাণ,
দেও অভয় এ সময়।

৪

তুমি সঙ্গে আছ যার,
আঁধারে কি ভয় তার ?
মৃত্যুনদীর হুহুঙ্কার,
ডরে না তার হৃদয়।

২৩

বেহাগ।—মধ্যমান।

হ'ল দিবা অবসান।
বিভুগুণ সঙ্কীর্ত্তনে
রত হও প্রাণ।

১

সায়াহ্ণ নৈবেদ্য লয়ে
বিভু স্তবে মত্ত হয়ে
ভক্তি পুষ্পাঞ্জলি তাঁরে
করহ প্রদান।

২

অস্তগত দিবাকর।
উপনীত নিশাকর;
ত্রাণভানু যেশু ভবে
চির বিদ্যমান।

৩

দিবসের কার্য্যচয়
সায়াহ্ণে নিঃশেষ হয়;
প্রভুতে বিশ্রাম লাভ
কর এবে, প্রাণ।

৪

রহ, ত্রাণ-দিবাকর,
মম সনে নিরন্তর।
নিশির বিপদ হ'তে
কর দীনে ত্রাণ।

২৪

বাঁরোয়াঁ।—আড়া।

ওহে ত্রাণ-দিবাকর,
তুমি যার সন্নিকটে,
রজনী কি তার?

১

মম হৃদয়-আকাশে
থাক শর্ব্বরী-দিবসে।
তুমি না থাকিলে পাশে,
অস্থির অন্তর।

২

থাকি' পাপ-পৃথিবীতে
ব্যথিত হয়েছি চিতে;
আসি' নাথ! রজনীতে
লও মম ভার।

৩

ভ্রম-তমঃ চতুর্ভিত
হেরিয়া হয়েছি ভীত;
করে পাছে আচ্ছাদিত
শ্রীমুখ তোমার।

৪

যে জন সরল হৃদে
সঁপে মন তব পদে,
পরীক্ষা, পাপ, আপদে
কি ভয় তাহার?

২৫

সিন্ধু।—আড়া।

মম ত্রাণ-ভানু
যেও দয়াময় হে,
তুমি যদি রহ কাছে,
নাহি নিশা-ভয় হে।

১

তব মুখ সুধাকর
হেরি যেন নিরন্তর;
দিবানিশি মম হৃদে
করাও উদয় হে।

২

পাপ-তম তিরোহিত,
কর, নাথ, সমুচিত;
তব প্রীতি-করে পূর
পাতকী হৃদয় হে।

৩

যবে মম এ নয়ন
হবে নিদ্রাতে মগন,
তোমাতে বিশ্রাম যেন
লাভ মম হয় হে।

৪

নিশি দিন মম সাথ
রহ, ওহে প্রাণনাথ;
জীবন মরণে যেন
পাই পদদ্বয় হে।

২৬

পূরবী।—আড়া-ঠেকা।

দিনমণি অস্তগত,
তবু ব্যস্ত কি কারণ?
ছাড়িয়া অনর্থ চিন্তা
চিন্ত ব্রহ্ম সনাতন।

১

পলাইবে প্রাণ ভানু,
পড়িয়া রহিবে তনু;
অবনত করি' জানু
দেহ তাঁরে দেহ মন।

২

যাঁর ভয়ে রবী শশী
ভ্রমিতেছে দিবানিশি,
এই বেলা কর আসি'
সে প্রভুর আরাধন।

৩

ভাব তাঁরে নিরবধি,
স্বর্গপুরে যাবে যদি;
উত্তরিতে ভব নদী
সেই যোগ্য আয়োজন।

৪

যাঁহাতে উৎপত্তি স্থিতি,
তাঁহাতে নাহিক ভীতি,
এ তোর কেমন রীতি,
ওরে দম্ভময় মন।

প্রভুর দিন।

২৭ ১ 8. 7. 4.

পরম পিতার অনুগ্রহে
হইল নব বিশ্রামবার!
আইস, আনি তাঁহার গৃহে
ধন্যবাদের উপহার।
নম্রমনে, আরাধনে
এখন অবনত হই।

২

লঙ্ঘিয়াছি স্বর্গ-বিধি;
কিসে তিনি মঙ্গল দেন?
কিন্তু যেশু প্রতিনিধি
পাপের হেতু মরিলেন।
ক্রুশের গুণে সিংহাসনে
পাপী আমরা দয়া পাই।

ওহে আত্মা শান্তিদাতা,
তুমি সহকারী হও।
ডাকি যেন "আব্বা পিতা,"
হৃদয়ে প্রবৃত্তি দেও।
তোমার বলে স্বর্গস্থলে
সিদ্ধ হবে প্রার্থনা।

২৮ ১ 7. 7.

হের শুভ প্রভুর দিন!
কিবা সুন্দর সমীচীন।
হর্ষে ফুল্ল হৃদয়ে
আসি' প্রভুর আলয়ে
আইস করি আরাধন;
শীতল হবে তাপিত মন।

২

প্রভুর দিন কি মনোহর!
প্রাণ ও আত্মার তৃপ্তিকর।
ঘুচায় চিত্তের দুঃখ ক্লেশ
বর্ষে শান্তি সুখ অশেষ।
করি যখন উপাসন,
নব তেজে পূর্ণ মন!

আইস, আত্মন্ প্রজ্ঞাময়,
দীপ্ত কর এ হৃদয়;
করিবারে উপাসন
দাসে শিক্ষা দেও এখন।
যেন যোগ্য আরাধন
প্রভুর গৃহে হয় এখন।

২৯

১ 7. 7.

শুভ সাব্বাথ মনোহর!
কি অপূর্ব্ব তৃপ্তিকর।
হেরি' প্রিয় বিশ্রামবার
মহানন্দ সবাকার।

২

আজি প্রভুর বিশ্রাম দিন,
কিবা সুন্দর সর্ব্বাঙ্গীন!
মন হে, তুমি বিশ্রাম লও;
প্রভুর স্তবে রত হও।

৩

আজি য়েশু উঠিলেন,
মৃত্যুর শক্তি নাশিলেন;
কর উল্লাস, মানবগণ,
কর য়েশুর সঙ্কীর্ত্তন।

৪

একই মনে ভক্তগণ
আজি করেন সঙ্কীর্ত্তন;
তাঁদের সভায় মিলিত হও;
য়েশুর প্রেমে মগ্ন রও।

৫

প্রভো, কর আত্মা দান,
যেন করি তোমার গান;
করি' শান্তি বরিষণ,
তৃপ্ত কর সবার মন।

৩০

১ 8. 7.

আহা, কিবা শুভ দিবস!
এমন দিবস নাহি আর।
প্রভো, আজি আমার মানস—
স্মরি তোমার প্রেম অপার।

২

এই শুভ বিশ্রাম দিনে
আমরা তোমার শরণ লই;
তব স্তব ও আরাধনে
পুণ্য আত্মার শক্তি চাই।

৩

আজি যত সাধুগণে
আসি' তব নিকেতন
মধুর স্বর ও হৃষ্ট মনে
করেন তোমার উপাসন।

৪

আজি মৃত্যু করি' দমন
য়েশু পুনঃ উঠিলেন;
অক্ষয় শান্তি নূতন জীবন
আমার তরে সঞ্চিলেন।

৫

প্রভো, সেই স্বর্গধামে
আমায় করি' আশ্রয় দান
শেষে নিত্য সুবিশ্রামে
পরিতৃপ্ত কর প্রাণ।

৩১

Adeste Fideles.] ১ P. M.

আইস বিশ্বাসিগণ,
করি' জয় সঙ্কীর্ত্তন
ঈশ্বরের নিকট করি আগমন।
নম্র অন্তরে
এ প্রভুর বাসরে
আইস পূজি ঈশ্বরে,
আইস পূজি ঈশ্বরে,
আইস পূজি ঈশ্বরে অন্তরে।

২

হর্ষে ফুল্ল অন্তর
হেরি' প্রভুর বাসর ;
ধন্যবাদ করি প্রভুর নিরন্তর।
করি আরাধন,
প্রভুর প্রেম সঙ্কীর্ত্তন !
আইস ইত্যাদি।

৩

প্রভু বিশ্রামস্বামী,
সর্ব্ব-অন্তর্যামী ;
হও তাঁহার আদেশের অনুগামী।
সংসার-বাসনা
হৃদে স্থান দিও না।
আইস, ইত্যাদি।

৪

ওহে ত্রাণ-পতি,
হের দীনের প্রতি ;
দেও আজি দাসে বিশুদ্ধ মতি ;
দেও শক্তি জীবন
করিতে উপাসন।
আইস, ইত্যাদি।

---

৩২ ১ 8. 7.

প্রভুর এই পুণ্যবারে
আইস, আমরা জাগ্রৎ হই।
প্রেম ও হর্ষ সহকারে
স্বর্গ দিগে মন উঠাই।

২

অদ্য য়েশুর শিষ্যগণে
দেশে দেশে মিলিয়া
করিতেছে ভক্তমনে
স্বীয় প্রভুর অর্চ্চনা।

৩

অদ্য যিনি মৃত্যু হইতে
জয়ী হইয়া উঠিলেন.
তিনি আপন শান্তি দিতে।
শিষ্য-সভায় আসিবেন।

৪

আইস, ত্রাতা অনুগ্রাহি,
আপন দিব্য রব শুনাও।
তব শান্তি আমরা চাহি,
অদ্য সেই শান্তি দেও।

৩৩

খট ভৈরবী।—তিওট।

কিবা শুভ দিন,
হৃদয়রঞ্জন!
শুভ দিবসে পুলকিত
হ'ল মন!

১

হেরি সপ্তাহ হ'ল গত,
নব দিন মনোমত
হ'ল আগত।
প্রভুর বিশ্রাম দিন
আজি করিব স্মরণ।

২

আজি নরেশ পুণ্যময়
করি' পরলোক জয়
হন মৃত্যুঞ্জয়
হেন শুভ দিন
ভুলিতে পারে কোন্ জন!

৩

হেরি, আগত ভক্তগণে
এই পুণ্য নিকেতনে
সানন্দ মনে
হৃদি খুলে আজ
করিবেন প্রেম সঙ্কীর্ত্তন।

৪

ওহে স্বর্গেশ কৃপাকর,
কিঙ্করে কৃপা কর,
আত্মা স্থিতর।
যেন করি হে,
আজি তব আরাধন।

৩৪

ভৈরবী।—আড়া।

তোমার আলয়, নাথ,
কিবা মনোহর!
কিবা ভাল বাসি আমি
তোমার বাসর।

১

ভ্রমি সংসার কাননে
ব্যথিত হয়েছি মনে;
বৃথা শান্তি অন্বেষণে
হয়েছি কাতর।

২

আজি তৃষিত অন্তরে
এসেছি তোমার ঘরে;
শান্তি দিয়ে এ কিঙ্করে
জুড়াও অন্তর।

৩

হেরিলে তোমার মুখ,
লাভ হবে শান্তি সুখ
অন্তরের যত দুঃখ
হইবে অন্তর।

৪

ডাকি, নাথ প্রেমময়,
আসি' হেথা এ সময়
দেখাও আনন তব
দাসেরে সত্বর।

৫

করিবারে উপাসন
কর শক্তি বিতরণ;
তব গ্রাহ্য যোগ্য কর
অযোগ্য কিঙ্কর।

৩৫

বিহঙ্গড়া।—চৌতাল।

অপার আনন্দ মনে
করি সঙ্কীর্ত্তন।
কিবা নব সুখে
মগন জীবন!
এই শুভ বাসরে
হরষিত অন্তরে
পবিত্র ভক্ত নরে
পূজিতে পরাৎপরে
করে আকিঞ্চন।

১

এ শুভ বিশ্রামাহে
হে বিশ্বেশ্বর,
দীন পাতকী জনে
কৃপা বিতর।
নাশ ভব যাতনা,
সাংসারিক ভাবনা,
দান কর সান্ত্বনা
পবিত্র উপাসনা
করে যেন মন।

২

এ শুভ বিশ্রামাহে
তব আলয়ে
করিতে আরাধনা
বাঞ্ছা হৃদয়ে।
তব পুণ্য আত্মারে
দান কর সবারে;
বন্দি যেন তোমারে;
এ ভজন-আগারে
কর উদ্দীপন।

৩৬

বেহাগ।—আড়াঠেকা।

কোথায় পতিত-পাবন!
সরল অন্তরে ডাকে
তব ভক্তগণ।

১

তুমি সত্য একেশ্বর,
ত্রিত্বভাবে বিরাজ কর,
পিতা পুত্র আত্মাবর
একে তিন জন।

২

যে আশা করিয়ে মনে
এসেছে সভাস্থগণে,
কর আজি নিজগুণে,
আশীঃ বরিষণ।

৩

ওহে যেশু শান্তিরাজ,
শান্তি দান কর আজ,
তোমা বিনা কোন কাজ,
না হয় সাধন।

৩৭

ভৈরবী মিশ্র।—আড়া।

এস, আজি সবে মিলে
প্রাণ ভরে ডাকি তাঁরে!
যাঁহার করুণাবলে
এসেছি এ সভাগারে।

১

যাঁহার করুণাবলে
এসেছি এ সভাস্থলে,
মনের বাসনা যত
আজি জানাব তাঁহারে।

২

এস, হয়ে এক মন
করি তাঁর সঙ্কীর্ত্তন;
যাঁহার করুণাগুণে
আছি বেঁচে এ সংসারে।

৩

আছে যত প্রয়োজন,
করি তাঁয় নিবেদন।
ঘুচিবে অভাব যত,
জানি তাঁর অঙ্গীকারে।

৪

ওহে নাথ স্নেহবান,
কর করুণা প্রদান;
তোমা বিনা উপকার
ভবে কে করিতে পারে?

৩৮

ঝিঁঝিট-খাম্বাজ।—মধ্যমান।

হেরি প্রভুর দিন, শুভদিন,
প্রফুল্লিত মন!
মহানন্দে করি আজি
খ্রীষ্ট-সঙ্কীর্ত্তন।

১

এ দিনেতে দিনমণি,
নিজ প্রভাবে আপনি
মৃত্যু পরলোক জিনি'
কৈলেন উত্থান।

২

অদ্য, ওহে মম চিত্ত,
চিন্তামণির গুণ চিন্ত,
অনিত্য বিষয় যত
ক'রে বিসর্জ্জন।

৩

ওহে বিশ্রামাহ-স্বামি,
ভারাক্রান্ত পাপী আমি,
পাপভার লয়ে তুমি,
কর শান্তি দান।

৪

অদ্য ধর্ম্মাত্মার গুণে
বক্তা শ্রোতা সর্ব্বজনে
পরমার্থ সার ধনে
কর সম্পূরণ।

খ্রীষ্টের আগমন।

৩৯ ১ 7.7.

যেশু, তোমার অপেক্ষায়
সর্ব্ব সৃষ্ট বস্তু রয়।
হেথা কত দোষ ও পাপ,
অত্যাচার ও অভিশাপ।
সর্পরাজ্য নাশিতে
শীঘ্র আইস, প্রভু হে।

২

চাহে তব ভক্তগণ
সদা তোমার আগমন।
হেথা তাদের নাহি দেশ;
দুঃখমাত্র এবং ক্লেশ।
প্রজার মুক্তি আনিতে,
শীঘ্র আইস, প্রভু হে।

৩

এই শ্রান্ত ক্লান্ত মন
করে তোমার অপেক্ষণ।
ভবে কোন তৃপ্তি নাই,
যেশু তব দর্শন চাই।
আপন ভৃত্য তারিতে,
শীঘ্র আইস, প্রভু হে।

৪০ ১ 8.7

শুন, শুন, হর্ষবাণী!
জগত্রাতার আগমন।
মুখে কর কীর্ত্তিধ্বনি;
মনে দিও সিংহাসন।

২

তাঁরই বলে হবে খণ্ডন
মহাশত্রুর অধিকার।
ছিন্ন হবে লৌহবন্ধন,
খোলা যাবে কারাগার।

৩

যারা তিমিরে আচ্ছন্ন,
তিনি তাদের মুক্তি দেন।
চক্ষু করিয়া প্রসন্ন
দিব্য দীপ্তি আনিবেন।

৪

অনুতাপী মনের ক্ষত
শান্তকারী তিনি হন।
নিরুপায় ও দুঃখী যত,
হেথা দেখ পরম ধন।

৫

যেশু, তব পুণ্য নামে
আমরা করি বন্দনা।
ব্যাপ্ত হবে স্বর্গধামে
তব নিত্য প্রশংসা।

৪১ ১ S. M.

হোসান্না ! যেশু নাথ,
শ্রীপিতার পুত্রবর।
স্বর্গেতে তব মহিমা
বিরাজে পরাৎপর।

২

হোসান্না ! শান্তিরাজ,
জীবনের অধিপ।
ভূতলে তুমি আসিলে
অনন্ত মুক্তিদ।

৩

পৃথিবীবাসিগণ
পাপান্ধকারে রয়।
হোসান্না ! যেশু, তোমাতে
দীপ্তি ও পুণ্য পায়।

৪

যথার্থ মহীপাল,
স্বরাজ্য শীঘ্র লও।
অখণ্ড ধরামণ্ডলে
একাধিপতি হও।

---

৪২ ১ 8. 7.

আইস, আইস, প্রভু খ্রীষ্ট !
তব দীপ্তি দেন পাই।
তুমি আমাদের অভীষ্ট,
তোমা ছাড়া মুক্তি নাই।

২

ইস্রায়েলের রাজা তুমি,
পুণ্যদায়ী ত্রাতাবর।
সর্ব্বজাতির আশাভূমি,
দুঃখীর তুমি শান্তিকর।

৩

প্রজাবর্গ তরে জাত,
শিশুভাবে অবতার।
যেশু নামে হইয়া খ্যাত
প্রকাশিলে প্রেম অপার।

৪

প্রভো হে, আমাদের মনে
অধিকারী হয়ে রও।
আমাদিগকে তব গুণে
আপন সন্নিধানে লও।

৪৩ ১ C. M.

যে পরম প্রভু মরিলেন,
আমারে তারিতে,
হায় ! কবে তিনি আসিবেন
এ ক্লান্ত হৃদয়ে !

২

কোন্ দিনে আমি শুনিব
তাঁর ক্ষমাকারী রব !
ও তাঁর সুপথে চলত
পাই শান্তির অনুভব !

৩

হে যেশু, তোমার আত্মা চাই;
সে আত্মা কর দান।
পাপেচ্ছা হইতে যেন পাই
সম্পূর্ণ পরিত্রাণ।

৪

এখনও আসিয়া জানাও
মোর দোষের বিমোচন।
ও মম সহবাসী হও,
তায় হৃষ্ট হবে মন।

৪৪

Canaan.] ১ P. M.

হে প্রিয় য়েশু প্রাণেশ্বর,
চাই আমি তব দর্শন ;
প্রাণ কাতর মম নিরন্তর,
প্রেম সুধা কর বর্ষণ।

পাপ তাপে হৃদি ব্যাকুলিত,
পাই কোথা সুখ সান্ত্বনা !
প্রাণ তব তরে লালায়িত
দূর কর দুঃখ যন্ত্রণা।

য়েশু, হে য়েশু,
হে প্রাণের প্রিয় য়েশু,
হে য়েশু প্রাণের প্রিয়তম,
দেও আমায় শুভদর্শন।

২

যে হরিণ জলের লোভে ধায়,
তার তরে করে প্রাণপণ,
এ হৃদি সেরূপ তোমায় চায়,
আসিয়া বাঁচাও জীবন।

হায় ! কবে তুমি আসিবে !
শোক ব্যথা দূরে যাবে ;
প্রাণ কবে শীতল করিবে ?
হেরিব, প্রাণ জুড়াবে !

য়েশু, হে য়েশু,
হে প্রাণের প্রিয় য়েশু,
হে য়েশু প্রাণের প্রিয়তম,
দেও আমায় শুভ দর্শন।

৪৫

ঝিঁঝিট-খাম্বাজ।—কাওয়ালী।

যীশু, কাঁদে এ পরাণ
তোমারই তরে হে !
তোমা বিরহে মম হৃদি বিদরে ;
পোড়া নয়নে শোকাশ্রু ঝরে হে।

১

আসিবে বলেছ, নাথ !
আজও এলে না।
কাতর কিঙ্করে আর
সদয় হলে না !
অন্তর-যাতনা ঘুচে না হে।
কি বলে বুঝাব
এ কাতর অন্তরে হে !

২।

কত আর জগতের
প্রহার সহিব।
মরমে মরিয়া আর
কতই রহিব ?
তোমা বিনা প্রাণ ত্যজিব হে !
আসিয়া বাঁচাও এই
কাতর কিঙ্করে হে।

৩

এই হৃদি আর কারে দিব ?
কে আছে মম !
কারে ভাল বাসে প্রাণ
তোমারি সম ?
তুমি প্রাণের প্রিয়তম হে।
আসিয়ে হও মম
নাথ প্রাণেশ্বর হে।

৪৬

ঝিঁঝিট-খাম্বাজ।—কাওয়ালী।

হে নাসারীয়!
তুমি পরাণধন হে!
জীবন যৌবন সব
তোমারই নাথ।
কাঁদে এ পরাণ হে
দেহি দরশন।

১

অন্তর কাতর হ'ল
তোমারই তরে।
হিয়া লালায়িতা
নিতি নিতি হে।
এস হে, যীশু এ
হিয়া মাঝে এস।
তোমারই আনন হেরে
জুড়াব জীবন।

২

এ জীবন সঁপি নাথ
তোমারই করে।
ত্যজ না, ঠেল না,
দীন ব'লে হে।
চরণে অধীনে
স্থান দেও, নাথ.
করুণা এ দীন দাসে
কর বিতরণ।

৪৭

ভৈরবী-মিশ্র।—জৎ।

কোথা প্রাণেশ্বর যেশু গুণাকর!
আসি' দীন দাসে দেহি দরশন।
তব অদর্শনে শোক-হুতাশনে
যেন হয় মনে গেল এ জীবন!

১

তব অপেক্ষাতে আছি চিরদিন!
আশা পথেচেয়েআঁখি হল ক্ষীণ।
কবেহে আসিবে,আশা মিটাইবে?
শোক নিবারিবে, তৃপ্ত হবে মন।

২

অন্তরের আশা অন্তরে রহিল!
তোমা বিনা খেদে প্রাণ বিদরিল।
কৃপা পুরঃসর, এস হে সত্বর;
বাঁচাও কিঙ্কর দিয়া দরশন।

৩

চাতক যেমতি নব বারি তরে
ঊর্দ্ধমুখে সদা "জল জল" করে,
তেমতি জীবন চাহে অনুক্ষণ
তব দরশন, হে জীব-জীবন!

৪

কলুষিত চিত তব যোগ্য নহে,
তবু প্রাণ তব অপেক্ষাতে রহে।
অযোগ্য কিঙ্করে কৃপা দান করে
আসিয়ে সত্বরে বাঁচাও এখন।

৪৮

ভৈরবী।—আড়া।

ঘোষণা হইতেছে ঐ
প্রভু য়েশুর আগমন!
তমঃ আশা ত্যাজ্য কর,
জ্যোতির সন্তানগণ।

১

মুগ্ধ কেন আছ ভবে?
সচেতন হও সবে;
মন আঁধার দূরে যাবে
খ্রীষ্টভানু উদ্দীপন।

২

ক্ষমা শান্তিদান জন্যে
ডাকিছেন পাপিগণে,
কর খেদান্বিত মনে
তাঁর সমীপে গমন!

৩

আসিবেন পুনর্ব্বার
করিতে মহাবিচার;
ভয়ে ভীত এ সংসার
হইবে সবে তখন।

৪

সেই ভয়ঙ্কর দিনে
যেন তাঁহার দক্ষিণে
স্থান পাই অবসানে
মোরা অকিঞ্চন জন।

৪৯

বেহাগ।—আড়া।

এস, ওহে ত্রাণপতি
য়েশু নরেশ্বর।
আঁধার ভবের তুমি
নিত্য প্রভাকর।

তব আগমন তরে
আশাপূর্ণ হয়ে নরে
ডাকিছে তোমায়, নাথ!
এস হে সত্বর।

১

অন্ধকারময় ভব
পাইলে দর্শন তব,
হইবে আলোকপূর্ণ,
ওহে ত্রাণাকর।

জানি হে, কেবল তুমি
জগতের আশাভূমি;
তাই তব আশে পূর্ণ,
হয়েছে অন্তর।

২

কর দুঃখ বিমোচন,
তার পাপী অভাজন।
তারণ-কারণ তুমি,
ওহে প্রাণেশ্বর।

ধন্য ধন্য তব নাম!
ওহে য়েশু গুণধাম।
গাইব তোমার কীর্ত্তি
যুগ যুগান্তর।

৫০

বিহঙ্গড়া।—চৌতাল।

এস এস, ওহে য়েশু পাতকিশরণ,
পাপ-বিনাশন ঈশ্বর-নন্দন।
তব দীন কিঙ্করে ডাকে নাথ কাতরে,
এস এস সত্বরে, ঐ মুখ সুধাকরে
করি নিরীক্ষণ।

১

হে নাথ, তোমা বিনে কে আর ভবে
সান্ত্বনা করিবে এ অনাথ সবে!
শোকাতুরা মেদিনী পাপতাপেতাপিনী
সান্ত্বনা-বিরহিণী চাহে দিবা যামিনী
তব আগমন।

২

তৃষিতা চাতকিনী জলের তরে
যেমন ডাকে সদা কাতর স্বরে,
থাকে ঊর্দ্ধ নয়নে, চাহে সে নব ঘনে,
তেমনি ভক্তগণে চাহে তব আননে,
চাহে অনুক্ষণ।

৩

হে নাথ, এ বিনতি তব চরণে,
আসিয়ে বাঁচাও এ তাপিত জনে।
হর দুঃখ যন্ত্রণা, পূর মনোবাসনা,
দেও চিতে সান্ত্বনা, করে এই প্রার্থনা
তব ভৃত্যগণ।

৫১

খাম্বাজ।—কাওয়ালী।

পাপী-তরে দয়া করে
যিনি দিলেন জীবন,
পুনর্ব্বার আসিতেছেন
করি' মেঘে আরোহণ

১

শত শত সাধুগণ
তাঁহারে করি' বেষ্টন
জয়োল্লাসে পরিপূর্ণ
করিতেছেন ত্রিভুবন

কম্পিত সব থর হরে!
ভয়ঙ্কর রূপ হেরে।
তাঁকে ক্রুশে হতকারী
দেখি' করিছে রোদন।

৩

প্রেকের চিহ্ন হাত পায়
প্রকাশি দিব্যকায়;
তাহা ভক্তগণ দেখে
হয় উল্লাসিত মন।

৪

পূজ্য হও সবার স্থানে,
বৈস নিজ সিংহাসনে,
লহ নিজ রাজ্যভার,
পাল তব প্রজাগণ।

৫২

সঙ্কীর্ত্তন।

কবে আসিবে নাথ?
এস শীঘ্র করে।
প্রাণ জুড়াব হেরে!
তোমাকে না হেরে আমার
প্রাণমন কেমন করে।
এস শীঘ্র করে।

১

যখন গেলে স্বর্গপুরে,
বলেছিলে আস্‌ব ফিরে,
ওহে, নিতে আমারে।
আছি তোমার পথ চেয়ে
সকাতরে ঊর্দ্ধশিরে।
এস শীঘ্র করে।

২

আনন্দ কেবল আমার!
তুমি আমায় ভার্য্যা করে
নিয়ে যাবে নিজ ঘরে;
তোমার সঙ্গে থাকি সদা
পিতার দক্ষিণ ধারে!
'এস শীঘ্র করে।

৩

যেশু আমার বৈভব নিধি,
রাখ্‌ব তাঁরে হৃদে ধরে
অতি যতন করে।
অমনি দান কর্লেন পিতা
এ দীনহীন ভিখারীরে।
এস শীঘ্র করে।

৫৩

ঝিঁঝিট-খাম্বাজ।—একতালা।

দীনবন্ধু হে,
দেহি দরশন!
হেরি সফল
হউক জীবন।

১

বিষম ভব-জঞ্জালে,
মায়া, মোহ, কোলাহলে,
আছি হে তোমারে ভুলে,
হৃদয়-রতন।

২

এ ভব-বিদেশ-বাসে
অনিত্য সুখের আশে
বদ্ধ হ'য়ে মোহ পাশে
আছি অনুক্ষণ।

৩

কাতরে করি বিনতি,
ঘুচাও সবার এ দুর্ম্মতি,
বরষি' দয়ার রাশি
তৃপ্ত কর মন।

৪

অন্তর পাপ-তিমির
নাশ, যেশু দিবাকর,
কাতরে তব কিঙ্কর
করিছে রোদন।

খ্রীষ্টের জন্ম।

৫৪ ১ ৭. ৭.

আইলেন দেখ স্বর্গপতি,
ধরাতলে অবতার।
করেন নরবংশ প্রতি
অনুগ্রহ চমৎকার!

২

আইলেন তিনি শান্তিকারী
নিতে পাপ ও মৃত্যু ভার।
প্রভু য়েশুর অনুসারী
দুঃখ-সিন্ধু হবে পার।

৩

আইলেন তিনি মহাজ্যোতিঃ
নাশিবারে অন্ধকার।
যথা জ্বলে সেই দ্যুতি,
সেথা নাহি রাত্রি আর।

৪

আইলেন তিনি জীবনদাতা
মৃত্যু করিতে সংহার।
নম্রগণের হইয়া ত্রাতা
উর্দ্ধে দিবেন অধিকার।

৫

ওহে য়েশু ত্রাণ-নিধি,
তুমি সত্য, তুমি সার।
ত্বরায় হবে তোমার বিধি
সর্ব্ব জগতে প্রচার।

৫৫ H. C. ৪১ ৭. ৭.

মহানন্দ সংকীর্ত্তন
কর, খ্রীষ্ট-ভক্তগণ;
হের, প্রভু সারাৎসার
হইলেন মানব অবতার।

২

কোথা নৃপ-সিংহাসন,
কোথা হৈম নিকেতন!
হাড়ঙ্গেতে হের আজ
শুয়ে আছেন দেবরাজ!

৩

রত্নকিরীট কোথা তাঁর!
কোথা ঐশ্বর্য্য অপার!
কাঙ্গালিনীর পুত্রের সাজ
ধরেন স্বর্গের অধিরাজ!

৪

পরাকাষ্ঠা নম্রতার
হেন কে দেখেছ আর!
দাসের তরে দাসের বেশ
ধরেন স্বয়ং পরমেশ!

৫

বিশ্বাস-পথে এস ভাই,
ত্বরায় বেথ্‌লেহমে যাই;
হেরি' তথা শান্তি-রাজ
নয়ন যুগল জুড়াই আজ!

৫৬

Adeste Fideles.] ১ P. M.

আইস, ভক্তবৃন্দ,
হর্ষে জয়ধ্বনিতে ;
আইস হে, আইস
যাই বেথ্‌লেহেমে !
আইস হেরি তাঁয়,
জাত দূত-রাজায় ;
আইস পূজি তাঁহারে,
আইস পূজি তাঁহারে,
আইস পূজি তাঁহারে, খ্রীষ্টেরে।

২

ঈশ্বর হইতে ঈশ্বর,
দীপ্তি হইতে দীপ্তি ;
কুমারীর গর্ভ ঘৃণা করেন না
যথার্থ ঈশ্বর,
জাত, নতু সৃষ্ট।
আইস পূজি, ইত্যাদি।

৩

গাও হে দূত সম্প্রদায় !
পরমানন্দে গাও !
গাও সবে ঊর্দ্ধ স্বর্গবাসিগণ।
ঈশ্বরের গৌরব
সর্ব্বোপরি স্বর্গে।
আইস পূজি, ইত্যাদি।

৪

হে খ্রীষ্ট, তোমায় প্রণাম !
হইলে ভবে জাত।
য়েশু, চিরদিন
তোমার গৌরব হউক।
পিতার যে বাক্য
মাংসে হন প্রত্যক্ষ,
আইস পূজি, ইত্যাদি।

---

৫৭ ১ 7. 7.

গৌরবান্বিত মহারাজ
নবজাত ভব মাঝ ;
শুন, স্বর্গ্য সেনাগণ
করিতেছেন সংকীর্ত্তন !

২

শান্তি, কৃপা, প্রকাশ পায়,
নরে প্রভুর প্রীতি হয়।
সর্ব্ব দেশের মানব সব,
উঠ, কর জয় জয় রব।

৩

দূতের শুভ সমাচার
কর সর্ব্বত্র প্রচার ;
জন্মস্থান তাঁর বেথলেহেম,
আহা, কিবা অদ্ভুত প্রেম !

৪

আপন বিভব ত্যজিলেন,
নরের তরে জন্মিলেন,
তাতে আমরা জীবন পাই,
নূতন জন্ম প্রাপ্ত হই।

৫৮ ১ 7. 7.

শুন স্বর্গ-দূতের রব,
নবজাত রাজার স্তব।
ঊর্দ্ধে প্রভুর মহিমা,
ভূতলে প্রসন্নতা।
উঠ, সর্ব্বজাতিগণ,
হর্ষে কর আরাধন।
কর জগতে প্রচার
ঈশ্বর হইলেন অবতার।

২

যিনি স্বর্গে পূজিত,
সদাকাল বিরাজিত।
তিনি পূর্ণ সময়ে
জন্মেন এই জগতে।
নিতে পাপ ও দুঃখভার,
হইলেন তিনি নরাকার
মর্ত্ত্যলোকে মর্ত্ত্যসাথ
প্রবাস করেন য়েশুনাথ।

৩

আইস, ধন্য শান্তিরাজ,
সিদ্ধ কর তব কাজ।
তুমি সত্য দিবাকর,
ধর্ম্মভানু মনোহর।
আপন মহাবলেতে
ধ্বংস কর সর্পকে।
নরবংশে রাজ্য লও,

৫৯

সুরঠ-মল্লার।—আড়াঠেকা।

তুমি হে পিতার পুত্র
সত্য সনাতন।
অবনীতে অবতার
পাপীর কারণ।

১

পিতৃ হৃদয় মাঝারে
ছিলে যুগল যুগান্তরে;
দুঃখিনী নারীর উদরে
লইলে তুমি জনম।

২

বিশাল-সংসার-স্বামী,
দিব্য দূতগণ পূজ্য তুমি;
ত্যজিয়া স্বর্গভূমি
পশ্বালয়েতে শয়ন।

৩

আসি' স্বর্গ দূতগণে
বলে মধুর বচনে
সরল রাখাল জনে
তোমার অবতরণ।

৪

স্বর্গেতে ঈশ-গৌরব,
ধরায় শান্তির রব,
শুনিয়া দুঃখী মানব
হৈল উল্লাসিত মন।

৫

উদ্ধারিতে এ জগত
য়েশু নামে তুমি খ্যাত;
অধম পাতকী যত
লয়েছি তব শরণ।

৬০

জয়জয়ন্তী।—চৌতাল।

আজি ভূমে কিবা শুভ দিন!
দেবগণে বলে, ধন্য ঈশ-নাম।
প্রেমে যেশু-জন্ম ভূমণ্ডলে।

১

আজি নর-গণ প্রতি
প্রকাশ কেমন প্রীতি!
স্বরগে দিবা-পতি
উদিত অবনি-তলে।

২

কিবা সেরূপ কিরণ
উজ্জ্বল করে ভুবন!
গগণের যে অরুণ
থাকে তাঁর পদ-তলে।

৩

আজি কি আনন্দ, মন!
হের ঈশ্বর-নন্দন
নর-তারণ-কারণ
আইলেন মহীতলে।

৬১

বসন্তবাহার।—ঠেকা।

নৈশ গগণে কিবা,
শোভিছে তারকারাজি!
সারি সারি দীপমালা,
সবে যেন আছে সাজি।

১

সর্ব্বরী নিশীথ প্রায়,
জীবজন্তু নিদ্রা যায়;
দিব্য দূতগণ গায়,
বসন্ত বাহার ভাঁজি।

২

"এই শুভ সমাচার,
কর সবে সুপ্রচার;
হয়েছেন অবতার,
ত্রাণ-শৃঙ্গ ভবে আজি।

৩

"ঈশ্বরের মহিমা উচ্চে।
শান্তি হোক পৃথ্বীমাঝে,"
পাপ তাপ যাবে ঘুচে,
সে শ্রীপাদ পদ্ম পূজি।

৬২

সঙ্কীর্ত্তন।

মহানন্দ আজি বিশ্বসংসারে
জগৎত্রাতা জন্মিলেন
সেই দায়ুদপুরে।

১

করি' দূর পাপান্ধারে
(প্রভু) রাজ্যভার নিলেন করে,
তাঁরে বসাও রে
হৃদি সিংহাসনোপরে।

২

মহাপাপী সব, আয় ফিরে,
(সে) ত্রাতা সব পাপ লন হরে,
এখন অনন্তজীবন,
তাঁরে লও ধরে।

৩

জগৎ পাপ শয়তান ত্রিশত্রুর
(দলন) কর্লেন সেই নরেশ্বর,
চল পরিধান
করি দীপ্তি সজ্জারে।

৬৩

ললিত।—ঠেকা।

রাখাল নিকরে করে
সারানিশি জাগরণ,
রক্ষিবারে মেষের পাল,
করিতেছে যতন।

১

হেনকালে আচম্বিত
দশদিশ আলোকিত,
ভয়ে সবে হ'ল ভীত
নিরীহ রাখালগণ।

নেহারি সবারি ভয়
ডাকি' তখন দূত কয়,
"না কর মনেতে ভয়
শুন, মঙ্গল কথন।"

২

"যিনি বিশ্বমূলাধার,
করিতে পাপীরে উদ্ধার
হলেন য়েশু অবতার
নৃদেহ করি' ধারণ।

যাও হে সব ত্বরা করে,
হের গিয়ে নেত্রভরে,
আছেন হাড়ঙ্গোপরে
পূর্ণব্রহ্ম সনাতন।"

৬৪

ভৈরবী।—আড়া।

আজি কিবা হেরিলাম
অপরূপ জ্যোতিঃ বিমানে!
দলে দলে দিব্য দূত
ফিরিতেছেন গগণে।

১

আহা! কি অপূর্ব্ব ধ্বনি
কিন্নরের মুখে শুনি;
"পরিহর ভয় জানি'
সুদিন উদিত দীনে।"

২

"দাবিদ নগরে আসি'
পরকাশি' য়েশু মশী,
নরকুল পাপ নাশি'
তারিতে পাতকিগণে।"

৩

কি আনন্দ সমাচার
হইল আজি প্রচার!
জয়োল্লাসে গাও তার
প্রেমগুণ হৃষ্টমনে!

৪

অন্তরীক্ষে দূতচয়
হরষিত হয়ে গায়,
"ঊর্দ্ধে ঈশ্বরের জয়
সুখ শান্তি এ ভুবনে।"

এপিফনী।

৬৫ ১ L. M.

হে খ্রীষ্ট-প্রিয় ভ্রাতৃগণ,
খ্রীষ্ট নামে কর আরাধন।
এই শুভ দিনে মিলে সব
খ্রীষ্ট য়েশু নামে করি স্তব।

২

অসংখ্য মুক্ত সম্প্রদায়
আজ য়েশু নামের কীর্ত্তন গায়;
সহস্র জিহ্বার সঙ্গীত স্বর
ব্যাপিছে বিশ্বে নিরন্তর।

৩

ত্রাণকর্ত্তার চির ধন্য নাম
হোক বিশ্বে ব্যাপ্ত অবিশ্রাম;
যাঁর রক্তে সবে মুক্তি পাই,
এ উৎসবে তাঁর কীর্ত্তি গাই।

৪

হে য়েশু তব জয় জয়কার;
হও নিত্যানন্দ সবাকার,
আজ তব নামে, ত্রাণনাথ,
আনন্দে করি জানুপাত,

৫

নাথ, তব নামে যত জন
এ ভবে করেন প্রচারণ,
রও তাঁদের সহ অনুক্ষণ
হোক আত্মা বারি বরিষণ।

৬৬ ১ L. M.

হে স্বর্গ মর্ত্ত্যের অধীশ্বর
ত্রাণকর্ত্তা য়েশু প্রেমাকর,
এই মহোৎসবে আমরা সব
একতানে করি তব স্তব।

২

নাথ, তোমার প্রেমের পরিচয়
সব মানব যেন জ্ঞাত হয়;
স্তব গৌরব তোমার চিরদিন
হোক বিশ্বে ব্যাপ্ত সমীচীন।

৩

এ বিশ্ববাসী মানব সব
সাদরে করুক তব স্তব।
জয় তোমার, ওহে জয়েশ্বর,
হোক বিশ্বে ব্যাপ্ত চরাচর।

৪

হে মলয়বায়ু স্নিগ্ধকর,
হে সুনীল নব বারিধর,
লও বক্ষে প্রিয় য়েশু নাম
ধাও ভারতদ্বারে অবিশ্রাম।

৫

হোক তব গৌরব স্তব অশেষ
হে রুধিরাক্ত শিশু ত্রাণেশ্বর
জয় জয়, হে য়েশু ত্রাণেশ্বর।
গাই তব কীর্ত্তি নিরন্তর।

৬৭ ১ ৪-৭.

উঠ, উঠ, সর্ব্বজাতি,
ভাঙ্গ মহা নিদ্রার ঘোর ;
হের, উদয় ত্রাণের জ্যোতিঃ !
কালরূপনিশি হইল ভোর।
ক্ষুদ্রপুরী বেৎলেহেমে
প্রকাশ হইল দিবাকর ;
আপন অসীম নিত্য প্রেমে
অবতীর্ণ ত্রাণেশ্বর।

২

তাঁহার জন্ম হইবার পূর্ব্বে
ছিল জগৎ আঁধারময়
দীপ্তি বিহীন ছিল সর্ব্বে,
এখন শুভ দিন উদয় !
ধর্ম্ম-ভানু পূর্ণ দীপ্তি
এখন বিশ্বে প্রকাশ হয় ;
অন্ধকারাবৃত ক্ষিতি
হইল দিব্য দীপ্তিময়।

৩

আহা, কি সুমধুর ধ্বনি !
য়েশু নামে পরিত্রাণ !
ধন্য য়েশু গুণমণি !
তাঁহার নামে জুড়ায় প্রাণ।
শুন, শুন, তাবৎ জাতি,
শুন শুভ সমাচার।
গ্রহণ কর খ্রীষ্ট জ্যোতিঃ,
ঘুচাও মনের অন্ধকার।

---

৬৮ ১ ৪-৭.

আইস, য়েশু সত্য জ্যোতিঃ,
সত্য-ধর্ম্ম প্রভাকর।
আমাদের অবিদ্য মতি
দীপ্র কর নিরন্তর।

২

অন্ধকার ও মৃত্যুচ্ছায়া
তব গুণে লুপ্ত হয়।
তব পরাক্রম ও দয়া
করে তমোরাজ্য জয়।

৩

ধন্য প্রভু ! তব কীর্ত্তি
ধরাতলে ব্যাপ্ত হউক।
মিথ্যা দেবের নাম ও মূর্ত্তি
অপযশে ফেলা যাউক।

৪

পিতার অভিষিক্ত তুমি,
তুমি ত্রাতা, তুমি নাথ !
প্রভু য়েশু, সর্ব্বভূমি
শীঘ্র কর আত্মসাৎ।

৬৯ ১ ৪-৭.

আহা! কি অপূর্ব্ব লক্ষণ
শূন্য মার্গে প্রকাশ পায়;
মহারাজের অবতরণ
নব তারায় জানা যায়।

২

পূর্ব্ব দেশের পণ্ডিতগণে
করি' রাজার অন্বেষণ
ক্ষুদ্রপুরী বেথ্‌লেহেমে
পাইল তাঁহাব দরশন।

৩

আহা! কিবা সুন্দর শোভা
হেরে তাহা গোশালায়।
বিশ্বমোহন পূর্ণ প্রভা
যাবপাত্রে দেখ্‌তে পায়!

৪

হেরি' তাহা জুড়ায় নয়ন,
প্রণাম করে শিশুর পায়।
বহুমূল্য উপঢৌকন
হৃষ্ট মনে দিল তাঁয়।

৫

আইস, সবে নম্র মনে
রাজায় করি প্রণিপাত;
তাঁহার প্রেমগুণ সঙ্কীর্ত্তনে
মগ্ন রহি দিবারাত।

৭০ ১ ৪. ৭.

পৃথিবীতে কত নগর
বৃহৎ এবং মনোরম।
কিন্তু তোমায় জানি শ্রেষ্ঠ,
ওহে ক্ষুদ্র বেথ্‌লেহেম।

২

কারণ সেই মহা প্রভু
তোমা মধ্যে জন্মিলেন।
যিনি স্বীয় প্রজাবর্গ
নিত্য রক্ষা করিবেন।

৩

রাত্রিকালে কত জ্যোতিঃ
গগনেতে শোভা পায়।
কিন্তু প্রভুর জন্মতারা
আরও রম্য দেখা যায়।

৪

বিদেশীয় প্রাজ্ঞগণে
সে নক্ষত্র দর্শনে
হৃষ্টচিত্ত হইয়া পাইল
জগত্রাতা য়েশুকে।

৫

শুন, ওহে তাবৎ জাতি,
স্বর্গদত্ত সমাচার।
প্রভু য়েশুর নিকট আন
ভক্ত মনের উপহার।

৭১ ১ ৪. 7.

আহা! কেমন শুভ দর্শন
য়েরুশালেম মন্দিরে।
যথায় য়েশু জগত্তারণ
ক্ষুদ্র শিশু শরীরে।
দেখে তথায় তৃষিত নয়ন
চিরবাঞ্ছিত ত্রাতারে।

২

আশার ধনে হস্তে পাইল
তথায় বৃদ্ধ শিমিয়ন;
মহানন্দে কোলে লইল,
শীতল করি' দগ্ধ মন!
জীবন এখন সার্থক হইল
বক্ষে করি' খ্রীষ্টধন।

শ্রীমুখ হেরি' জুড়ায় নয়ন,
কহে সাধু বৃদ্ধকায়,
"প্রভো, আপন দাসে এখন
কর কুশলে বিদায়;
দেখিয়াছে আমার নয়ন,
প্রভো, তোমার ত্রাণোপায়।

৪

আহা! শিমিয়নের মতন
আমার ভাগ্য যেন হয়!
যেন, প্রভো, আমার নয়ন
নিত্য তোমার দর্শন পায়।
তোমার প্রেমে আমার জীবন
সদানন্দে মগ্ন রয়।

৭২ ১ ৪.

প্রভু য়েশু, আপন রাজ্য
সর্ব্ব জগতে বাড়াও;
তোমার পরিত্রাণের কার্য্য
সকল লোকেরে জানাও।

২

ধ্বংস কর দেবের পূজা,
দেবমূর্ত্তি ভগ্ন হউক,
তুমি সকল লোকের রাজা,
সবে তোমার শরণ লউক।

৩

যে পর্য্যন্ত তোমার স্তুতি।
সর্ব্বত্রে না করা যায়,
সকল প্রাণী তোমার প্রতি
হৃষ্টমনে গীত না গায়—

৪

তাবৎ শয়তান কর বারণ
যুদ্ধে হইয়া অগ্রসর
হস্ত করিয়া প্রসারণ
আপন দাসে দিও বর।

৫

তুমি বিশ্বের অধিপতি,
সত্বর আপন রাজ্য লও;
স্বর্গতুল্য কর ক্ষিতি,
তুমি সর্ব্বের রাজা হও।

৭৩

খাম্বাজ।—কাওয়ালী।

উদিল তপন
জগত-জীবন!
জাগ রে এখন,
মন অচেতন

১

আঁধার ভুবন
দীপ্তি বিকীরণে,
দিতে ত্রাণধনে
উদিত তপন।

২

মহা জয় রবে
জাগরিত সবে ;
মৃতপ্রায় ভবে
সুধা বরিষণ!

৩

য়েশু ভানূদয়ে
আলোক হৃদয়ে।
মনের আঁধার
করে পলায়ন।

৪

কর জয়ধ্বনি!
য়েশু গুণমণি
আঁধার ভুবনে
প্রকাশিত হন।

৭৪

ঝিঁঝিট।—আড়াঠেকা।

প্রভো হে, নিবেদি আজি
তোমার চরণে ;
বিকাশ কিরণ সত্য
পাপ আঁধার-ভুবনে।

১

তুমি হে জগত পাতা,
নরকুল-পরিত্রাতা,
অনন্ত জীবনদাতা
অনাথ পাতকী জনে।

২

তোমারে ভুলিয়া নরে
ভ্রমে পাপ-অন্ধকারে ;
ত্রাণ-জ্যোতিঃ তুচ্ছ করে ;
ভ্রান্ত পাপ-প্রলোভনে।

৩

হের, য়েশু দয়াকর,
করুণা প্রকাশ কর ;
তব পরিত্রাণ-কর
বিকাশ সবার মনে।

৪

বঙ্গবাসী সর্ব্বজনে
নত হোক ও চরণে,
দান কর ত্রাণধনে
ভ্রান্ত বঙ্গবাসিগণে।

৭৫

ললিত।—আড়াঠেকা।

কালনিশি পোহাইল
ত্রাণসূর্য্য আগমনে ;
পুলকিত পাপিগণ
সে কিরণ দরশনে।

১

য়েশু খ্রীষ্টের কৃপায়
অন্ধ জনে দৃষ্টি পায় ;
মূকে স্তবগীত গায় ;
আনন্দ মর্ত্তভুবনে !

২

দেব-দর্প পাপাচার,
অধমতা অন্ধকার
হেরি, য়েশু দিনকর
তিরোহিত প্রতিক্ষণে।

৩

বিস্তারিত করি' কর
দীন জনে দেও বর,
পতিতে কর উদ্ধার,
প্রেমনিধি, প্রেমগুণে।

৪

য়েশু নামে হ'ল ভোর,
ঘুচিল ঘুমের ঘোর ;
দুরাত্মার গেল জোর ;
সচেতন জগজ্জনে।

৭৬

টোড়ী ভৈরবী।—আড়া।

বহ, রে মলয়ানিল,
বঙ্গবাসী ঘরে ঘরে।
য়েশু নাম সৌরভেতে
মাতাও ভারত-নরে !

১

কি সৌভাগ্য জগতের,
শুভাদৃষ্ট মানবের !
ফুটেছে অপূর্ব্ব ফুল,
পাপ-মেদিনী ভিতরে।

২

কলুষ দুর্গন্ধ যত,
হবে সব প্রতিহত ;
য়েশু নামে আমোদিত
হবে মানব সত্বরে।

৩

বহ বায়ু, অহরহ,
য়েশুর সৌরভ বহ ;
পাপ-ক্লিষ্ট অন্তরের
যাতনা যাবে অন্তরে।

৪

দ্বারে দ্বারে য়েশু নাম
লয়ে যাও অবিশ্রাম ;
পরিত্রাণ সুসজ্জিত
সকল মানব তরে !

৭৮

ছায়ানট।—ঝাঁপতাল।

নিজ রাজ্য বাড়াও,
হে কৃপাময় ;
এ জগত যেন
প্রভুর শীঘ্র হয়।

১

খ্রীষ্ট-রাজ্য আগমনে
প্রফুল্লিত পাপিগণে ;
সবে মিলে বলে
"য়েশু মৃত্যুঞ্জয়।"

২

য়েশুর আগমন হয়,
দেবদেবী লোপ পায় ;
স্বর্গ মর্ত্ত্যের, য়েশু,
হও মহাশ্রয়।

৩

যত পাপী অপরাধী
হেরে য়েশু কৃপানিধি
হরিষে বলিছে
"প্রভু য়েশুর জয়।"

৪

সবে হয়ে শুদ্ধমতি
করুক, নাথ, তব স্তুতি
সর্ব্ব স্থানে বিরাজ,
য়েশু প্রেমময়।

খাম্বাজ।—জৎ।

দেখ, দেখ, ত্রাণশশী
ভূতলে উদয় !
কি আশ্চর্য্য শোভা ! আহা,
নয়ন জুড়ায়।

১

আশ্চর্য্য সৌন্দর্য্য হেন
করেছ কি দরশন ?
নাহি তাহার তুলন
আকাশ ধরায়।

২

এ শশীর উপাখ্যান
শুন স্থির করি মন,
ইনি ঈশ্বরনন্দন,
পাপীর আশ্রয়।

৩

হেরি' এ বিধুকিরণ
পাপ-তমঃ ছাড়ে ঘন,
পুলকিত জগজ্জন,
শমন পলায় !

৪

ঘুচিবে ভব-যন্ত্রণা,
ছাড় পাপ কুকল্পনা,
য়েশুরে করি' সাধনা
তোষ রে হৃদয়।

৭৯

বেহাগ।—মধ্যমান।

ওহে ত্রাণ-প্রভাকর,
ত্রাণ জ্যোতিঃ বিকীরণ
কর হে সত্বর।

১

প্রভাত-অরুণ-সম
নাশ অজ্ঞানতা তমঃ;
উদ্দীপ্ত কর হে সব
মানব-অন্তর।

২

ভ্রান্ত, অজ্ঞ, জাতি যত,
পাপে মগ্ন অবিরত;
ত্রাণ-দীপ্তি দেও সবে,
ত্রাণ-দিবাকর।

৩

প্রেমের মাহাত্ম্য তব
প্রকাশ কর হে সব;
তব নাম যেন লোকে
জপে নিরন্তর।

৮০

ললিত-বিভাস।—আড়া-ঠেকা।

দূরে গেল ভব ভীতি,
উল্লাসিত পাপীকুল,
পাপ-নিশি তিরোহিত,
সত্য-জ্যোতিঃ বিকাশিল।

১

আহা আহা, মরি মরি,
সুপ্রভাত বিভাবরী;
ভক্তি পুষ্প করে করি,
সীয়োনে যাই চল চল।

২

হের দেখ দিক সর্ব্ব,
তিমির হইল খর্ব্ব,
পরিহরি মন-গর্ব্ব,
জ্ঞান দীপ হৃদে জ্বাল।

৩

উঠিল মঙ্গলধ্বনি.
শুন, ছার ধনে ধনি,
বিশ্বাসী যে সেই ধনী,
পায় শান্তি চিরকাল।

৮১

বাহার।—জৎ।

চাহি যাঁরে, পেয়ে তাঁরে
মনোবাঞ্ছা পূরিল!
পেয়ে সেই প্রাণনাথে
চির দুঃখ ঘুচিল।

১

যাঁর তরে প্রাণ মন
কাঁদিয়াছে অনুক্ষণ,
সেই প্রাণধনে আজি
এ নয়ন হেরিল।

২

ঘুচিল মনের দুঃখ,
উপজিল শান্তিসুখ;
আশার নক্ষত্র আজি
হৃদাকাশে উদিল।

৩

তব করে এই প্রাণ
করি, নাথ, সম্প্রদান
এ পরাণ ও চরণে
চির-বান্ধা রহিল!

মহোপবাস।

৮২

All Saints.] ১ 8. 7. 7. 7.

প্রভু আমি স্বীকার করি
আমার সকল দোষ ও ভ্রম।
কোথা গিয়া কারে ধরি?
করিবে কে উপশম?
পদে পদে দণ্ড ভয়
মনে লাগে অতিশয়।

২

ওহে পিতঃ অনুগ্রাহি
শুন মম প্রার্থনা।
পুত্র নামের যোগ্য নহি,
তবু করি ভরসা।
য়েশুর পুণ্য রুধিরে
ধৌত কর আমারে।

৩

মম ঋণের পরিশোধে
হলেন তিনি বলিদান।
পিতঃ তাঁহার অনুরোধে
মুক্ত কর মম প্রাণ।
নিত্য মম আত্মারে
রাখ আমার অন্তরে।

৮৩

Spanish chant.] ১ 7. 7.

যখন আমার মনে হয়
পাপের হেতু শোক ও ভয়,
শয়তানাদি বৈরীগণ
যখন করে আক্রমণ,
তখন, প্রিয় য়েশু হে,
স্মরণ কর আমারে!

২

অবনীতে যে সময়
তাড়না ও নিন্দা হয়,
যখন ঘটে ক্লেশ ও রোগ,
কিম্বা ভারী দুঃখ ভোগ,
সেই কালে, প্রভু হে,
স্মরণ কর আমারে।

৩

যখন হবে মৃত্যুর ভয়,
মর্ত্ত্য দেহ পাবে ক্ষয়,
ঊর্দ্ধ হইতে নামিয়া
তুমি রাজ্য লইবা,
তখন মহাত্রাতা হে,
স্মরণ কর আমারে।

৮৪

প্রভো, তব কোপেতে
আমার শাসন কর না।
তব প্রবল ক্রোধেতে
আমায় দণ্ড দিও না।

২

কৃপা কর, কৃপাকর!
আমি ম্লান অতিশয়।
সুস্থ কর এ অন্তর;
আমার অস্থি হইল ক্ষয়।

৩

শ্রান্ত চিত্তে কোঁকাইয়া
কত মর্ম্ম ব্যথা পাই!
রাত্রে শয্যা ভাসাইয়া
নেত্র জলে খাট ভিজাই!

৪

হের, প্রভো, আমার প্রাণ
বিহ্বল হইল অতিশয়!
কত কাল!—হে দয়াবান,
বিলম্ব আর নাহি সয়!

৫

ফিরে এস, দয়াময়,
উদ্ধার কর আমার প্রাণ।
দিয়ে তব পদাশ্রয়
সাধ আমার পরিত্রাণ!

৮৫

ওহে পিতঃ স্নেহবান,
কেন ত্যজ আমার প্রাণ!
তুমি আমার প্রাণেশ্বর,
শুন চিত্তের আর্ত্তস্বর।

২

উথলিল আমার দুঃখ,
কেন লুকাও আপন মুখ!
শুন আমার আকিঞ্চন,
সুস্থির কর ব্যাকুল মন।

৩

অহর্নিশি অনুক্ষণ
করি তোমার অন্বেষণ।
তোমায় ডাকি নিরন্তর;
কিন্তু নাহি দেও উত্তর।

৪

হের আমার অনাথ প্রাণ
পাপের ভারে কম্পবান!
স্মরি' নরক যাতনায়
মরি মর্ম্ম-বেদনায়!

৫

স্মর তব অঙ্গীকার,
ক্ষমা কর পাপ আমার।
যেশুর রক্তে আমার মন
কর নিত্য প্রক্ষালন।

৮৬

১

হরিণ যথা জলস্রোত
নিত্য করে আকাঙ্ক্ষা,
প্রভো, তদ্রূপ আমার প্রাণ
করে তোমার অপেক্ষা।

২

জীবনেশের উদ্দেশে
আমার আত্মা পিপাসিত;
কবে নাথের সাক্ষাতে
হইব আসি' উপস্থিত!

৩

শোকে তাপে দিবারাত
ভক্ষ্য হইল অশ্রুজল!
কোথা! ওহে দয়াবান,
কর জীবন সুশীতল।

৪

আহা! কেন আমার প্রাণ
এত অবসন্ন হও?
নিরাশভাবে অন্তরে
কেন এত ক্ষুণ্ণ রও?

৫

কর প্রভুর প্রতীক্ষা,
করি' তাঁহার স্তুতিগান।
তাঁহার শ্রীমুখ হেরিলে
পাইবে নিত্য পরিত্রাণ!

৮৭

১

ওহে ত্রাণের ঈশ্বর,
ওহে কৃপাময়,
তুমি প্রেমের সাগর;
ঘুচাও আমার ভয়।
চাহিতেছি আমি
এই অসময়,
ওহে হৃদয়-স্বামি,
তব পদাশ্রয়।

২

তোমা বিনা আমার
কোন আশা নাই;
আমি কেবল তোমার
কাছে শান্তি পাই!
কৃপাগুণে ঘুচাও
মহাবিচার-ভয়;
আশা দিয়া বাঁচাও,
ওহে প্রেমময়।

৩

যেশু, তব পদে
এই নিবেদন,
আপদ ও বিপদে
শান্ত কর মন।
যেন মরণ দিনে
হৃদয় সুস্থির রয়,
দিও এই দীনে
সান্ত্বনা অক্ষয়।

৮৮ ১ 7. 7.

কৃপাসিন্ধু নরেশ্বর,
শুন চিত্তের আর্ত্তস্বর ;
অস্থির অতি আমার প্রাণ !
আমায় কর শান্তিদান।

২

তুমি যদি ধর পাপ,
কে এড়াবে অভিশাপ ?
ক্ষম আমার প্রত্যবায়,
ওহে য়েশু পুণ্যকায়।

৩

তোমার রক্তে করি' স্নান
শীতল হবে তাপিত প্রাণ ;
দূরে যাবে যাতনা,
পাইব চিত্তে সান্ত্বনা।

৪

দীনবন্ধু য়েশু হে,
রক্ষ আপন বাহুতে ;
তোমার চরণ করি সার,
কর দুঃখের প্রতীকার।

৮৯ ১ S. M.

পাপিষ্ঠ আমি যে,
কে লইবে মম ভার !
আর এমন অপরাধীর কে
করিবে উপকার ?

২

আমাতে স্বাস্থ্য নাই ;
সর্ব্বাঙ্গে দোষ ও রোগ।
হায়! কোথা গেলে মুক্তি পাই
এড়াইয়া মৃত্যুভোগ !

৩

কৃপালু য়েশু নাথ,
যথার্থ বলিদান,
তোমার যে রক্ত হইল পাত,
তায় আমি করি স্নান।

৪

করিবে তুমি হে
সম্পূর্ণ উপকার।
পাপিষ্ঠ আমি তোমাতে
সমর্পণ করি ভার।

৯০ C. M.

এ পাপী হইতে, প্রভো হে,
না থাকিও বিমুখ।
হায়, কিসে বলি তোমাকে
মোর অতিশয় অসুখ !

২

তোমার যে মহাকৃপা-দ্বার,
তার নিকট আমি রই।
করিলে তুমি পরিহার,
নিতান্ত নষ্ট হই।

৩

মোর অতি খেদ ও অনুতাপ
অজ্ঞাত তুমি নও।
মার্জ্জনা কর মম পাপ,
ও আপন শান্তি দেও।

৪

হে প্রভো দয়া, দয়া চাই,
এ মাত্র নিবেদন।
তোমারই দয়া যদি পাই,
কৃতার্থ হবে মন।

৯১

বারোয়া।—আড়াঠেকা।

কোথা জুড়াব জীবন!
কে করিবে অন্তরের
জ্বালা নিবারণ!

১

করেছি অগণ্য পাপ,
ভুগি তার অভিশাপ;
কত আর মনস্তাপ
সহিব এখন!

২

ঘোর যন্ত্রণাতে মরি,
প্রাণ যায় হৃদি বিদরি'
কি করি? হায় কিবা করি!
গেল রে জীবন।

৩

য়েশু হে দুঃখ নাশন;
কর দুঃখ বিমোচন;
করি এই নিবেদন
ধরিয়ে চরণ।

৪

তুমি হেন পাপি-তরে
প্রাণ দিলে ক্রুশোপরে,
তব সেই রক্তে আজি
শান্ত কর মন।

৯২

সিন্ধু।—আড়া।

অন্তর-যাতনা
গেলনা গেলনা!
কে নিবাবে শোকানল?
কে দিবে সান্ত্বনা?

১

ঘোর পাপ বহ্নি সম
দহিছে হৃদয় মম;
নিবিবে কি, দিনে দিনে
বাড়িছে যাতনা।

২

করেছি অজস্র পাপ;
ভুগিতেছি মনস্তাপ!
কত আর নিজ দোষে
ভুগিব লাঞ্ছনা?

৩

শুন, য়েশু, আকিঞ্চন,
নিবাও এ হুতাশন।
ক্ষম দোষ পাপ যত,
করি এ সাধনা।

৪

আমার পাপের তরে
প্রাণ দিলে ক্রুশোপরে।
কর তব মৃত্যুগুণে
পাপের মার্জ্জনা।

৯৩

বাঁরোয়া।—মধ্যমান।

দীনহীনে চেয়ে দেখ,
পতিত পাবন!
বারেক শুন, হে নাথ,
মম আকিঞ্চন।

১

তোমা বিনা আর কোথা
জানাব মনের ব্যথা!
শুনিবে দুঃখের কথা!
কে আছে এমন!

২

তুমি, নাথ দয়াবান,
মম দুঃখ সব জান;
করি' দীনে শান্তিদান
জুড়াও জীবন।

৩

মম পাপ তাপ নাশি'
ঘুচাও যাতনা রাশি।
তব প্রেম-অভিলাষী
এই আকিঞ্চন।

৪

হলে তব কৃপাদান,
জুড়াইবে পাপ-প্রাণ;
গাব তব গুণগান
যাবত জীবন।

৯৪

দেওগিরি।—একতালা।

ওহে শান্তিরাজ, শান্তি দিয়া আজ
কাতর দাসের জুড়াও জীবন।
যাতনাতে মরি, দিবস শর্ব্বরী;
তব শান্তি বারি কর বরিষণ!

১

পাপের জ্বালাতে করি হায় হায়!
পিপাসাতে মম প্রাণ ফেটে যায়!
কি করি কি করি, বুঝি প্রাণে মরি;
এ সময় দীনে কর নিরীক্ষণ।

২

তোমারে ছাড়িয়ে, ওহে শান্তিরাজ,
বিপথ গমনে করেছি কুকাজ;
নাহি সুখ-লেশ, যাতনা-অশেষ!
নিজ দোষে বুঝি গেল এ জীবন।

৩

জেনেছি এখন নিজ অপরাধ;
ক্ষম দীন দাসে, করি এই সাধ;
ক্ষম যত দোষ, দূর কর রোষ;
শ্রীচরণে আজি লইনু শরণ!

৪

ভিখারী হইয়ে ধরি ও চরণ;
ঠেল না চরণে, করি নিবেদন;
দিয়ে শান্তিজল, কর সুশীতল;
শান্তিপূর্ণ কর হৃদি-নিকেতন।

৯৫

মিশ্র।—তিয়ট।

হায়, পাপে বুঝি গেলরে পরাণ!
তোমায়ডাকিহেয়েশু,করপরিত্রাণ।
প্রাণে মরি, কিবা করি, কারে ধরি!
তুমি দীননাথ, কর দীনে দয়া দান।

১

আমি এসে এ সংসারে
ভুলেছি তোমারে।
এখন ভাসি অকূল পাথারে।
পাপে মন নিমগন অনুক্ষণ
আমার অন্তরে পাপাত্মার অধিষ্ঠান।

তুমি দীননাথ দয়াময়,
তারিলে পাপীচয়
করি' তার তরে রক্ত ব্যয়।
আমি পাপী, অভিশাপী, অনুতাপী,
এই দীনেরে কর করুণা প্রদান।

৯৬

ভৈরবী-মিশ্র।—জৎ।

দীননাথ, হের নয়নে;
করুণা কর, হে য়েশু,
পাতকী জনে।

১

আমি, নাথ, পাপ-মতি,
পাতকী, জঘন্য অতি;
দাঁড়াইতে যোগ্য নহি
তব সদনে।

হের নাথ কৃপাময়,
দাস প্রতি কৃপা কর;
অনাথেরে দেও স্থান
তব চরণে।

৩

ক্ষম, নাথ দয়াময়,
মম পাপ সমুদয়।
নিজ রক্তে ধৌত কর
পাতকী জনে।

৯৭

ললিত।—আড়া।

পাপিষ্ঠ অধম দাসে
কর ক্ষমা, ওহে পিতঃ।
তোমাকে পিতা বলিতে
না হয় সাহস, নাথ।

১

গগণের তারার মত
মম পাপ অগণিত;
সদা থাকি ব্যাকুলিত
পাপ ভয়ে হয়ে ভীত।

২

যখন মনে পাপ স্মরি'
ঝরে মম নেত্র বারি,
তুমি য়েশু পাপহারী
পাপ-শূন্য কর চিত।

৩

পৃষ্ঠেতে পাপের বোঝা,
না পারি হইতে সোজা
তুমি মহিমার রাজা,
ভার কর দূরীকৃত।

৭৮

সিন্ধু-ভৈরবী।—মধ্যমান।

ওহে নাথ দয়াময়,
করি নিবেদন ;
কাতরে তোমারে ডাকি,
শুন মম আকিঞ্চন।

১

শোকেতে হয়ে মগন
ধরি তব শ্রীচরণ,
সুশীতল কর মম
পাপ-সন্তপ্ত জীবন।

২

করিতেছি অনুতাপ,
আমার অসংখ্য পাপ
নিজ অসীম দয়াতে
কর, নাথ, বিমোচন।

৩

তুমি যদি ধর পাপ,
এড়াবে কে অভিশাপ ?
তব কোপানলে পুড়ে
দগ্ধ হবে এ জীবন।

৪

এ হেন পাপীর লাগি,
হয়েছ স্বরগত্যাগী,
আমারি পাপের তরে
সহিলে ক্রুশে মরণ।

৫

তাহাতে বিশ্বাস করি,
তোমার চরণ ধরি ;
নিজ রক্তে, ওহে নাথ,
কর ধৌত পাপ মন।

৭৯

সিন্ধু।—মধ্যমান।

ওহে পিতঃ, হও সদয়,
তুমি দয়াময়।
কৃপা করে কর, প্রভু,
অধমের পাপক্ষয়।

১

পাপেতে মম জনম,
সদা ভ্রষ্ট আচরণ,
অপবিত্র মন ধ্যান,
সকলি হে পাপময়

২

তোমার গোচরে, পিতঃ,
মম পাপ শত শত ;
আমি হে অধম সুত,
নিরাশ্রয় নিরুপায়।

৩

ভগ্ন চূর্ণ মম মন
তব প্রিয় বলিদান,
উৎসর্গ করি এখন,
গ্রহণ কর কৃপাময়।

৪

পাইলে তব সান্ত্বনা,
ঘুচিবে মনোবেদনা ;
রবে না পাপ-যাতনা,
তৃপ্ত হবে এ হৃদয়।

৫

যেশু রক্তে করি' ধৌত,
কর মোরে পরিস্কৃত ;
হবে মন হরষিত,
দূরে যাবে পাপ ভয়।

১০০

কীর্ত্তনভাঙ্গা।—খয়রা।

ক আছে গো আমার
যথার ব্যথী যেশু বিনে!
ব্যথার ব্যথী, দুঃখের দুঃখী,
এ জীবনে।

১

ব্যথার ব্যথী বলি কারে!
কেবা আছে মম এ সংসারে গো;
আমার মনের ব্যথা জানাই কোথা?
হেন স্থান হেথায় দেখিনে।

২

মনোব্যথায় জীর্ণ হ'লাম,
বক্ষঃ চক্ষুজলে ভাসাইলাম গো।
আমি অহর্নিশি খেদে ভাসি,
দগ্ধ হই শোক হুতাশনে।

৩

হৃদি তাপে শুখাইল,
আমার জীবন আশা ফুরাইল গো।
পোড়া জীবনে আর যাতনা ভার
সহিব বল, কেমনে?

৪

কত কাল হে প্রভো আমায়
তুমি রাখিবে আর হেন দশায় গো?
এই দুঃখ রাশি ত্বরায় নাশি'
রক্ষ দীনে দয়া গুণে।

৫

জানি, তুমি দীন দয়াময়,
আজি দীন জনে হয়ে সদয় গো।
ক্ষম যত পাপ, ঘুচাও শাপ,
শান্তি দেও সন্তপ্ত জনে।

১০১

ঝিঁঝিট।—আড়খেমটা।

জ্বলিল রে শোকানল
আমার হৃদি-কন্দরে!
পাপ-খেদ হুতাশন
দহিল প্রাণ বিহঙ্গরে!
হৃদে হুহু করি জ্বলে আগুন!
কার সাধ্য নিবায় রে আগুন?
আমার দুঃখের দুঃখী
ভবে কেউ নাই দেখি রে!
কে দিবে শান্তি কাতরে?

১

পাপেতে হয়ে কাতর
করিতেছি আর্ত্তস্বর;
শোক তাপে জ্বর জ্বর;
বুঝি প্রাণান্ত হল রে!
আমি কি করিব, কোথা যাব!
কোথা জীবন জুড়াইব?
এ ঘোর শোকানল
কে নিবাবে বল রে!
প্রাণপাখী ম'ল ম'লরে।

২

মনের দুঃখ জানাই কারে?
কেবা আছে এ সংসারে?
মনের কথা কহি তারে
মনের জ্বালা নিবাব রে।
যেশু, ব্যথার ব্যথী তুমি আমার,
নিবায়ে দেও হুতাশন।
দেখ হুহু করি' প্রাণ জ্বলে গেল হে
আসি' সুশীতল কর হে।

১০২

(অপব্যয়ী পুত্র)

কীর্ত্তনভাঙ্গা।—ঝাঁপতাল।

আমার কি হবে উপায় ?
ওহে দীনবন্ধু ! ভেবে প্রাণ যায়।

১

আমার তনু প্রাণ পাপে জারা জারা।
বুঝি করম দোষে যাই গো মারা।

২

আমি তোমার কাছে মহা দুরাচারী;
পিতৃগৃহ ত্যজি হই ভিখারী।

৩

আমার পিতৃধন গেল অপব্যয়ে ;
মরি এ বিদেশে প্রাণের ভয়ে।

৪

ত্যজি অট্টালিকা, মাঠে মাঠে ঘুরি ;
শেষে জঠর জ্বালায় জ্বলে মরি।

৫

মুষ্টি অন্ন তরে আমি শূকর চরাই !
বুঝি খাদ্যাভাবে জীবন হারাই।

৬

আমি শূকর হ'তে অতি অধম হলাম।
তার খাদ্য খোসা নাহি পেলাম।

৭

পিতঃ, তব বাড়ী কত দাস দাসী
অন্ন বস্ত্রে আছে সুখে ভাসি'

৮

তব পুত্র হয়ে আমি মরি হেথায় ;
অন্নদাসের মত রাখ আমায়।

৯

ওহে দয়ানিধি, দয়া কর আমায়,
নইলে এ বিদেশে ক্ষুধায় প্রাণ যায়।

১০

যেশুর অনুরোধে আমায় কর গ্রহণ।
ক্ষম অপরাধ ; ধরি চরণ।

১০৩

সাহানা।—জৎ।

দীনবন্ধু কৃপাসিন্ধু
প্রভু দয়াময় হে,
শুন মম আর্ত্তস্বর
হইয়ে সদয় হে !

১

অভিপ্রায় হে তোমার,
বুঝিবার সাধ্য কার ?
জানি না যে কেন এই
দুঃখের উদয় হে।

২

সহিতে না পারি আর,
ঘোর দুঃখ অনিবার !
অবিরত প্রহারিত,
প্রাণে কি আর সয় হে

৩

তুমি করুণা আধার,
প্রসন্ন হও এই বার,
করি' দুঃখ উপশম,
জুড়াও হৃদয় হে।

৪

ধর না হে গত পাপ,
দূর কর মনস্তাপ।
শোকাতুর হৃদে শান্তি
দেহি শান্তিময় হে।

খ্রীষ্টের দুঃখভোগ ও মৃত্যু।

১০৪ 7.

আহা. কেমন শুভ সময়!
ক্রুশের কাছে যখন যাই।
পাপীর মৃত বান্ধব হইতে
জীবন, স্বাস্থ্য, শান্তি পাই

হেথা বসি' করি দর্শন
প্রসাদ স্রোত তাঁর শোণিতে!
রুধির ফোঁটায় প্রাণ হয় সিক্ত
ঐশিক শান্তি পাই চিতে!

৩

কি সৌভাগ্য! নম্র ভাবে
ক্রুশের তলে রই যখন।
হেরি তখন ঐশিক দয়া
বর্ষে তাঁহার ক্ষীণ নয়ন।

৪

প্রেম ও শোকে প্রাণ বিদীর্ণ!
অশ্রুতে তাঁর পা ভিজাই!
বিশ্বাসে তাঁর কাছে রহি;
তাঁর মরণে জীবন পাই।

৫

প্রভো, এ কৃতজ্ঞ হৃদি
তোমায় চির করুক ধ্যান!
শেষে যেন পূর্ণ গৌরব
পূর্ণ মুক্তি পায় এ প্রাণ।

১০৫ 7. 6

কে আছে য়েশুর তুল্য?
কে দিবে আপন প্রাণ?
তাঁর মৃত্যু বহুমূল্য
কিনিল মম প্রাণ।

তাঁর কলেবর বিদীর্ণ;
ক্রুশেতে বিদ্ধ হাত;
তাঁর বদন দুঃখে শীর্ণ,
তাঁর চক্ষে অশ্রুপাত।

৩

তাঁর খেদ ও কাতরোক্তি,
তাঁর প্রাণ-সমর্পণ;
তায় হৈল তব মুক্তি
না কভু ভুল, মন।

৪

হে য়েশু দীনবন্ধু,
হে প্রভু কৃপাবান,
তোমারই দুঃখ সিন্ধু
সতত করি ধ্যান।

৫

এ সংসার করি' ত্যাজ্য,
না যেন ভ্রমি আর;
তোমারই নিত্য রাজ্য
হউক আমার অধিকার।

১০৬ ১ 7. 7.

হে সত্য বলি-মেষ !
চিন্ত খ্রীষ্টের দারুণ ক্লেশ ;
তাঁহার ধৈর্য্য ক্রুশেতে,
কাহার সাধ্য বর্ণিতে !

২

হন্তা যখন করে বধ
তাঁহার মনে নাহি ক্রোধ ;
নাহি করেন ভৎসনা
দয়ায় করেন প্রার্থনা !

৩

পিতঃ অন্ধ তাদের বোধ ;
নাহি দিও প্রতিশোধ।
স্বেচ্ছায় আমি তনুপ্রাণ
দিলাম এখন বলিদান।

৪

হেরে স্রষ্টার মলিন মুখ
ভাবৎ সৃষ্টি করে দুঃখ ;
গগণে হয় অন্ধকার
ভূতলে হয় হাহাকার !

৫

শয়তান করে জয়োল্লাস ;
নরে করে পরিহাস ;
হইলে রাজার মুখ বিরস,
প্রজা দিল অম্লরস।

২

যেশু সত্য বলিমেষ,
তোমার প্রেমের গুণ অশেষ !
গ্রাহ্য কর আমার মন,
তোমায় করি সমর্পণ।

১০৭ ১ 7. 7.

যেশু সহেন পাপের ফল,
মনে জলে দুঃখানল ;
পিতা হইলেন অন্তর্হিত !
দারুণ তিমির উপস্থিত।

২

হেনকালে আর্ত্তস্বর
শুনা গেল ভয়ঙ্কর ;—
আমার ঈশ্বর দয়াবান,
নাহি ত্যজ আমার প্রাণ !

৩

সহিতে না পারি আর,
ত্বরায় কর উপকার ;
ভয়ে আমি অভিভূত ;
নাহি ত্যজ আপন সুত।—

৪

কষ্ট হইল অবসান,
সিদ্ধ হইল পরিত্রাণ।
যেশু পিতার হস্তেতে
আত্মা দিলেন শান্তিতে।

৫

যখন ত্যজেন আপন প্রাণ,
তখন ধরা কম্পবান।
শত্রু হইল লজ্জান্বিত ;
শয়তান হইল পরাজিত।

৬

যেশুর মৃত্যু মৃত্যু নয়,
জীবন তাতে লভ্য হয় ;
যেশুর তিক্ত কঠোর ক্রুশ
আমার পক্ষে হয় পীযূষ।

১০৮ ১ ৪. ৭.

বিশ্বের কর্ত্তা স্বর্গের রাজা
ভোগেন মর্ম্মভেদী দুঃখ;
তাঁহার অধম পামর প্রজা
তুচ্ছ করে তাঁহার মুখ;

কোমল চরণ প্রেমের হস্ত
বিদ্ধ হইল কাষ্ঠেতে;
তাঁহার রক্তের স্রোত সমস্ত
পতিত হইল ক্রুশেতে।

২

আহা! যিনি প্রেমের বিধান,
নরে তাঁরে করে নাশ;
যিনি করেন জীবন বিধান,
মৃত্যু তাঁরে করে গ্রাস;

পালক স্বীয় পালের জন্যে
অর্পণ করেন তনু প্রাণ,
ছিন্ন হইলেন ব্যাঘ্রের দন্তে;
মেষগণ পাইল পরিত্রাণ।

কোথায় হইল এমন ব্যাপার-
রাজা ভোগেন প্রজার শাপ
সহ্য করেন দাসের প্রহার,
ভোগেন দুঃখানলের তাপ!

হেরে এমন দুঃখের মূর্ত্তি
কাহার বুক না ফেটে যায়!
পাষাণ হৃদয়! করি' ভক্তি
দেখ সেই দয়াময়।

১০৯ ১ ৪. ৭.

প্রিয় যেশু হৃদয়-স্বামি,
কেন তোমার এত দুঃখ?
দারুণ ব্যথা, অতুল গ্লানি!
কেন ম্লান তোমার মুখ?

কেন রক্ত তোমার ঘর্ম্ম?
কেন এত আর্ত্তস্বর?
তোমার কি অবৈধ কর্ম্ম?
কেন কাঁপে কলেবর?

২

হায়! হায়! আমার দারুণ পাপে
তোমার হইল দণ্ডভোগ;
আমার দোষের অভিশাপে
হইল তোমার প্রাণ বিয়োগ;

আমার বিলাস অহঙ্কারে
বিদ্ধ হইল তোমার বুক;
কণ্টক বিঁধে তোমার শিরে;
শুষ্ক হইল তোমার মুখ।

যেশু, তোমার প্রেমের মর্ম্ম
নাহি ধরে বুদ্ধিতে;
তোমার অতুল দয়ার কর্ম্ম
রাখি চিরস্মরণে।

তোমার ক্রুশের বিনিময়ে
আর কি দিব উপহার?
দমন করব রিপুচয়ে
ইহা আমার অঙ্গীকার।

"পিতঃ, উহাদিগকে ক্ষমা কর

১১০

১ 7. 7.

আইস, খ্রীষ্টভক্ত জন,
শোকে মগ্ন করি মন;
হের অদ্ভুত সংঘটন,
যেশু ক্রুশে হত হন!

২

বিদ্রূপ করে শত্রুচয়,
তা কি প্রাণে সহ্য হয়!
অশ্রু করি বিসর্জ্জন;
যেশু ক্রুশে হত হন।

৩

প্রেকে বিদ্ধ চরণ হাত;
আহা, কত রক্তপাত!
তৃষ্ণায় কাতর অনুক্ষণ!
যেশু ক্রুশে হত হন।

৪

সপ্ত কথা ক্রুশোপর
কহেন যেশু প্রেমাকর;
নরে দিতে কৃপা ধন।
যেশু ক্রুশে হত হন।

৫

আইস ক্রুশের তলে যাই,
যেন তাঁহার রক্তে পাই
মহামূল্য জীবন ধন,
যেশু ক্রুশে হত হন!

১১১

১ 7. 7.

মর্ম্মভেদী যাতনায়
ক্রুশে যাঁহার জীবন যায়,
শত্রু তরে সেই জন
আজি করেন নিবেদন।

২

"পিতঃ, করি অনুরোধ;
নাহি এদের কর্ম্মবোধ।
ক্ষম আজি এদের পাপ,
নাহি দিও অভিশাপ।"

শত্রু প্রতি নাহি রোষ,
নাহি তাঁহার অসন্তোষ।
দয়ায় করেন নিবেদন,—
"পিতঃ, ক্ষম শত্রুগণ।"

৪

আহা! যেশুর প্রেম অপার
খেদে ভাসায় বুক আমার।
চাহি আমি নরাধম
ঐশিক ক্ষমা অনুপম।

৫

আমার অসীম পাপের দায়
বৃক্ষে ঝুলে তাঁহার কায়!
ভোগেন তিনি আমার শাপ
যেন ক্ষমা হয় মোর পাপ।

"হে নারি, ঐ দেখ তোমার পুত্র।"

১১২ ১ 8. 7.

ক্রুশোপরে জগত্রাতা
যথন ত্যজেন আপন প্রাণ,
শোকান্বিতা তাঁহার মাতা
অশ্রুজলে ভেসে যান!

২

হেরি তাঁহার অশ্রুসেচন
কহেন ত্রাতা স্নেহবান,
"হের, নারি, তব নন্দন,
প্রিয় যোহন দণ্ডায়মান।"

৩

শিষ্যে কহেন পরিত্রাতা—
"ওহে যোহন প্রিয়তম,
হের আজি তব মাতা
শোকাতুরা মরিয়ম!"

৪

তীক্ষ্ণ খড়্গে তাঁহার হৃদি
ক্রুশের তলে বিদ্ধ হয়;
বিনা খ্রীষ্ট হৃদয়-নিধি
সর্ব্ব জগৎ আঁধারময়!

৫

যারে গর্ভে করি' ধারণ
নারী মধ্যে ধন্যা হন,
হেরি' সেই পুত্রের মরণ
শূন্য দেখেন ত্রিভুবন!

"অদ্যই তুমি আমার সহিত স্বর্গারামে প্রবেশ করিবে।"

১১৩ ১ 8. 7.

গৌরবপুরীর অধিপতি
ক্রুশোপরি হত হন!
হেরে তাঁহার ভাবী গতি
ক্রুশে বিদ্ধ দস্যুজন!

২

দস্যু কহে, "প্রভো, যথন
আপন রাজ্যে আসিবে,
দাসে তথন কর স্মরণ,
জীবন সার্থক হইবে।"

৩

রাজার লক্ষণ এখন কোথায়?
দস্যু সম রক্তপাত!
কণ্টক কিরীট শোভে মাথায়;
প্রেকে বিদ্ধ চরণ হাত!

৪

কহেন ত্রাতা দস্যু জনে,
করি' এই অঙ্গীকার—
"অদ্যই পাবে আমার সনে
পরমদেশে অধিকার।"

৫

প্রভো, তোমার ক্রুশে মরণ
আমার পাপের প্রতিফল।
এই দাসে কর স্মরণ,
দিও শেষে আশ্রয় স্থল!

"হে আমার ঈশ্বর, হে আমার ঈশ্বর, তুমি কেন আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছ?

১১৪ ১ 7. 7.

অভিশপ্ত ক্রুশোপরে
শোকের রাজা লম্বমান!
প্রেমের বদন সুধাকর
অন্ধকারে হইল ম্লান!
আহা! যেশুর দুঃখ অপার
বর্ণন করে সাধ্য কার?

২

নীরব ভাবে ঘণ্টাত্রয়
শয়তান সহ করেন রণ;
লইয়া পাতক সমুদয়
অন্ধকারে ত্যক্ত হন।
যেমন পিতার নিরূপণ,
বলিরূপে হত হন।

৩

শুন শুন আর্ত্তস্বর,
গগণস্পর্শী ধ্বনি তাঁর,
"ওহে পিতঃ প্রেমাকর,
কেন ত্যজ প্রাণ আমার?
ওষ্ঠাগত আমার প্রাণ
ত্বরায় কর শান্তিদান।"

৪

প্রভো, আমার পাপী প্রাণ
ভোগে কত দুঃখ ক্লেশ;
কিন্তু দিতে আমায় ত্রাণ
হইল তোমার শোক অশেষ
দুঃখ ক্লেশে আমার মন
যেন তোমার লয় শরণ।

"আমার পিপাসা হইতেছে।'

১১৫ ১ 7. 7.

শত শত জলাশয়
যাঁহার করে সৃষ্ট হয়,
নদী সাগর যাঁহার দান,
তৃষ্ণায় ফাটে তাঁহার প্রাণ!

২

শয়তান সহ করি' রণ
পরিশ্রান্ত হয় জীবন;
লয়ে মানব ব্যাধির ভার
হের, "কেমন তৃষ্ণা" তাঁর!

৩

ক্রুশে মৃত্যু যাতনা।
নাহি তাহার তুলনা।
শোকে বদন হয় নীরস;
শত্রু আনে অম্লরস।

৪

প্রেমের মূর্ত্তি তৃষ্ণাতুর,
আমার তৃষ্ণা কর দূর।
তোমার তরে আমার মন
নিত্য থাকে উচাটন।

৫

চাতকিনীর তুল্য, হায়!
রহি তোমার অপেক্ষায়,
জীবন-ধন দয়াকর,
শীতল কর এ অন্তর।

"সিদ্ধ হইল।"

১১৬ ১ 7. 7.

ত্যজি' স্বর্গ সিংহাসন
যাহার তরে আগমন,
তোমার ক্রুশে, প্রেমময়,
"সিদ্ধ হইল সমুদয়!"

২

পিতার চির অভিপ্রায়
ক্রুশে আজি সিদ্ধ হয়;
দুঃখ ক্লেশে অবিকল
শাস্ত্রবাণী হয় সফল।

৩

কণ্টক-কিরীট শিরোপর,
নিষ্পাপ প্রাণের অভ্যন্তর
অর্পিত হইল মানব-পাপ
ঘুচাইবারে অভিশাপ।

৪

পূর্ণ প্রেমের বলিদান
আমার তরে ত্যজেন প্রাণ।
বিশ্বাসপথে আমার মন
করে তাঁহায় আরোহণ।

৫

ভবে যখন ঘটে ক্লেশ,
ওহে হত বলিমেষ,
তোমার "সিদ্ধ" পরিত্রাণ
শান্ত করুক আমার প্রাণ।

"হে পিতঃ, তোমারই হস্তে আমি
আপন আত্মা সমর্পণ করি।"

১১৭ ১ 7. 7.

প্রিয় ত্রাতা পুণ্যময়,
তোমার আত্মা মূল্যবান
পিতার ক্রোড়ে এ সময়
করিতেছ সম্প্রদান।
গম্ভীর মূর্ত্তি নত শির,
প্রহারিত বক্ষঃস্থল,
হেরি' আমার মন অস্থির;
ঝরিতেছে অশ্রুজল।

২

শোকের ধ্বনি ক্রুশেতে
শুনে ফাটে পাষাণ মন,
"পিতঃ, তোমায় করেতে
আত্মায় করি সমর্পণ।"
বিনামূল্যে আপন প্রাণ
দিলে পাপীর কারণে;
বলিরূপে করি' দান
বিসর্জ্জিলে জীবনে।

৩

যেশু প্রাণের প্রিয়তম,
তব বক্ষে দিও স্থান;
দুঃখ ক্লেশে উপশম
যেন পায় মোর তাপিত প্রাণ;
অন্তিমকালে এ নয়ন
যেন ক্রুশের দর্শন পায়!
প্রীতির হস্ত প্রসারণ
করি' দিও ত্রাণোপায়।

সপ্তবাক্য একত্র।

১১৮ ১ 8. 7.

প্রভু যেশু স্বর্গপতি
প্রাণের প্রিয় দয়াকর
শত্রু তরে এ বিনতি
করিয়াছেন ক্রুশোপর—

"ওহে পিতঃ, ক্ষমা কর,
নাহি জানে আত্ম পাপ ;
ইহাদের পাপ নাহি ধর,
নাহি দিও অভিশাপ।"

২

ক্রুশের কাছে শিষ্য যোহন
মেরী মাতা উপনীত ;
হেরি' তাহা জগত্তারণ
হইলেন অতি কৃপান্বিত।

মাতায় কহেন, "অয়ি নারি,
হেরি তোমার পুত্রধন ;
যোহন, দুঃখ পরিহারি'
তোমার মাতায় লও এখন।"

৩

দস্যু কহে, "প্রভো যখন
আপন রাজ্যে আসিবেন,
এই অধম দাসে তখন
কৃপা করি স্মরিবেন।"

যেশু কহেন, কহি আমি,
সত্য করি' জানিবে,
"অদ্যই পরমদেশে তুমি
আমার সহিত পশিবে।"

৪

যেশুর গভীর শোকের বাণী
ক্রুশের উপর শুনা যায় ;
"এলি লামা শাবাক্তানি !"
কহেন মর্ম্ম যাতনায়।

"আমি পিপাসিত অতি,"
শুষ্ক হইল আমার রস।
শুনে তাহা দ্রুতগতি
সেনায় আনে অম্লরস।

৫

"সকলি সমাপ্ত হইল"
ক্রুশোপরে ত্রাণের কাজ।
সাধিতে যা বাকি ছিল,
তাহা সিদ্ধ হইল আজ।

"প্রিয় পিতঃ, তোমার করে
আত্মায় করি সমর্পণ।
আমার জীবন গ্রহণ করে
মুক্ত কর পাপী জন।"

১১৯

ঝিঁঝিট-খাম্বাজ।—মধ্যমান।

দেখরে নয়ন তুলে!
ক্রুশে দায়ূদ মূলে।

১

তব লাগি সেই জন
ত্যজি' স্বর্গ সিংহাসন
ভোগেন অকথ্য দুঃখ
আপনা ভুলে।

২

অপরাধী সম নাথ
প্রাণ দেন দস্যুসাথ
মানব-পাতক তরে
মরেন ত্রিশূলে।

৩

য়েশু প্রাণ-প্রিয়তম ;
কে আছে তাঁহার সম ?
পর হেতু কে দেয় প্রাণ
মানব কুলে ?

৪

চির তব গুণ গান
করিব, হে প্রেমবান,
ঘোষিব হে তব যশঃ
বদন খুলে।

১২০

মুলতান।—আড়াঠেকা।

আহা মরি, কিবা হেরি
অভিশপ্ত ক্রুশোপরে!
ত্রাণপতি ক্রুশবিদ্ধ
শোণিতাক্ত কলেবরে!

১

বিশ্বনাথ প্রভু যিনি,
আজি ক্রুশে হত তিনি;
ত্রিভুবন নৃপমণি
সমর্পিত শত্রু করে!

২

কণ্টক কিরীট শিরে,
দেহ প্লাবিত রুধিরে;
অপার দুঃখের ভারে
তাঁর হৃদয় বিদরে।

৩

দেখ, হে পাতকি নর,
অভিশপ্ত ত্রাণেশ্বর,
করিতেছেন আর্ত্তস্বর
পিতৃমুখ নাহি হেরে।

৪

তাঁর ক্রুশ মৃত্যুগুণে
পশিব নিত্য জীবনে।
সঁপি' প্রাণ সে চরণে
যাব সেই স্বর্গপুরে।

১২১

দেওগিরি।—একতালা।

এস ওহে ভাই, কালবেরিতে যাই,
প্রাণেশ্বরে ক্রুশে করি নিরীক্ষণ।
একি ভয়ঙ্কর! জীবন আকর
অভিশাপ কাষ্ঠে ত্যজেন জীবন!

একি, একি, আজি ভীষণ ব্যাপার!
ক্রুশোপরি হত জীবন-আধার,
পাপি-ত্রাণ তরে মরি' শত্রু করে
নরকুল মুক্তি করেন সাধন।

২

কি হল, কি হল, ভাবিয়া অস্থির,
কীলকেতে বিদ্ধ হস্ত পদ শির,
বহিছে রুধির ভাসায়ে শরীর,
কণ্টক কিরীট শিরেতে ভূষণ।

৩

পাতকি মানব! তোমারি কারণ
দস্যুসহ হত নাথের জীবন।
ভবমাঝে আর এ হেন ব্যাপার
কেবা কোথা বল করে নিরীক্ষণ।

৪

বন্দি, নাথ! আমি তব শ্রীচরণে,
মম তরে তুমি ত্যজিলে জীবনে।
যাবত-জীবন তব শ্রীচরণ
পূজিব, হে যেশু পতিত-পাবন।

১২২

সিন্ধু-ভৈরবী।—মধ্যমান ঠেকা।

অপরূপ রূপ হেরি
কালবেরি অচলে!
সেরূপ তুলনা দিতে,
তুলনা নাই ভূতলে!

বিচিত্র বিশ্বরচন,
করেছেন যেই জন,
দেখ তাঁর আগমন
নররূপে ভূমণ্ডলে।

২

খণ্ডিতে নরের পাপ,
শোক দুঃখ অভিশাপ,
সহিলেন পরিতাপ
এছার অবনীতলে।

৩

চেয়ে দেখ ক্রুশোপরি
নাশিতে নরের অরি
নিজ প্রাণ ত্রাণপতি
দিতেছেন কুতূহলে।

৪

ত্রাণ কার্য্য সমাপন!
মুক্তি পায় পাপিগণ,
যেশুর গৌরব ধন
নাহি ধরে ধরাতলে।

১২৩

বাগেশ্রী।—আড়াঠেকা।

ক্রুশোপরি কে ও হেরি,
রুধিরেতে অঙ্গ মাখা।
কণ্টক কিরীট শিরে,
"যিহুদিরাজ" আখ্যা লেখা

১

অগতির যিনি গতি,
তাঁর হ'ল এ দুর্গতি!
কাষ্ঠ সিংহাসনে স্থিতি,
একি চক্ষে যায় দেখা!

২

নাহি শিরে উপাধান,
ক্রুশোপরে লম্বমান,
যাতনায় কাতর প্রাণ,
হস্তপদ কীলকে গাঁথা।

৩

অদূরে স্বজনগণ
মুখ করি' নিরীক্ষণ
করিতেছে ক্রন্দন
সকলে মিলিয়া তথা।

৪

অন্তিমে সে মলিম্লুচ
করিতেছে কত বিদ্রূপ।
এ সব আমারি হেতু
তোমারি লাঞ্ছনা।

৫

সুন্দর উপাধি তব
হেরিতেছি, ভবধব!
মম "য়েশু নাসরথ"
বিশ্ব-রচয়িতা।

আমারি কারণ, নাথ,
রুধির করিলে পাত;
হ'ল পাপের প্রায়শ্চিত্ত,
সংসিদ্ধ কামনা।

১২৪

দেওগিরি।—একতালা।

আহা মরি মরি, কিবা প্রেম হেরি
সেই কালভেরি গিরি উপরি।
বিশ্বপাপহারী বলি ক্রুশোপরি!
পিতা দিলেন পুত্র হৃদয় ধরি।

১

জীবনের জীবন জীবন কারণ
করেন আপন প্রাণ সমর্পণ।
এ মৃত্যুরি মরণ অনন্ত জীবন,
এস এবার সবে তাঁহারে ধরি।

২

কক্ষে রক্ত বারি দর দর ঝরি,
ঐ রক্ত নরক উদ্ধারকারী।
এ রক্ত অন্তরে প্রোক্ষণ কর রে,
পাপ দূর কর তাঁহারে স্মরি'।

৩

আইস য়েশুর বলে শত্রুকে দলিতে,
এই নিমন্ত্রণ সকলেরে করি।
লজ্জিত না হবে, মোক্ষপদ পাবে
হইলে য়েশুর পুণ্য রক্তধারী।

১২৫

জয়জয়ন্তী।—একতালা।

(আজি) কি হইল বল রে বল!
দেখে হইল সজল আঁখি যুগল।

১

কণ্টক মুকুটে বিদীর্ণ মস্তকে,
হস্ত-পদ বিদ্ধ অয়সকীলকে;
ক্রুশ আরোপিত, দেখরে ঐ কে!
বলেন "ক্ষম, পিতঃ, মমারি দল।"

২

দেখ, পিতার বর্জ্জন কারণে এমন
হইল কাহার বিষণ্ণ বদন?
যা হেরি' অরুণ ঢাকিয়া কিরণ
অন্ধকারময় করে ভূতল।

৩

দেখ, কে কাতরে ডাকে উচ্চৈঃস্বরে
"এলী এলী লামা শবক্তাণী করে!
ডাকি পুনর্ব্বারে প্রাণত্যাগ করে
পাপিগণ-ত্রাণতরে কেবল।

৪

দেখে,আর প্রাণ ধরা ধরিতে নারিল!
সর্ব্বাঙ্গ আতঙ্কে কাঁপিতে লাগিল!
কঠিন ভূধর হৃদয় ফাটিল;
ব্যাকুল প্রহরী-সেনা সকল।

১২৬

সিন্ধু।—একতালা।

দেখ দেখ, একবার
চেয়ে দেখ, ঐ ক্রুশোপরে
মরিছেন য়েশু পাতকী তরে।

১

যে শোণিত ঝরিতেছে,
তাতে পাপীর প্রাণ বাঁচে;
এমন ঔষধ কোথা আছে
ভব ভিতরে?

২

পাপ তাপ দূরে যাবে,
হৃদিমাঝে শান্তি পাবে,
চিত্ত পরিষ্কার হবে
য়েশুর রুধিরে।

৩

য়েশুর প্রেম মহাবল
দুর্ব্বলেরে দেয় বল,
বিনাশে পাপের বল,
পাপীর অন্তরে।

৪

দেখ, পাপি, চেয়ে দেখ,
এ ঘটনা মনে রেখ,
শ্রীয়েশুর নাম লেখ
হৃদয় মাঝারে।

১২৭

মিশ্র-মল্লার।—শ্লথ-ত্রিতালী।

দেখ কে ঐ লম্বিত ক্রুশোপরে!
রুধির বহে শরীরে,
আহা! কণ্টক কিরীট শিরে,
হেরি' হৃদয় বিদরে!

১

জীব! যিনি বিশ্বের আধার,
চরাচর যাঁর অধিকার,
কাঁরে বধিতেছে ক্ষুদ্র নর!
দেখি' তাঁর ব্যথা ভয়ঙ্কর
লুকাইল বিভাকর;
বসুমতী কম্পে থর থর।
ভাব একবার ভবে কি ব্যাপার!
এমন দেখ নাই,দেখিবে না আর।
কি হ'ল! হায়, কি হ'ল রে!

২

কিন্তু কে আছে বিশ্ব-সংসারে
সংহারিতে পারে তাঁরে
তাঁহার স্বেচ্ছার প্রতিকূলে?
জীব! তিনি করিলে কটাক্ষ,
লক্ষ লক্ষ শত্রুপক্ষ
অনায়াসে যায় রসাতলে!
যেশু গুণাকর করুণাসাগর
প্রভু প্রেমে দিতেছেন প্রাণ
পাপি-পরিত্রাণ-তরে।

১২৮

বাঁরোয়া।—মধ্যমান।

কোথা, ওহে প্রাণনাথ,
করিছ প্রয়াণ?
কার দোষে দস্যু সম
দিতেছ পরাণ?

১

নিরীহ মেষের মত
ঘাতকেরা করে হত;
বল, নাথ, কার তরে
হও বলিদান?

২

নিষ্পাপ শিরেতে কেন
কণ্টক কিরীট হেন?
হেরি তাহে রক্তস্রোত
কাঁদে এ পরাণ।

৩

প্রেকে বিদ্ধ পদ কর,
শেলে হানে অভ্যন্তর;
কেন, নাথ, হেন দুঃখ,
হেন অপমান?

৪

জানি, নাথ, মম তরে
ভুগ শাপ কলেবরে;
ক্রুশোপরে দিলা প্রাণ
সাধিবারে ত্রাণ।

৫

চাহি, নাথ, এই বর,
যেন আমি নিরন্তর
তব ক্রুশমৃত্যু মনে
করি চিন্তা ধ্যান।

১২৯

ললিত-ধীমা।—কাওয়ালী।

কি হেরি কি হেরি নয়নে!
সলিল শোণিতধারা
বহিতেছে সঘনে!
কণ্টক-মুকুট শিরে,
কালশিরা কলেবরে,
সিক্ত তনু স্বরুধিরে,
হেরিতেছি কি কারণে?

১

স্বর্গেশ কাহার তরে
লম্বিত ক্রুশোপরে?
কেন বা তাঁর আর্ত্তস্বর
শুনেতেছি শ্রবণে?

২

আহা, নাথ, মম তরে
দুঃখ তব কলেবরে;
ক্ষম, নাথ, এ পাপীরে,
নিবেদি তব চরণে।

৩

আঁধার হৃদয়ে আলো
ইথে প্রকাশিত হ'ল!
মানবে মুক্তি লভিল,
আনন্দ মর্ত্ত্য ভুবনে।

১৩০

মুলতান—আড়াঠেকা।

কি অপূর্ব্ব আজি হেরি
নগর প্রান্তরে!
প্রেম অবতার যেশু
মরেন পাতকী তরে।

হয়েছে দেহ বিক্ষত,
শোণিত পড়েছে কত,
সহেন যাতনা এত
নরকুল তারিবারে।

২

পবিত্র দূত যাঁহারে
সভয়েতে স্তব করে,
কলুষিত নর
বধিল ক্রুশোপরে।

১৩১

(কুরীণীয় শিমোন)

বসন্তবাহার।—আড়াঠেকা।

নিজ বাস পরি' কে ও
রুধির অঙ্গে?
কান্দি আকুল কে ও
বামাকুল চলিছে নিষঙ্গে।

১

অবনত ক্রুশভারে,
সে বোঝা বহিতে নারে।
জনেক দাঁড়ায়ে দ্বারে
লইবারে নিজ স্কন্ধে;

৩

আহা মরি, মরি কেমন!
সকলে করিছে ভ্রমণ।
ক্রুশ মাথায় করি শিমোন
চলিতেছে সঙ্গে।

৪

যে পথে তাহারা যায়,
ক্রুশ তুলি সবে বয়,
কে, বল, আগেতে লয়,
হেরিয়া অপাঙ্গে?

১৩২

(গেথশিমানী)

গারা-ভৈরবী।—আড়াঠেকা।

এ ঘোর তামসী নিশায়
কে ও বিজন বনে?
দহিতেছে কলেবর
দীর্ঘশ্বাস হুতাশনে!

১

ও চারু কোমল কায়
কেন ধূলাতে লুটায়?
দেখে হৃদি ফেটে যায়
থাকে না নীর নয়নে।

২

নিদাঘে স্বেদের মত
ঝরিছে রুধির স্রোত!
আহা মরি কেন এত
সহিছ দুঃখ জীবনে!

৩

ঊর্দ্ধে করি' নেত্রপাত
যুড়িয়া যুগল হাত
কেন বলি' পিতঃ পিতঃ
ডাকিছ কাতর মনে।

৪

তারিতে পাতকী কুল,
তুমি কি এত ব্যাকুল?
ওহে অকূলের কূল,
তার এ অধম জনে।

১৩৩

বসন্ত-বাহার।—আড়াঠেকা।

কি অপরূপ, নাথ,
ধরেছ আজ ক্রুশোপরে,
এ হেন মোহনমূর্ত্তি
দেখেছে কে চরাচরে?

১

ঝরিছে ভালে রুধির,
কণ্টকে শোভিত শির,
ভাতিছে সুন্দর কর,
লোহিত কমলাকারে।

২

জিনি' তরুণ তপন
ও চারু মুখ বরণ।
হেরে যুগল চরণ
রক্ত জবা লাজে মরে।

৩

হেরে ও মুখ সরোজ
দীননাথ পেয়ে লাজ
লুকায়েছে ঘন মাঝ,
শিহরিছে ধরাধরে।

৪

ফেরে না নয়ন মম
হেরে রূপ অনুপম!
হেন স্বার্থহীন প্রেম,
কে আর হৃদয়ে ধরে?

১৩৪

"হে পিতঃ, ইহাদিগকে ক্ষমা কর।"

ভৈরবী।—আড়াঠেকা।

কিবা অপরূপ দয়া
হেরি আজি ক্রুশোপরে।
দিতেছেন ত্রাণপতি
নিজ প্রাণ তব তরে।

১

যাহারা বধিল তাঁরে,
বিদ্ধ করি' ক্রুশোপরে,
পিতার অনুরোধ করে,
চাহেন ক্ষমা তাদের তরে।

২

শুন, রে পাতকি নর,
বলিতেছেন নরেশ্বর,
ওহে পিতঃ, ক্ষমা কর
এই বোধহীন নরে।

৩

ওহে প্রভো ত্রাণেশ্বর,
পাপীর বন্ধু প্রেমাকর,
ক্ষমা করি' এ পামর,
নিস্তার কর দুস্তরে।

"অদ্যাই তুমি আমার সঙ্গী হইবে।"

১৩৫

ললিত।—আড়াঠেকা।

আপন রাজ্যে এলে, নাথ,
দিও আমার পদাশ্রয়।
তুমি সত্য ত্রাণপতি
জেনেছি আমি নিশ্চয়।

১

করেছিলাম যেই পাপ,
ভোগি তার অভিশাপ;
করিতেছি অনুতাপ,
ওহে যেশু কৃপাময়।

আমি পাতকী নর,
তুমি নাথ ত্রাণেশ্বর,
যদি তুমি "স্মরণ কর"
তবে আমার কিসের ভয়?

৩

শুনিয়ে চোরের উক্তি
কহিলেন তার প্রতি,
অদ্য সুখালয়ে স্থিতি
হবে মম সনে নিশ্চয়।

"হে নারি, ঐ দেখ, তোমার পুত্র

১৩৬

বাঁরোয়া।—আড়াঠেকা।

দেখি তনয় মরণ
ভিজিছে নয়ন জলে
মেরির বসন।

৫

হেরিয়ে পুত্রের গতি,
মেরি শোকাতুরা অতি;
চাহিয়ে ক্রুশের প্রতি
করেন রোদন।

২

দেখি' প্রেম-অবতার
প্রকাশি' প্রেম-অপার,
যোহন করে জননী ভার
করিলেন অর্পণ।

৩

শুনি' প্রভুর বচন
সাদরে করি' গ্রহণ
লইয়ে কুমারী মরিয়ম,
করিল পালন।

"হে আমার ঈশ্বর, হে আমার ঈশ্বর, তুমি কেন আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছ।"

১৩৭

খাম্বাজ।—মধ্যমান।

ভয়ঙ্কর ক্রুশোপর
খ্রীষ্ট যেশু পূর্ণমণি
আঁখি উন্মিলিয়া দেখ,
ভুলিবে না কভু তুমি।

১

ভয়ঙ্কর সে প্রহর,
পাপাত্মা সহ সমর,
তারিতে পাতকী নরে
প্রাণ দিতেছেন তিনি।

২

পিতার প্রিয় তনয়
দুঃখে ব্যথিত হৃদয়;
"ত্যজিলে কেন আমায়!"
বলেন জগতস্বামী।

৩

যবে মম পাপ হৃদয়
ভয়ে আকুলিত হয়,
সে সময়, দয়াময়,
স্মরিব তোমায় আমি;

"আমার পিপাসা হইতেছে।"

১৩৮

মূলতান-টৌড়ী।—মধ্যমান।

একি অসম্ভব বাণী
শুনি আজি ক্রুশোপরে।
ত্রাতা করেন আর্ত্তস্বর
বিন্দু মাত্র বারি তরে!

জলধি যাঁর সৃজিত,
হয়ে তিনি ক্রুশার্পিত
পাপীর তরে তৃষিত
হলেন আজি ত্রাণবরে।

৪

দুঃখ ভারে হয়ে ভারী
ভাবীবাণী স্মরণ করি
"পিপাসা হতেছে" বলি
ডাকেন ত্রাতা উচ্চৈঃস্বরে।

৩

শুনি ত্রাতার কাতর বচন
দৌড়ি গিয়া সেনা একজন
অম্লরস দিলা তখন
তৃষ্ণা নিবারণ তরে।

"সিদ্ধ হইল।"

১৩৯

ললিত।—আড়াঠেকা।

ত্রাতার মহিমা গান
কর, সব নরগণ।
পূর্ণ প্রেমের বলিদান
হইল রে সমাপন।

১

ভাবী বাক্য সফল হ'ল,
ব্যবস্থার দাওয়া গেল,
জীবন-উন্নুই মুক্ত হ'ল,
কর তাঁর জয় ঘোষণ।

২

নানা ক্লেশ করি সহ্য
নাশিলেন শয়তান-রাজ্য,
"সিদ্ধ হ'ল" ত্রাণ-কার্য্য
ত্রাতা উচ্চৈঃস্বরে কন।

"হে পিতঃ, তোমারই হস্তে আমি
আত্মা সমর্পণ করি।"

১৪০

খাম্বাজ।—মধ্যমান।

পিতঃ, হে, তোমার হস্তে
করি আত্মা সমর্পণ।
এই কথা বলি যেশু
করেন মস্তক নমন।

১

আমার দুঃখের ভারে
ব্যথিত দেহে অন্তরে,
দিতেছেন প্রাণ অকাতরে;
কি ধৈর্য্যপরায়ণ!

২

অন্তিমেতে, প্রিয় ত্রাতা,
হও মোর শান্তিদাতা;
যেন অবসানে, ত্রাতা,
শ্রীমুখ পাই দরশন।

৩

তব কোলে শয়ন করি
মাথা রাখি বক্ষোপরি
তব ক্রুশ চক্ষে হেরি
যেন হয় মম প্রয়াণ।

১৪১

খরফরদা।—একতালা।

কেন সেই নর ক্রুশের উপর
সহিছে বিস্তর অকথ্য যন্ত্রণা?

১

দুর্ব্বল নয়নে মম মুখ পানে
চাহিছে সে জনে, না বুঝি মন্ত্রণা।
হইল স্মরণ, না হলে মরণ
আমি সে দর্শন কভু ভুলিব না।

বুঝিনু তখন, মরিল সে ধন
আমার কারণ এ সব ঘটনা;
করি নেত্রপাত তাঁর রক্তপাত
দেখিয়া হঠাৎ হইল চেতনা।

৩

হেরি আরবার, কহিছে সে নর,
হইবে নিস্তার, আমারে ভুলনা;
মরিলাম আমি, রক্তে ভিজে ভূমি,
যেন বাঁচ তুমি, এ মম কামনা।

১৪২

কীর্ত্তন।

এস, সবে ভাই,
যে পথে গেছেন যেশু,
সেই পথে যাই।

৪

গিয়ে সব কালবেরি
হেরি তাঁরে নেত্রভরি;
করদ্বয় যোড় করি
চরণে শিরঃ লুটাই।

২

হেরিলে তাঁহার মুখ,
দূরে যাবে সব দুঃখ;
হইবে অতুল সুখ
সে সুখের আর সীমা নাই।

৩

বসিলে সে ক্রুশ তলে
পাষাণ হৃদি যায় গলে!
যেশু লন করি কোলে
আমি পিতার ঠাঁই।

খ্রীষ্টের পুনরুত্থান।

১৪৩ ৭. ৭.

১

আজি য়েশু উঠিলেন, হাল্লেলুয়া
ইহা মোদের জয়ের দিন।
ক্রুশ ও মৃত্যু সহিলেন,
পাপী লোক উদ্ধারিলেন।

২

প্রভু হয়ে অনুকূল
ভগ্ন করেন মৃত্যুর হুল।
তৎপর গেলেন স্বর্গালয়,
কবর, কোথায় তোমার জয়?

৩

পাপীর দেনা করেন শোধ,
শান্তি দেন ও সুপ্রবোধ;
য়েশুর সহিত উত্থিত হও,
অঙ্গীকৃত রাজ্য লও।

৪

আজি য়েশু উঠিলেন,
ইহা মোদের জয়ের দিন;
জয়ের কীর্ত্তন কর গান,
মোদের হইল পরিত্রাণ!

১৪৪ ৭. ৭.

১

অদ্য য়েশু উঠিলেন,
ইহা কেমন শুভ দিন।
খ্রীষ্টকৃত বলিদান,
নরে দিল পরিত্রাণ।

২

আইস, আমরা হৃষ্ট হই,
স্বর্গরাজার কীর্ত্তি গাই।
ক্রুশে যিনি মরিলেন,
তিনি নিত্য জীবন দেন।

৩

আহ্লাদ কর, ভক্তগণ,
খ্রীষ্ট নামে সর্ব্বক্ষণ।
মৃত্যুচ্ছায়া হইল নাশ,
জীবন আলোক পায়প্রকাশ।

৪

আমরা যেন সর্ব্বদাই
য়েশুর অনুগামী হই।
পাপ মৃত্যু করে জয়,
শেষে উঠি তেজোময়।

১৪৫ ৭. ৭.

হের কেমন শুভ দিন,
কিবা সুন্দর সমীচীন!
আজি য়েশু উঠিলেন,
মৃত্যুর গর্ব্ব নাশিলেন;
হর্ষে কর জয় জয় রব,
ওহে খ্রীষ্টপ্রেমি সব!

২

ছিন্ন হইল মৃত্যু-পাশ;
জীবন-দীপ্তি সপ্রকাশ!
য়েশুর মহা পরাক্রম
চূর্ণ করে দ্যাবল যম।
নাহি সাধ্য মৃত্যুর আর
নাশে পুণ্য জীবন তাঁর।

৩

মম-পাপের কারণে
যিনি ত্যজেন জীবনে,
করিবারে পুণ্যদান
হইল তাঁর পুনরুত্থান;
যিনি হইলেন বলিমেষ,
হের তাঁর গুণ অশেষ!

৪

য়েশুর পুনরুত্থানে
নির্ভয় হইলাম পরাণে;
য়েশুর তুল্য আমরা সব
কর্ব মৃত্যু পরাভব;
য়েশু যথায় বিদ্যমান,
তথায় করিব প্রস্থান।

১৪৬ ১ ৪. ৭. ৭. ৭. ৭. ৭.

উঠিয়াছেন য়েশু খ্রীষ্ট
মৃত্যু করে পরাভব।
স্বর্গ মর্ত্ত্য হইও হৃষ্ট,
উচ্চ কর জয়ের রব।
হাল্লেলুয়া, হাল্লেলুয়া!
অবিরত কর স্তব।

আমাদেরই জন্যে দত্ত
তিনি সত্য পাস্কামেষ।
তাঁর ক্রুশীয় প্রায়শ্চিত্ত
করে পাপের অবশেষ।
হাল্লেলুয়া, হাল্লেলুয়া!
খোলা হ'ল স্বর্গদেশ।

৩

আইস, আমরা শুদ্ধ মনে
এই পাস্কাভোজী হই।
শ্রদ্ধা করে তাঁহার গুণে
পরমায়ুর আশা লই।
হাল্লেলুয়া, হাল্লেলুয়া!
প্রভুর নিত্য স্তুতি গাই।

১৪৭ C. M. ১৪৮

সঙ্কীর্ত্তন কর, ভ্রাতৃগণ,
ত্রাণকর্ত্তা কর্লেন জয়
পরাস্ত হইল শত্রুগণ,
দূর কর তাবৎ ভয়।

খ্রীষ্ট করেন শয়তান মৃত্যু নাশ,
নরক পরাস্ত হয়;
ত্রাণ আশ্রয় পায় শাপ-যোগ্য দাস
দণ্ডাজ্ঞা হইবে কৈ?

৩

শোধ করলেন জামিন মোদের ঋণ
নিজরক্ত মূল্যেতে;
সম্মিলনের এ হইল দিন,
গান কর হর্ষেতে।

৪

এক্ষণে মৃত জীবন পায়
খ্রীষ্ট সঙ্গে উঠিয়ে।
স্বর্গীয় জন্ম প্রাপ্ত হয়,
বিশ্বাসী হৃদয়ে।

৫

এ হেতু মন ও জিহ্বাতে,
গাই মৃত্যুঞ্জয়ের গীত
গাও হাল্লেলুয়া হর্ষেতে!
খ্রীষ্ট হইলেন উত্থাপিত।

বেহাগ।—তাল-আড়াঠেকা।

আহা! কিবা সুপ্রভাত,
হের রে নয়নে।
মৃত্যুঞ্জয় আজি মৃত্যু
করিলা দমন!

ধন্য ধন্য তব নাম!
ধন্য যেশু গুণধাম।
নরকুলে দিলে, নাথ,
অনন্তজীবন।

১

মহানন্দ জয়ধ্বনি,
উঠেছেন গুণমণি;
মহাশত্রু পরলোক
লজ্জিত এখন।

কোথা রে মৃত্যুর বল?
সে যে তাঁর পদতল!
দুর্দ্দান্ত বিপক্ষ আজি
হইল দমন।

২

ওহে খ্রীষ্ট ভক্ত সব,
কর মহানন্দ রব;
হের যেশু ত্রাণপতি
মৃত্যুঞ্জয় এখন!

ভয় করি কারে আর ?
হ'ল মুক্ত স্বর্গদ্বার,
বল মুখে, জয় য়েশু
পতিত পাবন।

১৪৯

ইমন কল্যাণ।—ধ্রুপদ।

হে ধন্য ঈশ্বর-তনয়,
তুমি য়েশু মৃত্যুঞ্জয়,
ভকত-জীবন, হে য়েশু।

১

য়েশু তুমি ঈশ-মেষ,
হৈলা বলিদান,
তব প্রায়শ্চিত্তে নর
পায় পরিত্রাণ
সমর্পিয়া নিজ প্রাণ,
নরে দিলা জীবন দান,
পাপ মৃত্যু শয়তান
করিলা দমন।
শক্তি অনুপম, হে য়েশু

২

মরণান্তে ধরাগর্ভে
তোমার শয়ন ;
পরলোকে তব আত্মা
করিল গমন।
দুর্ব্বল অজ্ঞান অরি
দিল শিলা তদুপরি ;
যত্নে মুদ্রাঙ্কন করি
রাখে সেনাগণ।
কিবা মহা ভ্রম, হে য়েশু

৩

করিল প্রস্তর দূর
দিব্য দূতগণ ;
ভয়ে হ'ল সশঙ্কিত,
সে প্রহরী জন।
করি নাশ মৃত্যু-পাশ
মুক্ত কৈলা পাপ দাস ;
করে সবে জয়োল্লাস,
হরষিত মন ;
ধরাবাসিগণ, হে য়েশু।

৪

মুক্ত কৈলা স্বর্গদ্বার
ভক্তের কারণ।
তোমাতে বিশ্বাসী পায়
অনন্ত জীবন।
পাপ পঙ্কে হয়ে মৃত
তোমাতে পুনর্জ্জীবিত।
তব সেবায় আনন্দিত
সদা থাকে মন।
এই নিবেদন, হে য়েশু।

খ্রীষ্টের স্বর্গারোহণ।

১৫০ ১ 7. 7.

যেশু আজি স্বর্গে যান,
উল্লাস কর, আমার প্রাণ;
স্বর্গপতি পরাৎপর
নর-পুণ্য ত্রাণেশ্বর
প্রবেশ করেন স্বর্গেতে।
কীর্ত্তন করি হর্ষেতে!

২

স্বর্গপুরী গৌরবময়
যেশুর পুণ্যে মুক্ত হয়;
ধরি' মহারাজের সাজ
যেশু সেথা পশেন আজ;
পাপীর তরে স্বর্গদ্বার
মুক্ত হইল অনিবার।

৩

ওহে স্বর্গের পুরদ্বার,
উদ্ঘাটিত হও এবার;
গৌরবপতি স্বর্গরাজ
তোমা দিয়া যাবেন আজ।
হের, বিশ্ববাসি নর,
রণজয়ী ত্রাণেশ্বর!

৪

মোরা পাপী অভাজন,
নাহি কোন পুণ্যধন;
কেবল যেশুর পুণ্যেতে
পশিব সেই স্বর্গেতে;
যেশুর পুণ্যে স্বর্গদ্বার
মুক্ত আছে অনিবার!

১৫১ ১ C. M.

হে খ্রীষ্টের লোক, আনন্দিত হও;
গান কর যেশুর নাম;
আজ শুভ দিবস হৃষ্ট হও;
হয় মুক্ত স্বর্গধাম।

২

খ্রীষ্ট ক্রুশের উপর মরিলেন
অনুপম লজ্জাতে;
ত্রাণকার্য্য সাঙ্গ করিলেন
শাপযুক্ত কাষ্ঠেতে!

৩

গৌরবে তিনি উঠিলেন
অতুল্য তেজেতে;
তৎপরে স্বর্গে ফিরিলেন
স্ব পিতার পার্শ্বেতে।

৪

সঙ্কীর্ত্তন কর স্বর্গদূত,
জয়, জয়, হাল্লেলুয়া!
সব শত্রু হইল পরাভূত;
খ্রীষ্ট পাইলেন মহিমা।

৫

হে প্রভো, কর আকর্ষণ
স্ব প্রেমে মোদের মন;
পাই যেন তব দরশন,
ও দিব্য অক্ষয় ধন।

১৫২ ১ 7·7

খ্রীষ্ট যেশু প্রত্যাবৃত্ত হন,
স্ব পিতৃভবনে।
করিয়া মেঘে আরোহণ
অপূর্ব্ব শোভাতে।

২

স্বর্গীয় দ্বার সমূহ হে,
অবাধে মুক্ত হও।
মহিমার অধিপতিকে
প্রবিষ্ট হইতে দেও।

৩

পরাস্ত হইল শত্রুগণ;
সমাপ্ত ত্রাণের কাজ।
সিংহাসনোপবিষ্ট হন
রাজাদের অধিরাজ।

৪

তোমারই হাতে, যেশু হে
সমস্ত রাজ্যভার।
অবাজে আইস লইতে
জগতের অধিকার।

১৫৩ ১ 7·7·

ধন্য সেই দিনমান! হাল্লেলুয়া!
যায় প্রভু করেন উত্থান।
ঈশ-মেষ পাপীর তরে
দিয়া প্রাণ যান উপরে।

২

তথা জয় অপেক্ষায় তাঁর,
তোল শির, অনন্ত দ্বার।
মৃত্যুর করেছেন নিধন,
রাজাকে কর গ্রহণ।

গ্রহণ করে স্বর্গ তাঁয়।
তবু ধরায় তাঁর প্রেম রয়।
বসেছেন সিংহাসনে।
আপন ভাবেন নরগণে।

৪

মোদের তরে পিতার ঠাঁই
যাচ্ঞাতে ক্ষান্ত নাই।
করিবারে মোদের বাস,
করিছেন স্থান নিজ পাশ।

১৫৪ ১ 7·7

স্বীয় লোকের উদ্ধারে
যিনি দিলেন আপন প্রাণ,
তিনি তাদের মঙ্গলে
সদা করেন অবধান।

২

তাদের কোন অবস্থায়
অসতর্ক তিনি নন।
বিপদে ও পরীক্ষায়
যেশু পরম বন্ধু হন।

৩

শিষ্যদের অশক্ততা
নাহি করেন তুচ্ছবোধ।
শুনে তাদের প্রার্থনা
স্বর্গে করেন অনুরোধ।

৪

কেন তবে কর শোক,
যেশুর অনুগামিগণ?
রক্ষা পাবে তাঁহার লোক
সর্ব্বস্থানে সর্ব্বক্ষণ।

১৫৫

গৌরী।—আড়াঠেকা।

জয় জয় স্বর্গনাথ
মহিমা-রাজন,
গৌরবের অধিপতি
ঈশ্বর-নন্দন!

১

ধন্য ধন্য তব নাম!
তুমি যেশু গুণধাম ;
মহানন্দে যাইতেছ
স্বর্গীয় ভবন।

২

সৌরজগৎ স্বর্গ যত
নহে তব মনোমত,
সে সবার মধ্য দিয়া
করিছ গমন।

৩

স্বর্গের বাহিনীচয়
করিতেছেন জয় জয়,
অনুক্ষণ জয়ধ্বনি
করেন দূতগণ।

১৫৬

পিলু।—জৎ।

ত্রিভুবন-মহারাজ
করেন স্বর্গে আরোহণ।
পিতার দক্ষিণ পাশে
সুখে বসেন এখন।

১

হেরি তাঁরে ভক্তগণ
করেন তৃপ্ত দু নয়ন,
অপার আনন্দ নীরে
প্রেমে হইয়া মগন।

২

যবে; নাথ, এ নয়ন
করিবে হে বিলোকন
তোমার মহিমারাশি,
ওহে বিশ্ববিনোদন,

৩

আনন্দেতে এই চিত্ত
হবে চির পুলকিত।
হয়ে তব পদানত
রহিব হে অনুক্ষণ।

১৫৭

ললিত।—আড়াঠেকা।

সর্ব্বজয়ী প্রিয় যেশু
উঠিলেন জয় জয় করে।
হেররে হেররে তাঁরে,
সেই জীবিত ঈশ্বরে।

১

স্বর্গদ্বার মুক্ত করে
বসেন পিতার দক্ষিণ ধারে।
ভয় কি? রে মরণ! তোরে,
স্বর্গে যাব নৃত্য করে।

২

প্রভু যেশুর নামের জোরে
সকল শত্রু জয় করে
এস এস, প্রাণের ভাইরে,
যাই চল পিতার ঘরে।

৩

কি আনন্দ স্বর্গপুরে
দূত সাধু সঙ্গ করে।
অবাক হব পিতায় হেরে,
হৃদয়ে সেবিব তাঁরে।

পবিত্র আত্মা। Holly

-oo-

১৫৮ ১ C. M.

হে ঈশ্বরাত্মা পুণ্যময়
অনাদি সনাতন,
পিতা ও পুত্র হইতে হয়
তোমারই আগমন।

২

আমাদের অন্তঃকরণে
হও তুমি সপ্রকাশ;
তায় যেন করি সত্যেতে
একান্ত অভিলাষ।

৩

তুমি অপূর্ব্ব শান্তিকর
শোকার্ত্ত হৃদয়ে;
এ দিব্য বহুমূল্য বর
কে পারে বর্ণিতে?

৪

তুমি সব সুখের উন্নুই,
স্বর্গীয় শান্তির মূল,
প্রেমাগ্নি তুমি তেজস্বী,
ও শক্তি অনুকূল।

৫

এ হেতু আইস, আত্মন হে,
জ্ঞানদীপ্তি যেন পাই,
ও প্রভুর নিত্য সেবাতে
একাগ্রমনা রই!

১৫৯ ১ L. M.

হে শান্তিকর্ত্তা সদাত্মন,
আজ হেথায় কর আগমন।
পিতা ও পুত্রের সন্নিধান
একেশ্বর তুমি বিদ্যমান!

২

সদাত্মন, কর আগমন,
হোক পুণ্য বারি বরিষণ।
তায় কর আজি অধিকার
পাতকী হৃদয় সবাকার।

৩

বচনে, চিন্তায়, কার্য্যেতে,
জিহ্বাতে, মনে, প্রাণেতে
সব শক্তি করি নিয়োজন
গাই তব গৌরব সঙ্কীর্ত্তন!

৪

এ মর্ত্ত্য তনু পাপান্বিত
হোক তব প্রেমে আচ্ছাদিত
সব হৃদে করুক আগমন
জীবনময় প্রীতি-হুতাশন।

৫

খ্রীষ্ট যেও উচ্চ মহীয়ান,
আমাদের প্রভু কৃপাবান,
তাঁর গুণে, পিতঃ শক্তিমান,
প্রার্থনায় কর অবধান।

১৬০ ৭.৭.

ওহে আত্মন শান্তিময়,
সপ্তবিধ গুণাশয়,
আজি করি' কৃপাদান
কর হেথায় অধিষ্ঠান।
প্রভুর এই নিকেতন
কর আসি' উদ্দীপন।

হেথা তব কিঙ্করগণ
করে তব অপেক্ষণ।
এস, হে নাথ, সত্বরে
বর্ষ সবার অন্তরে।
তব স্বর্গদত্ত বর
প্রদান কর, গুণাকর!

তোমা বিনা কোথায় আর
পাব আমরা উপকার!
দিয়া শক্তি অনুক্ষণ
সবল কর ভৃত্যগণ।
যেন তব দীপ্তিতে
দীপ্তি পাই এ হৃদিতে।

তোমায় ছাড়ি' কতবার
ভুগি দুঃখ অনিবার।
হয়ে অতি নিরুপায়
ভ্রমি ভ্রান্ত মেষের ন্যায়।
রক্ষ, ওহে গুণাকর,
ভ্রান্ত মেষে নিরন্তর।

১৬১ ৮.৭.

আইস, ওহে পুণ্য আত্মন
জীবন-বায়ু সত্যময়;
সতেজ কর মোদের জীবন,
কর নূতন সমুদয়।
জীবনদাতা পুণ্য আত্মা,
সবার মনে হও উদয়।

সত্য দীপ্তি প্রদান কর
মোদের অন্তকরণে;
চিত্তের ভ্রম ও আঁধার হর
তব দিব্য কিরণে।
দীপ্তিদাতা পুণ্য আত্মা,
আইস হৃদয়-আসনে।

ওহে আত্মন শান্তিকর্ত্তা,
পিতা পুত্রের প্রেরিত,
ক্লিষ্ট চিত্তের সন্তাপহর্ত্তা,
যাহা শোকে ব্যথিত।
প্রবোধদাতা পুণ্য আত্মা,
কর হৃদয় সন্তৃপ্ত।

জীবন যাত্রায়, ওহে আত্মন,
সদা পথদর্শক হও;
যাবৎ দেহে রহে জীবন,
নিত্য মম সঙ্গে রও।
মম নেতা পুণ্য আত্মা,
আমার হস্ত ধরি লও।

১৬২

St. 'Cuthbert.] ১ P. M.

আমাদের ত্রাতা ধন্যতম
স্ব মৃত্যুর পূর্ব্বেতে
দান করেন প্রবোধকর্ত্তাকে
এ ভবেতে।

২

পাঠাইলেন ত্রাতা পুণ্যময়
পথদর্শক শান্তিকর ;
আমাদের সহিত করিতে
বাস নিরন্তর।

৩

তাঁর কপোত-বেশে আগমন,
প্রেম পক্ষ সুবিস্তার !
করিতে ভবে বরিষণ
প্রেম সুখ অপার।

৪

দান করিবারে আত্মিক বল
হয় তাঁহার আগমন,
বিনম্র হৃদয় হেরিলে
করেন গ্রহণ।

৫

তাঁর কোমল রব পাই শুনিতে
সায়াহ্নের বায়ুর ন্যায় ;
তায় আমা সবার দোষ ও পাপ
সব দূরে যায়।

আমাদের আছে যত গুণ,
যা কিছু করি জয়,
পবিত্র চিন্তা প্রভৃতি
তাঁ হইতে হয়।

২

হে আত্মন প্রসাদ পুণ্যময়,
হের দুর্ব্বলতায় ;
এ হৃদয় করি' যোগ্যতম
বাস কর তায়।

১৬৩

১ L. M.

হে পরমাত্মন কৃপাবান,
আমাতে হইও প্রকাশমান।
হয় যেন প্রস্তুত আমার মন
করিতে প্রভুর সঙ্কীর্ত্তন।

২

দান কর সুবিবেচনা,
সারল্য এবং সত্যতা।
সে ভগ্ন অন্তঃকরণ দেও,
যাহাতে তুমি তুষ্ট হও।

৩

দীনহীনের বন্ধু যেশুকে
বাস করাও আমার অন্তরে ;
তাঁর ক্রুশে যেন শান্তি পাই,
তাঁর অসীম প্রেমে মগ্ন হই।

১৬৪ ১ L. M.

হে পুণ্য আত্মন শক্তিমান,
মোর মনে হও বিরাজমান।
হৃদয়ে তোমার অধিষ্ঠান,
তা যেশু খ্রীষ্টের পুণ্যদান।

২

তোমারই তেজে সবাকার
ঘুচিয়া থাকে অন্ধকার ;
তোমার পবিত্র উপদেশ
মোর মনের তিমির করুক শেষ।

৩

মনেতে দারুণ পাপের বাস
তোমারই শক্তি করে নাশ ;
মোর হৃদয় তাতে নূতন হয়,
ও দমন থাকে রিপুচয়।

৪

তোমারই প্রবোধ মনোহর
উদ্বিগ্ন মনের শান্তিকর ;
মোর ভয়ের চিন্তা করে শেষ,
না থাকে মনে দুঃখের লেশ।

৫

হে জীবন-বায়ু শক্তিমান,
মোর চিত্তে কর অধিষ্ঠান ;
স্বর্গীয় অগ্নি দীপ্তিময়,
সব কুপ্রবৃত্তি কর ক্ষয়।

১৬৫ ১ 8. 7

আইস, আইস, জীবন-বাতাস,
ঈশ্বর আত্মা ধর্ম্মময়,
তোমার শক্তি কর প্রকাশ ;
তোমা বিনা সকল ক্ষয়।
প্রবোধকর্ত্তা, সত্য আলো,
মোদের মনে হও উদয়।

২

জ্ঞান ও ধৈর্য্য প্রদান কর
আমাদিগের মনেতে ;
সুবিবেকে তাহা পূর
এবং নির্ম্মল প্রেমেতে ;
প্রবোধকর্ত্তা, দূরে কর
পাপের ভ্রম ও অন্ধকার।

৩

ঈশ্বর-সন্তান আমরা হইলাম,
ইহা কর সপ্রমাণ ;
তোমার মুদ্রা আমরা পাইলাম
ইহা কর প্রকাশমান ;
প্রবোধকর্ত্তা, তাপহর্ত্তা,
কর হৃদয় আকর্ষণ।

৪

আমরা যেন হৃষ্ট মনে
ঈশ্বর পিতার সাক্ষাতে
যাইতে পারি সর্ব্ব ক্ষণে,
সাহস দেহ হৃদেতে
প্রবোধকর্ত্তা. "আব্বা পিতা"
শিখাও এরূপ প্রার্থনা।

১৬৬ ১ S. M.

সদাত্মন, আইস হে,
না দূরে থাক আর।
ঘুচাও এই মনের শোক,
ও চক্ষুর অন্ধকার।

২

প্রবোধ ও শিক্ষা দেও;
পাপেচ্ছা কর নাশ।
স্বর্গীয় তব পরাক্রম
হউক আমাতে প্রকাশ

৩

যে বিশ্বাস হইল ক্ষীণ,
তা করিও প্রবল।
ও জ্বালাও আমার অন্তরে
অনন্ত প্রেমানল।

৪

হে আত্মা দীপ্তিকর,
মনোনিবাসী হও।
পিতার যেপ্রেম ও যেগুরগুণ,
তা আমাকে জানাও।

---

১৬৭ ১ L. M.

সদাত্মন হে, উপস্থিত হও,
আমাদের মনে দীপ্তি দেও।
পাই যদি তোমার অভিষেক,
সম্পূর্ণ মঙ্গল দর্শিবেক।

২

হয় তোমা হইতে পরম ফল,
সান্ত্বনা, শক্তি, প্রেমানল।
হে প্রভো, দিয়া চেতনা
দূর কর চক্ষুর অন্ধতা।

৩

আমাদের বদন হইল ম্লান;
করিও তুমি কৃপাদান।
সুরক্ষা এবং শান্তি দেও,
ও সদা পথদর্শক হও।

৪

শ্রীপিতা, পুত্র, সদাত্মা,
এক অদ্বিতীয় নিয়ন্তা।
এ দিব্য শিক্ষা যেন পাই,
ও প্রভুর নিত্য স্তুতি গাই।

---

১৬৮ ১ L. M.

আইস, হে পবিত্র আত্মন্,
পিতা, পুত্র সহ এক জন,
করি পবিত্রতা বিস্তার
আজ হৃদি কর অধিকার।

২

বাক্যে, কার্য্যে, অন্তর, জিহ্বায়,
সদা যেন তব গুণ গায়;
প্রেমে হৃদয় কর দীপ্তিমান;
অন্যের তায় যেন জন্মে জ্ঞান।

৩

খ্রীষ্টের অনুরোধে, পিতঃ,
শুন মোদের ক্রন্দন যত।
যিনি পিতা আত্মার সনে
রাজ্য করেন সর্ব্বক্ষণে।

১৬৯

ঝিঁঝিট।—জৎ।

ওহে আত্মন্ পুণ্যময়
স্বর্গীয় শান্তি-আকর,
অধিষ্ঠিত হয়ে হেথা
দান কর নিজ বর।

১

ওহে আত্মন্ সনাতন
কর হেথা আগমন;
তব গুণে সচেতন
কর মোদের অন্তর।

২

পাপ-তম কর নাশ,
হও হৃদে সুপ্রকাশ,
হৃদয়-আসনে বাস
কর, নাথ, নিরন্তর।

৩

পঞ্চাশৎ দিনে যেমন
করেছিলে আগমন,
তাহে ভক্ত শিষ্যগণ
পেয়েছিল দিব্য বর;

৪

করি' সেরূপ আগমন
দীপ্ত কর দাসগণ।
কর কৃপা বরিষণ;
জুড়াও সর্ব্ব অন্তর।

১৭০

আলেয়া।—একতালা।

পরম মঙ্গলদাতা
পবিত্র আত্মন্
স্বর্গ হইতে নরপুরে
কর আগমন।

১

তুমি দীনের শরণ,
তুমি অকিঞ্চনের ধন;
আঁধার হৃদয় তুমি
কর উদ্দীপন।

২

শান্তির আধার তুমি
আত্মার আনন্দ ভূমি;
ভ্রান্তির নাশন তুমি,
দুঃখ নিবারণ।

৩

দুর্ব্বলে সবল কর,
অবাধ্যের কাঠিন্য হর;
পথভ্রান্ত জনে করাও
সুপথে গমন।

৪

তুমি সকলের সার,
তোমা বিনা সব অসার,
কায় মন বাক্য মোর,
কর সংশোধন।

পবিত্র ত্রিত্ব।

১৭১

Nicæa. ১ P. M.

পুণ্য, পুণ্য, পুণ্য,
প্রভু শক্তিমান!
প্রত্যূযে তোমার উদ্দেশে
করি গান।
পুণ্য, পুণ্য, পুণ্য!
কৃপাকর প্রেমবান;
ঈশ্বর তিন ব্যক্তি,
ত্রিত্ব মহীয়ান।

২

পুণ্য, পুণ্য পুণ্য।
যত সাধু সম্প্রদায়
ফেলি' তব পদে কিরীট
পূজে তোমায়!
কেরূবীন, সেরাফীম
সম্মুখে পতিত প্রায়।
অনাদি অনন্ত
জানি' তোমায়!

৩

পুণ্য, পুণ্য পুণ্য!
কভু অন্ধকারে
তোমার প্রতাপ কিরণ
ঢাকিবারে নারে।
তুমিই পবিত্র বিদ্যমান
এ সংসারে।
তোমার সমান
নাহি হেরি কারে।

৪

পুণ্য, পুণ্য, পুণ্য!
প্রভু শক্তিমান!
তোমার সকল কার্য্য
করে তব নামের গান।
পুণ্য, পুণ্য, পুণ্য!
কৃপাকর প্রেমবান,
ঈশ্বর তিন ব্যক্তি
ত্রিত্ব মহীয়ান।

১৭২

১ L. M.

হে পিতা সর্ব্বশক্তিমান,
সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান,
তোমার যে প্রেম ও করুণা,
তার নিত্য হইবে প্রতিষ্ঠা।

২

হে যেশু ঈশ্বরতনয়,
ও নরত্রাতা কৃপাময়,
তুমি যে কার্য্য করিলে,
তা কিসে করি বর্ণনা?

৩

হে পবিত্রাত্মা শান্তিকর,
ও শিক্ষাদাতা শ্রেষ্ঠতর,
কি বহুমূল্য তব নাম,
প্রবোধ ও সুখ ও তত্ত্বজ্ঞান।

৪

হে ধন্য ত্রিত্ব একেশ্বর,
অনাদি অনন্ত অমর!
ব্যাপিছে তব মহানাম
ভূমণ্ডল এবং স্বর্গধাম।

১৭৩

National Anthem.] ১ P. M.

হে পিতঃ স্বর্গনাথ,
দীপ্তি প্রেম তব সাথ
রয় বিদ্যমান।
তেজ অগমনীয়!
প্রেম অকথনীয়।
হে অদর্শনীয়,
গাই তব গান।

২

হে বাক্য নিত্যতার,
হে খ্রীষ্ট-অবতার,
জগত্তারণ,
সর্ব্বোচ্চ, মহীয়ান,
মহেশ্বর, দীপ্তিমান,
অদৃশ্য, অসীম জ্ঞান,
হের দাসগণ।

৩

হে ঈশ্বর সদাত্মন,
স্বর্গীয় হুতাশন,
দীপ চিরন্তন,
এ মরুভুবনে
সান্ত্বনা বিহনে
রেখ না দাসগণে,
এ নিবেদন!

৪

হে স্বর্গশক্তিগণ,
কর এ সংকীর্ত্তন
আমাদের সাথ
হে স্বর্গনিবাসিন,
তিনে এক, একে তিন,
স্তব তব চিরদিন
হোক দিবারাত!

১৭৪

১ 8. 7.

পুণ্য পুণ্য, পুণ্য প্রভু,
পিতা, পুত্র, সদাত্মা।
সর্ব্বপূজনীয় প্রভু
অদ্বিতীয় নিয়ন্তা।
ঊর্দ্ধলোকে তব স্তুতি
অবিরত করা যায়।
স্বর্গসৈন্য তোমার প্রতি
ধন্যবাদ ও কীর্ত্তি গায়।
হাল্লেলুয়া, হাল্লেলুয়া,
হাল্লেলুয়া, আমেন।

২

যারা এই মর্ত্ত্যধামে
জানে তব করুণা।
তারা করে যেশুর নামে
তব নিত্য প্রতিষ্ঠা।
এখন তাদের সঙ্গে মিলে
আমরা যেন হৃষ্ট হই।
পুণ্য, পুণ্য, পুণ্য বলে
প্রভুর গুণকীর্ত্তি গাই।
হাল্লেলুয়া, হাল্লেলুয়া,
হাল্লেলুয়া, আমেন।

১৭৫

ঝিঁঝিট খাম্বাজ।—আড়া।

কর ত্রিত্ব সঙ্কীর্ত্তন ;
পিতা, পুত্র, পুণ্য আত্মা
এক ত্রিত্বে তিন জন।

১

পিতা নিজ কৃপাবলে
সৃজিলেন ধরাতলে ;
অসীম করুণা গুণে
করেন নরে পালন।

২

পুত্র পাপী তরাইতে
অবতীর্ণ এ মহীতে ;
ত্রাণতরে ক্রুশোপরে
প্রাণ দেন বিসর্জ্জন।

৩

পুণ্য আত্মা দীপ্তিময়
দীপ্ত করেন হৃদয়।
প্রবোধ শিক্ষাতে পূর্ণ
করেন বিশ্বাসী জন।

৪

ধন্য ত্রিত্ব প্রেমবান,
করি তব গুণ গান ;
অনাথ পাতকী জনে
কর কৃপা বিতরণ।

১৭৬

আলেয়া।—একতালা।

পুত্র পুণ্য, পুণ্য পিতা,
পুণ্য, সদাত্মন,
তিনে এক, একে তিন,
শাস্ত্রের বচন।

৪

তুমি ঈশ্বর বিশ্ব-পিতা,
তুমি জগতের পাতা,
প্রেমেতে পাঠালে ত্রাতা,
কর প্রেম ভাজন।

২

তুমি হে মহাযাজক,
তুমি রাজা প্রবাচক,
তুমি হে পাপনাশক,
করহ মার্জ্জন।

৩

তুমি হে পুণ্য আত্মন,
তুমি সত্য নিরঞ্জন,
পাপিষ্ঠের ভ্রষ্ট মন
কর সংশোধন।

৪

পিতা, পুত্র, সদাত্মন,
তুমি সত্য সনাতন,
কৃপা, ক্ষমা, জীবন, ধন,
কর বিতরণ।

১৭৭

দীর্ঘ ত্রিপদী।

১

জয় জয় স্বর্গনাথ !
মম পূজনীয় তাতঃ,
তব নামে করি নমস্কার।
ত্রিভুবন সৃষ্টিকর্ত্তা,
নরকুল-ধাতা-পাতা।
তব প্রেমে পূর্ণ এ সংসার।

২

জয় যেশু গুণধাম !
ধন্য ধন্য তব নাম।
তব নামে করি নমস্কার।
পিতৃ-আজ্ঞা শিরে করি,
এলে নরদেহ ধরি'
প্রকাশিলে কি প্রেম অপার !

৩

পাপিষ্ঠ নরের তরে
প্রাণ দিলে ক্রুশোপরে ;
উদ্ধারিলে তাহে পাপিগণ।
মৃত্যু পরাভব করি'
আছ সিংহাসনোপরি ;
করি তব গুণ সংকীর্ত্তন।

জয় হে সদাত্মা জয় !
শান্তিকর্ত্তা পুণ্যময়।
তব নামে করি নমস্কার।
তুমি স্বর্গীয় অনল,
কর হৃদয় নির্ম্মল।
দিয়া তব তেজ চমৎকার।

৫

জয় ত্রিত্ব পুণ্যময় !
আসিয়া এই সভায়
হও তুমি আজি বিদ্যমান।
করি তব গুণগান,
হেন শক্তি কর দান।
জয় পিতা পুত্র সদাত্মন্ !

১৭৮

বাহার।—জৎ।

ধন্য হে পবিত্র ত্রিত্ব,
পিতা পুত্র সদাত্মন্।
যুগে যুগে তব নামে
হবে প্রেমসংকীর্ত্তন।

১

পিতা বিশ্ব স্রষ্টা পাতা,
পুত্র নর-পরিত্রাতা,
পুণ্যআত্মা শান্তিদাতা,
সমভাবে বিদ্যমা ন।

২

তিনে এক, একে তিন,
ত্রিত্ব খ্যাত চিরদিন,
বুঝিবারে সমীচীন
অক্ষম মানবপ্রাণ।

৩

ধন্য ত্রিত্ব মহীয়ান !
কর দীনে শক্তি দান,
বিশ্বাসেতে চির যেন
করি তব গুণ ধ্যান।

খ্রীষ্টের মণ্ডলী।

১৭৯   ১ 7. 8. 8. 8.

হে সাধুগণের অধিপতি,
হে তেজঃপুঞ্জ যেশুনাথ,
দুর্ব্বলা তব সভার প্রতি
প্রসাদে কর দৃষ্টিপাত।
স্বরক্তে ক্রীত প্রজাগণ
সাহায্য কর প্রতিক্ষণ।

২

তোমার যে ক্রুশোপরি মরণ,
ও পাপনাশী বলিদান,
হে যেশু, তাহা ক'রে স্মরণ
হও তাদের প্রতি কৃপাবান।
বাস কর সর্ব্ব সময়ে
স্ব লোকের অন্তঃকরণে।

৩

অরণ্যে তাদের ভ্রমণকালে,
হে প্রভো, তুমি সঙ্গী হও।
না পড়ে যেন শত্রুজালে;
স্ব হস্তে তাদের ধরি লও।
ও শেষে আপন সন্নিধান
ঐ দীপ্তি-রাজ্যে দিও স্থান।

১৮০   ১ 8. 7. 4.

ধন্য সেই প্রজাবৃন্দ
প্রভুর বাক্য জানে যে।
তাদের হইবে মহানন্দ
তাঁর শ্রীমুখের আলোতে।
দীপ্তিপথে
তারা নিত্য চলিবে।

২

যেশুর পুণ্য অবিরামে
তাদের বল ও ভূষণ হয়।
তাঁরই সর্ব্বোৎকৃষ্ট নামে
চিত্ত থাকে হর্ষময়।
স্বয়ং তিনি
শান্ত করেন শোক ও ভয়।

৩

কেন তারা হইবে ত্রস্ত,
শত্রু যদি বলবান?
প্রভুর রক্ষাকারী হস্ত
নিশ্চয় দিবে পরিত্রাণ।
স্বর্গানন্দে
তাদের হইবে বাসস্থান।

১৮১ . ১ 7. 7.

ওহে সীয়োন রম্য ধাম,
সাধুগণের বাসস্থান ;
যেশু তোমার ভিত্তিমূল,
তোমার মহিমা অতুল !

২

অয়ি প্রিয়া মণ্ডলি,
অখিল বিশ্বজয়িনি ;
দেশে দেশে সর্ব্বস্থান
তোমার কীর্ত্তি বিরাজমান।

৩

করে তব বৎসগণ
একই প্রভুর আরাধন ;
একই বিশ্বাস, প্রেমেতে
রহে নিত্য শান্তিতে।

৪

প্রভু যেশু তোমার বর,
পালক রক্ষক নিরন্তর ;
ঘটিলে ক্লেশ যাতনা,
পাইবে নিশ্চয় সান্ত্বনা।

৫

প্রিয়া সীয়োন রম্যধাম !
সুখ ও শান্তি অবিশ্রাম
তোমার মধ্যে প্রবাহিত !
তুমি প্রভুর মনোনীত।

১৮২ ১ 8. 7.

ওহে সীয়োন ধর্ম্মপুরী,
তুমি কেমন শোভমান।
প্রভু তব স্থাপনকারী,
তুমি প্রভুর বাসস্থান।

২

তাঁর অলঙ্ঘনীয় বাণী
তব নিত্য ভিত্তিমূল।
করিবে কে তোমার হানি ?
যখন ঈশ্বর অনুকূল।

৩

জীবনদায়ী স্রোতস্বতী
তোমাতে আবহমান।
যাদের তথায় অবস্থিতি,
নাহি তাদের অকুলান।

৪

প্রভু, আমি সীয়োনপুরে,
অধিকারী যদি হই।
লোকে যদি তুচ্ছ করে,
আমি তাতে রুষ্ট নই।

৫

জগতের ঐশ্বর্য্য যত
অবিলম্বে হবে ক্ষয়।
সুখসত্য নিত্যানন্দ
সীয়োনেতে প্রাপ্য হয়।

১৮৩

১ 8. 7.

তিনি মহান্, তিনি প্রবল,
তাঁর অসাধ্য কিছু নাই।
রক্ষা করেন আপন সভা
দিবানিশি সর্ব্বদাই।

২

তব লোকের এ নিবেদন
শুন শুন প্রভো হে।
ব্যক্ত কর, স্থাপন কর
তব রাজ্য ত্বরাতে।

৩

তিনি সত্য, তিনি ধন্য,
তাঁহার বাক্য বৃথা নয়।
অবিলম্বে তাঁহার শক্তি
ধরাতলে পাবে জয়।

৪

সিদ্ধ কর আপন বাক্য
শীঘ্র শীঘ্র, প্রভো হে।
ব্যক্ত কর, স্থাপন কর
তব রাজ্য ত্বরাতে।

১৮৪

স্থরঠমল্লার।—আড়াঠেকা।

অপরূপ পুণ্য সভা
অতি চমৎকার!
প্রভু যেশু ভিত্তিমূল,
নাহি নাশ কভু তার।

স্বর্গ ত্যজি এ ভুবন
আইলেন ঈশ-নন্দন,
দিয়া নিজ রক্তপণ,
কৈলেন তার উদ্ধার।

২

নানালোকে নানাদেশে
একত্র তাহার পাশে;
নব জাত এক বিশ্বাসে,
একই প্রভু সবাকার।

৩

সুবিখ্যাত এক নামে,
সহযাত্রী এক ধামে,
একাশা সবার মনে,
এক পরম আহার।

মণ্ডলীর অরি যত,
দম্ভ করে অবিরত,
কল্পনা এই সতত,
কিসে তার হবে সংহার!

৫

প্রভু তাহে বিদ্যমান,
স্থির থাক, ভক্তগণ,
দমন হবে শত্রুগণ,
কেন ভয় কর আর?

১৮৫

সুরঠমল্লার।—আড়াঠেকা।

তোমার মণ্ডলী, নাথ,
কর সুবিস্তার;
দেশে দেশে তব কীর্ত্তি
করাও প্রচার।

১

তুমি মণ্ডলীর পতি,
সভা তব ভার্য্যা সতী;
কৃপাদৃষ্টি তার প্রতি
কর, নাথ, দয়াধার।

২

নিজ রক্ত করি' ব্যয়
করিয়াছ যারে ক্রয়,
দিয়ে তারে পদাশ্রয়
রেখ বক্ষে আপনার।

৩

মণ্ডলীর অরি যত,
হউক ঐ পদানত
যেন লোকে অবিরত,
পূজে চরণ তোমার।

৪

তুমি, নাথ, সখা যার,
ভাবনা কি আছে তাঁর?
অবাধে সে হয় পার
ভব দুঃখ পারাবার।

১৮৬

বিভাস।—আড়াঠেকা।

যেশু যবে স্বর্গধামে
করেন শুভ আরোহণ,
পবিত্র সমাজ এক
করিলেন সংস্থার্পন।

১

করিতে লালন পালন
প্রেরিত দ্বাদশ জন
করিলেন নিয়োজন
স্বয়ং প্রভু সনাতন।

২

তাঁহাদের হস্তার্পণে
উপযুক্ত পাত্রগণে
যুগে যুগে সেই বর
হইতেছে সম্প্রদান।

৩

কদাত্মা কুমতিগণ
করে যদি উৎপীড়ন,
পবিত্র সভা অটল,
আছে দেখ বিদ্যমান।

৪

বিচ্ছেদীকে ক্ষমা কর,
ভ্রান্তজন-ভ্রান্তি হর;
এক পালক এক পাল
হয় যেন জগজ্জন।

ধর্ম্মশাস্ত্র।

১৮৭ H. C. 142.

Stephanos.] ১ P. M.

ওহে প্রভো, তব বাক্য
সুধানিধি প্রায় ;
শুনিলে সে প্রেমের ধ্বনি
প্রাণ জুড়ায়।

২

মধু হতেও অতি মধুর !
হৃদয়-স্নিগ্ধকর,
তপ্তকাঞ্চন হ'তে তাহা
মনোহর।

৩

অন্ধকারে পথের জ্যোতিঃ
তব বাণী, নাথ !
নাহি কোন শঙ্কা, যদি
রহে সাথ।

৪

দ্বিধার খড়্গতুল্য তাহা
অতি খরশান ;
শত্রু হ'তে রক্ষা করে
দীনহীন প্রাণ।

৫

শোকসন্তাপে এ পাপজীবন
যখন ম্রিয়মাণ,
তব বাক্য শান্তিপূর্ণ
করে প্রাণ

৬

ওহে প্রভো, তব বাণী
ভাল বাসে মন ;
চির যেন তাহা আমি
করি ধ্যান।

---

১৮৮ ১ S. M.

তোমার যে বাক্য-বীজ
হৃৎক্ষেত্রে বুনা যায়,
হে প্রভো, তব বৃষ্টি দেও,
তা যেন সফল হয়।

২

পাপাত্মা আসিলে
তা করিতে বিনাশ।
নিরর্থক কর, ত্রাতা হে,
তার সকল অভিলাষ।

৩

হয় যদি পরিতাপ,
বিদ্রূপ ও শত্রুতা।
তথাপি সেই সত্য বীজ
মরিতে দিও না।

৪

মনে যে কাঁটা হয়,
সমূলে উপড়াও।
ও শত গুণে ধর্ম্মফল
উৎপন্ন হইতে দেও।

১৮৯ ১ 7. 6.

হে প্রভো, তব বাণী
চরণে দীপ্তি দেয়।
যে শুনে তব ধ্বনি,
সে সত্য বুদ্ধি পায়।

২

ঐ জীবনদায়ী উক্তি
যার মনে হয় প্রকাশ,
সে জিতে পাপের শক্তি,
আর ইতর অভিলাষ।

৩

যে সময় অন্তঃকরণ
শোকেতে মগ্ন হয়।
খ্রীষ্ট যেশুর বাক্য স্মরণ
নিবারে সকল ভয়।

৪

সয়তান হিংস্রক ভয়ঙ্কর
হয় যখন সন্নিধান,
দূর করে তারে সত্বর
ঐ বাক্য মহীয়ান।

৫

হে প্রভু, আপন বাক্য
জানাইও আমারে।
হয় যেন সুপ্রত্যক্ষ,
এ অন্ধ হৃদয়ে।

১৯০

বিহঙ্গড়া।—চৌতাল।

অপার জ্ঞানের উৎস বচন তোমার!
আহা, কিবা দিব্য সত্যের আধার!
এই জ্ঞান ভাস্করে সতত দান করে
সত্যদীপ্তি অন্তরে; অজ্ঞতা তমঃ হরে,
হরে সবাকার।

১

চরণে দীপ্তিদায়ী আঁধার ভবে।
দুঃখে সান্ত্বনা করে দুঃখিত সবে।
মহামূল্য রতন, নয়নের অঞ্জন,
দীনহীনের ধন; সতত স্মরে মন
বচন তোমার।

২

হে নাথ, তব বাণী যে রাখে মনে,
সঙ্কটে বিপদে সে সুখী ভুবনে।
নাহি ডরে শত্রুরে এ ভীষণ সংসারে;
সদা শান্তি অন্তরে; নয়নে সদা হেরে
বদন তোমার।

৩

হে নাথ, তব বাণী শুনাও মোরে,
সান্ত্বনা পাই যেন বিপদ ঘোরে;
রাখি যেন স্মরণে ঐ মহামূল্য ধনে;
পবিত্রআত্মা দানে; সংশোধ হেএক্ষণে
হৃদয় আমার।

মরি কি সুন্দর!

১৯১

ঝিঁঝিট খাম্বাজ।—কাওয়ালী।

অতুল রতন,
মানস-মোহন
তব বাণী অনুপম!

১

তমোবিনাশন
দীপক বচন,
ভানুসম নাশে মন-তমঃ।

২

শোকের সান্ত্বনা
নাশক যাতনা,
খিন্ন হৃদে শান্তি অনুপম!

৩

শোক তাপে যবে
ক্লিষ্ট হই ভবে,
পাই হৃদে তাহে উপশম।

৪

আহা! মম প্রাণ
করে যেন ধ্যান
সদা তব বাণী প্রাণসম।

৫

যত দিন ভবে
মন প্রাণ রবে,
পড়ি যেন বাণী প্রিয়তম।

৬

অন্তিমে যখন
আসিবে শমন,
স্মরে যেন বাণী চিত মম।

১৯২

বেহাগ।—আড়াঠেকা।

প্রভু আমি নিরবধি
তব বিধি শিরে লব।
জলে স্থলে যথা রব,
বিধিগুণ গাব তব।

১

তমাবৃত নরলোকে
তব বচন আলোকে
করে করিয়া পুলকে,
আমি চলিব।
তব বাক্য-অসিবরে
সাহসে করিয়া করে
যাইয়া শত্রু সমরে
অভয়ে আমি দলিব।

২

যবে মনে শোক ভয়
আসি হইবে উদয়,
তব বাক্যে দয়াময়,
সান্ত্বনা পাইব।
শত্রু যবে কুবচনে
ব্যথিত করিবে মনে,
তব আশ্বাস-বচনে
যেশু হে আমি, স্মরিব।

বাপ্তিস্ম।

১৯৩ ১ 8. 7. 4.

আইস, আইস, প্রিয় বৎস,
জীবনজলে কর স্নান ;
মুক্ত আছে জীবন উৎস,
আইস, ধৌত কর প্রাণ।
বিনামূল্যে
জীবনজলে কর স্নান !

২

ধৌত কর অন্তঃকরণ
বহুমূল্য শোণিতে,
নূতন জন্ম কর গ্রহণ
পুণ্য আত্মার শক্তিতে।
আইস এখন
খ্রীষ্টের পুণ্য সভাতে।

৩

পিতা, পুত্র, আত্মার নামে
এখন হইয়া বাপ্তাইজিত
যাইতে সেই সুখধামে
নিত্য থাক চেষ্টান্বিত।
ক্রুশের চিহ্নে
এখন হইবে মুদ্রাঙ্কিত।

৪

ভক্তবৎসল ওহে পিতা,
ওহে যেশু প্রেমময়,
ওহে আত্মন শান্তিদাতা,
ইহার প্রতি হও সদয়।
স্বর্গপ্রসাদ
যেন ইহার লব্ধ হয়।

---

১৯৪ ১ 8. 7.

জগত্রাতঃ প্রভু যেশু,
তুমি নিত্য দয়াবান ;
তোমার হাতে এই শিশু,
আমরা করি সম্প্রদান।

২

প্রভু হে, ইহারে ধর
আপন প্রেমালিঙ্গনে ;
স্নেহভাবে গ্রহণ কর
তব ভক্তসমাজে।

৩

তোমার আত্মা, তব পুণ্য
এই শিশু যেন পায়,
প্রভুর সন্তান হইয়া গণ্য
তাহার নিত্য জীবন হয়।

১৯৫ ১ ৭. ৬. ৭. ১৯৬ ১ ৪. ৭.

হে স্বর্গবাসি পিতঃ,
আজি করি নিবেদন,
তোমার সন্তানদের উপর
হোক আশীষ বরিষণ।
বিশুদ্ধভাবে আমরা
তোমারি সন্নিধান
উৎসর্গ করি আজি
ইহাদের তনু প্রাণ।

২

হে যেশু, এ নিবেদন,
হও নেতা ও সহায়;
হও যদি পথদর্শক,
নির্ব্বিঘ্নে চলা যায়।
অঙ্গীকার অনুসারে
হও মোদের যোদ্ধৃবর,
যাত্রিকের তুমিই নেতা,
ও জীবনের আকর।

৩

হে স্রষ্টা পুণ্য আত্মন,
আজ হের এ সন্তান,
প্রসাদে পূর হৃদি,
মন কর দীপ্তিমান;
পায় যেন শিশু সবে
স্বর্গীয় শান্তিদান;
আনন্দে করে গ্রহণ
খ্রীষ্ট যেশুর পরিত্রাণ।

প্রভো, তব চরণ-সনে
হের তব বৎসগণ।
প্রীতিবাহু প্রসারণে
কর এদের আলিঙ্গন।

২

তব প্রেম ও প্রসাদ তরে
করি মোরা আকিঞ্চন;
শান্তিদাতা আত্মাবরে
কর হেথা বরিষণ।

৩

এদের হইয়া তোমার কাছে
করিতেছি অঙ্গীকার;
শয়তান শত্রু রিপুগণে
করিবারে পরিহার।

৪

নিজে এরা অক্ষম অতি,
তুমি এদের সহায় হও।
হের শিশু মেষের প্রতি;
কোলে করি তুলে লও।

৫

হেথায় কত দুঃখ কষ্ট,
প্রদান কর উপশম।
সন্তাপহারি যেশু খ্রীষ্ট!
তুমি প্রাণের প্রিয়তম।

১৯৭

খ্রীষ্টের নামে যত জনে
জল-সংস্কার প্রাপ্ত হয়,
তারা যেন শুদ্ধ মনে
য়েশুর অনুগত হয়।

২

তাঁরই সঙ্গে মৃত হইয়া
নবজীবন যেন পায় ;
তাঁহার ক্রুশটী স্কন্ধে লইয়া
সদা দীপ্তি পথে যায়।

৩

হেথায় যেন আত্মার বলে
পাপকে করে পরিহার ;
শেষে পূর্ণানন্দস্থলে
পায় অনন্ত অধিকার।

৪

ধন্য পিতা পুত্রসহ !
ধন্য আত্মা কৃপাবান !
প্রভুর অশেষ অনুগ্রহ
আমরা করি স্তুতিগান।

১৯৮

আলেয়া।—একতালা।

ভক্তের শরণ ওহে
য়েশু দয়াবান,
এ সভায় আশীর্ব্বাদ
করহ প্রদান।

১

প্রভো, এই শিশুজনে
উপস্থিত তব সনে,
স্নেহনেত্রে হের তারে,
ওহে স্নেহবান।

২

পিতা পুত্র পুণ্যাত্মার
নামে জলসংস্কার
দিয়া তারে পরিত্রাণ
করহ প্রদান।

৩

কর পাপ বিমোচন,
আত্মা কর বরিষণ,
নিয়ত সহায় থাক,
করুণানিধান।

১৯৯

ঝিঁঝিট।—আড়াঠেকা।

করুণানয়নে আজি,
য়েশু কৃপাবান,
তব এই শিষ্যে কর
বাপ্তিস্ম প্রদান।

১

পুরাতন ভাব যত
হয় যেন পরাভূত,
নূতন স্বভাব যেন
করে পরিধান।

২

তবে করে এই জন
আজি করি সমর্পণ,
নিজ দাস বলি’ লও,
ওহে দয়াবান।

৩

শুদ্ধ কর তার মন,
শিষ্য সমাজে গ্রহণ
কর আজি এই শিশু,
করি’ পুণ্যদান।

২০০

সিন্ধু-ভৈরবী।—আড়াঠেকা।

ওহে প্রভো জগত্ত্রাতা,
প্রার্থনা তোমার স্থানে,
গ্রহণ কর, হে নাথ,
অজ্ঞান শিশু সন্তানে।

১

এবে তব ভক্তচয়
হ'য়ে প্রফুল্লিত হৃদয়
সঁপিল নব তনয়
তব কোমল চরণে।

২

জল-সংস্কার হ'ল,
তাহে আত্মা সুপ্রবল;
যেন থাকে চিরকাল
শান্তিযুক্ত হয়ে মন।

৩

সংসারে বিপদ যত,
নাহি তব অবিদিত,
রক্ষ, হে নাথ! সতত
নিজ আশ্রিত সন্তানে।

৪

বয়সেতে বাড়ে যত,
ধর্ম্মজ্ঞান সেই মত
দেহ তারে, ঈশ-সুত!
তোমার করুণাদানে।

২০১

বাহার।—জৎ।

তাপিত হৃদয়ে, পাপি,
জল-সংস্কার লও।
পালিতে পবিত্র বিধি,
অবনত শির হও।

১

ওহে নর পরিশ্রান্ত,
পাপভারে ভারাক্রান্ত,
কলুষে কেন প্রাণান্ত,
এখনও মন ফিরাও

২

অনুতাপ শোক করি,
পাপ ইচ্ছা পরিহরি,
যেশু পুণ্যবস্ত্র পরি,
হৃষ্টমনে স্তুতি গাও।

৩

সযতনে গুণনিধি
রাখ মনে নিরবধি;
তাঁহার সরল বিধি,
পালিতে তৎপর হও।

৪

যেশু ঈশ্বর-তনয়,
সবারে শোণিতে ক্রয়
করেছেন প্রেমময়,
তাঁহারে হৃদয় দাও।

শিশুদের গীত।

২০২

১ 7. 7.

প্রভাত হইল, শিশুগণ,
এখনও যে অচেতন!
উঠ, ভাঙ্গ নিদ্রার ঘোর
হের নিশি হইল ভোর!

হের শুভ ভানূদয়
নভোমার্গে দীপ্তিময়;
করি' তাহা নিরীক্ষণ
পাঠে রত হও এখন।

আলস্যে না থাকি' আর
সাধ কার্য্য আপনার।
কর এখন অঙ্গীকার,
খ্রীষ্ট চরণ হবে সার।

হৃদয়দর্শী মহীয়ান
তব সাক্ষাৎ বিদ্যমান;
করি' তাঁরে নিরীক্ষণ
শুদ্ধ থাক অনুক্ষণ।

৫

অন্যায় কার্য্যে তব মন
রত না হোক কদাচন।
যেশুর হাতে অনুক্ষণ
কর জীবন সমর্পণ।

২০৩

১ L. M.

হে শিশুবান্ধব ত্রাতাবর,
রও যদি কাছে নিরন্তর,
নাই নিশাসঙ্কট কদাচন;
দেও আমায় তব দরশন।

এ ক্লান্ত নয়ন হয় যখন,
হে প্রভো, নিদ্রানিগমন,
শেষ চিন্তা যেন ইহাই হয়,
খ্রীষ্ট বক্ষে কেমন বিশ্রাম রয়!

রও প্রাতঃসন্ধ্যা আমার সাথ;
নাই জীবন তোমা বিনা, নাথ!
রও সাথে যখন রাত্রি হয়,
হয় তোমা বিনা মর্ত্তে ভয়!

দেও সদা আমায় দরশন;
হোক চির আশীষ বরিষণ।
শোকার্ত্ত জনে শিশুর ন্যায়
এ রাত্রে যেন নিদ্রা যায়।

৫

দেও আশীষ যখন জাগ্রৎ হই,
আর যত দিন এ ভবে রই!
নাথ, শেষে তব প্রেমেতে
নিমগ্ন হইব স্বর্গেতে।

২০৪ ১ ৪. ৭.

প্রভো, কত আশীষবারি
কর ভবে বরিষণ!
তাহার কয়েক বিন্দুমাত্র
দীনে কর বিতরণ!

২

ত্যজ না, হে পিতঃ, আমায়,
আমি তব শিশুমেষ!
তব প্রদাস আমার উপর
বর্ষণ কর সবিশেষ।

৩

ত্যজ না, হে সদয় ত্রাতঃ,
তব কোলে যাইতে চাই;
তোমার দয়ার আশে আমি
আহ্বান মাত্রে দ্রুত ধাই।

৪

পাপের নিদ্রায় কাতর হয়ে
ছিলাম নিদ্রিত এত দিন।
মানি নাই হে তব বাণী
ক্ষম এই দীন হীন।

৫

ত্যজ না হে, ক্ষমা কর,
তোমায় বদ্ধ কর মন;
জীবনস্রোতে চির তরে
আশীষ কর বিতরণ।

২০৫ ১ ৭. ৭.

শুন, শিশু, প্রভুর স্বর;
হের প্রভু ত্রাণাকর;
কহেন তিনি তোমারে,
প্রেম কি কর আমারে?

২

আমি তোমায় করি ত্রাণ;
সুস্থ হয় ঐ কোমল প্রাণ;
নিত্য করি অন্বেষণ,
দীপ্তি করি আনয়ন।

৩

সন্তান প্রতি মাতৃগণ
নিষ্ঠুর হয় কি কদাচন?
আমি কিন্তু কখনই
তোমায় ভুলে নাহি রই।

৪

শীঘ্র আমার গৌরব সব
হবে তোমার অনুভব।
কোলে লইব তোমারে;
প্রেম কি কর আমারে?

৫

প্রভো, এই মোর নিবেদন,
যোগ্য নহি কদাচন,
তবু আমি তোমারে
ভাল বাসি অন্তরে!

২০৬

Precious Jesus.] ১ P. M.

যেশু, তোমার ক্রুশের কাছে
আসিতেছে শিশুজন।
বিশ্বাস আশা করিতেছি ;
কর আমায় নিরীক্ষণ।

Chorus.

প্রিয় যেশু, শান্তি কর দান।
পুণ্য আত্মন, শুদ্ধ কর প্রাণ।

২

যেশু, তোমার সুখ ও শান্তি
আমি শিশু জান্‌তে চাই।
জগৎ-দুর্লভ নির্ম্মল আশীষ
যেন তোমার হাতে পাই।

৩

যেশু, তোমার ক্রুশের সহিত
লগ্ন কর আমার প্রাণ।
ত্বরায় আমায় উদ্ধার করি'
চিরশুদ্ধি কর দান।

৪

যেশু, তোমার রক্তস্রোতেই
আমি নিত্য আশা পাই।
হাল্লেলুয়া ! প্রিয় যেশু,
তব রক্তে প্রাণ জুড়াই !

২০৭

ঝিঁঝিট-খাম্বাজ।—কাওয়ালী।

অবোধ সন্তানে
হের হে নয়নে !
কৃপা কর কৃপাময়।

১

আমরা অজ্ঞান
তোমার সন্তান ;
তব ভক্তি শূন্য এ হৃদয়।

২

জানি না প্রার্থন ;
ভজন সাধন ;
কিসে পূজিব ও পদদ্বয় ?

৩

করিতে কীর্ত্তন,
তব উপাসন,
হৃদে শক্তি দেও, শক্তিময়।

৪

পাপেতে জনিত,
হৃদি কলুষিত,
তাহে কৃপা বর্ষ এ সময়।

৫

দীনবন্ধু তুমি,
শিশু-আশা-ভূমি ;
দেও সবে সান্ত্বনা অক্ষয়।

২০৮

বিভাস।—আড়াঠেকা।

গাও, শিশু, অনুরাগে
প্রভু যীশু-গুণ গান।
যীশু-গুণ সংকীর্ত্তনে
পুলকিত কর প্রাণ।

১

স্বর্গ মর্ত্ত্য রাজ যিনি,
জগতে আসিয়া তিনি
শিশু মেষ বেশ ধরি'
সাধেন মানব ত্রাণ।

২

শিশুকায়া তব সম
ধরিয়া সে প্রিয়তম
নাশরতবাসিগণে
দীপ্তি করেন প্রদান

৩

শিশুগণে করে ধরি'
প্রীতিসহ কোলে করি'
আশীর্ব্বাদ দিয়া নাথ
তুষেন শিশু পরাণ।

৪

গাও, শিশু, যীশু নাম;
পূর্ণ হবে মনস্কাম।
শিশু স্তবে পরিতুষ্ট
প্রভু যীশু স্নেহবান।

২০৯

দেওগিরি।—একতালা।

ওহে শিশুরাজ, শিশুজনে আজ
করুণা নয়নে কর নিরীক্ষণ।
স্নেহময় তুমি, শিশু-আশা ভূমি;
তাই তব কাছে এসেছি এখন।

১

অবোধ সন্তান মোরা দুঃখী দীন;
নাহি জ্ঞান পুণ্য, ভকতি বিহীন
করি এই আশ, পূর অভিলাষ;
তব জ্ঞানে পূর্ণ কর ক্ষুদ্র মন।

২

আমাদের সম শিশু কলেবরে
ভ্রমিয়াছ, নাথ, এ বিশ্ব ভিতরে!
দুর্ব্বলতা যত, জান হে তাবত।
কৃপা গুণে ক্ষম পাপ অগণন।

৩

শিশুগণে তব নিকটে আসিতে
শিষ্যগণে বাধা দেও নাই দিতে।
তব করুণার অবারিত দ্বার!
কণামাত্র তার কর বিতরণ।

৪

ডুবিব, হে নাথ, তব প্রেমনীরে!
হেন শক্তি দেও এ ক্ষুদ্র শরীরে।
প্রীতি সুধা পানে জুড়াইব প্রাণে,
হেন কৃপা কর যাবত জীবন।

২১০

ললিত।—আড়া।

ওহে যীশু শিশুনাথ,
হের করুণা নয়নে,
তব শিশু মেষ আমি,
আসিতেছি তব সনে।

১

ভাল বাস শিশু প্রাণে,
ডাকিয়াছ সন্নিধানে।
পেয়ে সেই আশা দানে
আসিতেছি এইক্ষণে।

২

হের, নাথ শান্তিকর,
বর্ষ শান্তি শিরোপর ;
আশীর্ব্বাদ কর আজি
প্রীতি হস্ত প্রসারণে।

৩

অহর্নিশি অনুক্ষণ
কৃপা করি' বরিষণ
করুণানয়নে, নাথ,
চাহ এই দীনজনে।

২১১

গৌরী।—আড়াঠেকা।

প্রিয় যেশু, মোরা শিশু
অবোধ অজ্ঞান।
করিতে তোমার সেবা
কর শক্তি দান।

১

তোমার বারতা শুনে
ধাইল রাখালগণে।
মোরা যেন সেই রূপে
পাই দরশন।

২

কোলে লয়ে শিমিয়ন
জুড়াইল দুনয়ন ;
হৃদে করি অধিষ্ঠান,
কর তৃপ্ত মন।

৩

তব পদ চিহ্ন দিয়ে
ধন্য ক্রুশ স্কন্ধে লয়ে
তব নাম উচ্চারিয়ে
যেন যায় প্রাণ।

২১২

সুরট মল্লার।—ঝাঁপতাল।

আমরা বালকগণে
সকলে আনন্দ মনে
যেশু নাম সঙ্কীর্ত্তনে
করিব তাঁরে সাধনা।

১

চন্দ্র, সূর্য্য আদি করি
আছে যাঁর আজ্ঞাকারী,
তাঁর পদ পরিহরি
মিছে করি কুবাসনা।

২

জানি তিনি দয়াময়,
ধর্ম্মশাস্ত্রে এই কয়,
যদি তাঁর দয়া হয়,
ঘুচিবে যাতনা।

৩

মৃতদেহ পায় ত্রাণ,
অন্ধ পায় চক্ষুদান,
পাপিগণ পরিত্রাণ,
হইলে তাঁর করুণা।

নির্দ্ধারণ।

২১৩ ১ L. M.

হে পিতা পুত্র সদাত্মন,
পবিত্র ত্রিত্ব সনাতন,
আজ আমি তোমার গোচরে
উপস্থিত তৃষিত অন্তরে।

২

স্বর্গীয় প্রসাদ মহীয়ান্
দীন কিঙ্কর জনে কর দান;
এ ভ্রষ্ট কলুষিত মন
তোমাতে করি সমর্পণ।

৩

মন যেন করে অনুক্ষণ
তোমারি পথে বিচরণ;
পাপক্রিয়া মাংসিক অভিলাষ
অচিরে যেন করি নাশ।

৪

তোমারি বাক্য জীবনময়
পথদর্শক যেন আমার হয়।
পবিত্র আত্মার শক্তিতে
দেও তব বিধি পালিতে।

৫

পবিত্র প্রেমে আমার মন
হে প্রভো, কর বিসর্জ্জন;
স্থির বিশ্বাস যেন সদা রয়;
প্রাণ যেন তোমায় পায় আশ্রয়।

৬

এ মর্ত্ত জীবন বেগমান
হয় যখন শেষে অবসান,
হে প্রভো, যেন তোমার ঠাঁই
অনন্ত জীবন শান্তি পাই।

২১৪

Wargon.] [illegible]7. 8. 7. 7.

দয়াপূর্ণ পালক হে,
আপন মেষকে রক্ষা কর।
তব প্রীতি বাহুতে
সদাকালে মোরে ধর।
চাহি তব মেষালয়,
যথা সত্য শান্তি রয়।

২

ভ্রমিয়াছি কত বার
এ সংসারের অধম পথে।
কর আমার উপকার,
য়েশু, তব প্রবল হাতে।
তোমা হইতে মম পা
ভ্রমে যাইতে দিও না।

৩

হেথায় কত বৈরীগণ
মম প্রাণে হিংসা করে।
প্রভু য়েশু, সর্ব্বক্ষণ
আপন কোলে রাখ মোরে।
পাইলে স্বর্গ মেষালয়,
দূরে যাবে শত্রু ভয়।

২১৫ ১ 6. 5.

আমি বাল্যকালে
যেশুর শরণ লই।
পাছে শক্রজালে
কভু ধৃত হই।
যদি কোন ক্রমে
মন্দ পথে যাই;
যেশু, তব প্রেমে
যেন রক্ষা পাই
২
এই মিথ্যা ভবে
ঘটে যদি সুখ,
থাকি যেন তবে
যেশুর অভিমুখ।
কিম্বা কোন তাপে
যদি তপ্ত হই,
তাঁরই প্রেমালাপে
শান্তমনা রই।
৩
মৃত্যু যখন শেষে
হবে ভয়ঙ্কর,
যেশু, সেই ক্লেশে
দিও শান্তিবর।
তব প্রতিজ্ঞাতে
হইয়া শ্রদ্ধাবান্
আমি তোমার হাতে
সমর্পিব প্রাণ

২১৬

ভৈরবী।—আড়া।

এ দীনেরে কর, প্রভো,
নিজ গুণেতে গ্রহণ।
দেহ মন তব স্থানে
করি উৎসর্গ এখন।
১
ভ্রমি ভ্রম-অন্ধকারে,
ধর্ম্মপথে রাখ মোরে।
থাকিয়া হৃদ মাঝারে
কর আমারে রক্ষণ।
২
আমার পাপের তরে
মরিলে হে ক্রুশোপরে।
সে ঘোর যন্ত্রণা হেরে
পাপ করি বিসর্জ্জন।
৩
আপনার কৃপাদানে
গ্রহণ কর এ সন্তানে।
যেন থাকি' তব স্থানে
করি তোমার সেবন।
৪
কায়মনোবাক্যে আমি
সেবিয়া তোমারে, স্বামি,
মৃত্যু পরলোক জিনি
যাব তব নিকেতন।
৫
ধন্য, হে মহান পিতা,
ধন্য ধন্য জগত্রাতা,
মহাধন্য পুণ্য আত্মা,
নিত্য ঈশ নিরঞ্জন।

২১৭

মিশ্র।—কাওয়ালী।

হেরি কি আনন্দ
চমৎকার! মন আমার,
সুখ অপার সবাকার,
আনন্দে প্রফুল্ল মন।

১

কি আনন্দ মণ্ডলীতে
হেরি সবাকার চিতে;
শুভ আশীর্ব্বাদ দিতে
কি সুন্দর আয়োজন।

২

শুভ দিন শুভ ক্ষণে
সমাগত প্রিয়গণে।
পুণ্য আত্মা বরিষণে
হবে আজি নির্দ্ধারণ।

৩

আজি তারা স্থির মনে,
খ্রীষ্টমণ্ডলী সদনে
করি প্রতিজ্ঞা এক্ষণে
পাবে শুভ হস্তার্পণ।

৪

ধন্য পিতা পুত্র আত্মা,
অজ্ঞানের জ্ঞানদাতা,
করুণা নয়নে হের
তব এই বৎসগণ।

২১৮

কালাংড়া।—কাওয়ালী।

আইলাম, ওহে যেশু,
তোমার সদনে।
দয়া করি স্থান দেহ
তব শ্রীচরণে।

১

আমরা দুর্ব্বল অতি
তোমা বিনা নাহি গতি
সবল করহ, নাথ,
তব নিজ গুণে!

২

বাপ্তিস্মেতে দিব্য বর
দান করি, কৃপাকর,
নবজাত করিলে হে,
দাস দাসীগণে।

৩

সেই তিন অঙ্গীকার
লই নিজ শিরোপর।
এবে সবে দৃঢ় কর
ধর্ম্ম আত্মা দানে।

৪

তব দাসের হস্তার্পণে,
সদাত্মার আগমনে,
যেন পরমার্থ বর
পাই এই ক্ষণে

প্রভুর ভোজ।

-oo-

২১৯

Spanish chant.] ১ 7. 7.

হের দিব্য পুণ্য স্থান !
যেশু হেথায় বিদ্যমান।
আজি তিনি জীবন ধন
হেথায় করেন বিতরণ।
গ্রহণ করি,' ভক্তগণ,
পরিতৃপ্ত কর মন।

২

হেথায় যেশু মহীয়ান
জীবন ভক্ষ্য করেন দান।
তাঁহার শরীর অমূল্য,
তাঁহার রুধির অতুল্য,
স্বর্গদত্ত মান্নার ন্যায়
আজি হেথায় পাওয়া যায়।

৩

আইস, নিমন্ত্রিতগণ,
কর হৃদয় পরীক্ষণ ;
আকাঙ্ক্ষিত আত্মাতে
আইস প্রভুর সাক্ষাতে।
আইস, মেজের নিকট যাই;
স্বর্গদত্ত মান্না খাই।

২২০

All Saints.] ১ 8.7.7.7.

যেশুর প্রেমে হও আসক্ত,
আইস, তাঁহার প্রসাদ লও।
তাঁহার পুণ্য মাংস রক্ত
গ্রহণ করি তৃপ্ত হও।
যেশু করেন নিমন্ত্রণ,
গ্রহণ কর সর্ব্ব জন।

২

তাঁহার প্রীতি করি' স্মরণ,
আইস প্রভুর ভোজনে।
ক্রুশে তাঁহার দুঃখ মরণ
স্মর অন্তঃকরণে।
স্বর্গদত্ত ভক্ষ্য লও,
যেশুর সজীব অঙ্গ হও।

৩

যেশু মানব-পাপের তরে
করেন জীবন বিসর্জ্জন ;
আইস আমরা স্নেহ ভরে
করি তাঁহায় আলিঙ্গন !
তাঁহার হস্তে কায়োমন
করি আজি সমর্পণ।

২২১

Come ye Sinners.] ১ 8. 7.

আইস আইস, ভ্রাতৃগণে,
প্রভুর মেজের নিকট যাই;
ধন্যবাদে ক্ষুধিত মনে
স্বর্গদত্ত মান্না খাই।
যেশুর মৃত্যু করি স্মরণ
প্রভুর পুণ্য ভোজেতে;
গ্রহণ করি নূতন জীবন
দ্রাক্ষারস আর রুটীতে।

২

যেশু দিলেন আপন শরীর
পাপীর মুক্তি সাধিতে
পাতিত হইল তাঁহার রুধির
পাপের মোচন করিতে।
ইহা বিশ্বাস ক'রে ধরি
প্রভু যেশুর শ্রীচরণ;
তাঁহার রক্তে ধৌত করি
মম হৃদয়-নিকেতন।

কি সৌভাগ্য! আমি এখন
খ্রীষ্টের রক্তে পুণ্যবান!
বিনা মূল্যে করি গ্রহণ
যেশুকৃত পরিত্রাণ।
তাঁহার মাংস করি ভোজন,
তাঁহার রক্ত করি পান;
পাপের মোচন নূতন জীবন
পাইয়া এখন জুড়াই প্রাণ।

২২২

Cœna Domini.] ১ P, M.

সন্নিকট হও, খ্রীষ্টদেহ আজি লও,
পান করি' পুণ্য রক্ত,শীতল হও।

২

ঐ দেহরক্তে পরিত্রাণ পাইয়া
গাই প্রভুর স্তব আনন্দে মাতিয়া।

৩

ত্রাণদাতা খ্রীষ্ট ঈশ্বরের নন্দন
তাঁর ক্রুশ ও রক্তে বিজয়ী এখন!

৪

সব লোকের তরে করেন বলিদান;
হব্য ও হোতা হইয়া,সাধেন ত্রাণ।

৫

যে পশুবলি পূর্ব্বে হইত,
এ স্বর্গবলি নির্দ্দেশ করিত।

৬

উদ্ধারি' মৃত্যু হইতে সবে
দেন প্রসাদ নিজভক্তগণে ভবে।

৭

সব আইস তবে বিশুদ্ধ মনে,
লও হেথা শুভ পরিত্রাণধনে।

৮

এ ভবে ভক্তজনের ঢ ল যিনি,
অনন্ত জীবন সবে দেন তিনি।

৯

দেন ক্ষুধিত জনে স্বর্গের খাদ্যচয়,
তাঁর জীবনজলে তৃষ্ণা শীতল হয়।

১০

হে স্বর্গবাসি, প্রণিপাত করি,
সব ভক্ত মিলে ঐ চরণ ধরি।

২২৩

Adeste Fideles.] ১ L. M.

আইস, তৃষ্ণাতুর জন,
প্রভুর মেজের সদন ;
সানন্দে হেথা কর আগমন।
স্বর্গীয় খাদ্য
হের হেথায় অদ্য ;
আইস মেজের সন্নিধান,
আইস করি ভোজন পান ;
আইস করি' ভোজন পান
জুড়াই প্রাণ !

২

কি সুন্দর আয়োজন !
কি শুভ নিদর্শন
রুটী দ্রাক্ষারসে হেরে নয়ন !
আধ্যাত্মিক ভক্ষ্য,
নেত্রে নয় প্রত্যক্ষ।
আইস, ইত্যাদি।

৩

স্বর্গভক্ষ্য পেয়
কিবা উপাদেয়,
স্বর্গীয় সুধা অতুলনীয়।
খ্রীষ্ট য়েশুর শরীর,
তাঁহার পুণ্য রুধির !
আইস, ইত্যাদি।

৪

আইস নিমন্ত্রিত,
তৃষিত ক্ষুধিত,
হও ভোজন পানে সুপরিতৃপ্ত।
বিশ্বাসে এখন
কর তাহা গ্রহণ
আইস, ইত্যাদি।

২২৪

১ 7. 6.

কি আহার উপাদেয়
খ্রীয়েশুর কলেবর !
কি জীবনদায়ী পেয়
তাঁর রক্ত শান্তিকর !

২

আপনার অনুগ্রহ,
হে য়েশু, কর দান।
হউক এই মন ও দেহ
তোমাতে পুণ্যবান।

৩

সংসারের সুখ ও শোকে
এ মাত্র আমি চাই।
হেথায় ও পরলোকে
তোমারে যেন পাই।

৪

খ্রীপিতা এবং পুত্র
ও আত্মা একেশ্বর।
তাঁর প্রেমের হইবে স্তোত্র
অশেষ ও পরাৎপর।

২২৫

যেশু প্রাণের প্রিয়তম,
যেশুর প্রেম কি অনুপম!
প্রেমের ভক্ষ্য মহীয়ান
আজি তিনি করেন দান।

২

হের, ভোজনার্থিগণ,
হের সুধা বরিষণ!
আহা কিবা চমৎকার
পীযূষ মাখা ভক্ষ্য তাঁর!

৩

সুধাসিক্ত কলেবর
দিব্য ভক্ষ্য মনোহর!
পীযূষ মিশ্রিত শোণিতে
স্নিগ্ধ করে তাপিতে!

৪

হেন ভক্ষ্য মহীয়ান
তুচ্ছ করে কাহার প্রাণ?
সুধা ক্ষরে যাহাতে,
কার্ অরুচি তাহাতে!

৫

এস, যারা পিপাসিত,
পুণ্য তরে লালায়িত,
এস, ব্যাদান কর মুখ
আস্বাদ কর স্বর্গসুখ!

৬

যেশু প্রাণের প্রিয়তম,
তোমার প্রেম কি অনুপম!
তোমায় করি আস্বাদন,
তুপ্ত কর আমার মন।

২২৬

দেওগিরি।—একতালা।

এস, ভ্রাতৃগণ, মিলে সর্ব্ব জন
প্রভুর সদনে ত্বরা করি যাই।
কিবা চমৎকার, আত্মিক আহার
প্রভুর মেজেতে দেখিবারে পাই!

১

এস এস, সবে, ক্ষুধিত অন্তরে,
জীবনে সন্তৃপ্ত করিগে সত্বরে।
স্বর্গীয় আহারে ক্ষুধিত আত্মারে
শীতল করিয়ে জীবন জুড়াই।

২

রুটী দ্রাক্ষারস ভক্ষ্য মনোহর
সজ্জিত হয়েছে মেজের উপর
প্রভুর শোণিত, তনু গুণান্বিত,
রুটীদ্রাক্ষারসে আত্মিকভাবে খাই।

৩

এস, ভ্রাতৃগণ, মেজের সদন,
প্রভু যেশু সবে করেন নিমন্ত্রণ।
এস হে সত্বরে ক্ষুধিত অন্তরে;
বিলম্বেতে কিছু প্রয়োজন নাই।

৪

ওহে পিতা, পুত্র, পবিত্র আত্মন
দীনগণে কৃপা কর বরিষণ।
স্বর্গীয় জীবন কর বিতরণ।
ক্ষুধিত অন্তরে স্বর্গভক্ষ্য খাই।

২২৭

ঝিঁঝিট।—আড়াঠেকা।

তুমি হে স্বর্গীয় মান্না
ভক্তের জীবন।
ক্ষুধিত তৃষিত জনে
করাও ভোজন।

১

জীবনদায়ী ভক্ষ্য সত্য,
গ্রহণ করি নিত্য নিত্য;
তুমি হে পাপীর পথ্য,
তোমাতে মম জীবন।

২

সত্য দ্রাক্ষালতা তুমি,
তব রক্তে সবল আমি।
দুর্ব্বল সেবক, স্বামি,
লয়েছি তব শরণ।

৩

ক্রুশপ্রতি দৃষ্টি করি'
সব পাপ পরিহরি।
তুমি হে পাপের অরি,
তার পাপী তাপী জন।

৪

তব প্রেমে আকর্ষিত
কর সকলের চিত।
হবে তাহে পুলকিত
তব অনুগত জন।

২২৮

বাহার।—জৎ।

এত দিনে এ জীবনে
মম আশা পূরিবে;
অন্তরের দুঃখ রাশি
এত দিনে ঘুচিবে।

১

এই পুণ্য নিকেতনে
আসিয়াছি নিমন্ত্রণে।
সুধাপানে হেথা আজি
মনোবাঞ্ছা মিটিবে।

২

কিবা দিব্য আযোজন!
হেরি' উল্লাসিত মন;
স্বর্গীয় মান্নায় হৃদি
আপ্যায়িত করিবে।

৩

ত্রাণেশ্বর-কলেবর,
পুণ্য রক্ত তাপহর
রুটী দ্রাক্ষারসে আজি
এ নয়ন হেরিবে।

৪

জীবন সফল হবে,
ভোজন করিব যবে।
হৃদয় নাথেরে পেয়ে,
ক্ষুধা তৃষ্ণা নাশিবে।

বিবাহ।

২২৯ ১ 8. 7.

ওহে যেশু পরিত্রাতা,
ধন্য ধন্য তোমার নাম!
তুমি নিত্য শান্তিদাতা;
তোমার দয়া অবিশ্রাম।

২

প্রভো হে, এ পরিণয়ে
তোমার আশীষ কর দান;
বর ও কন্যা এ উভয়ে
কর নিত্য ভাগ্যবান।

৩

তোমার কোমল চরণ তলে
যেন তারা আশ্রয় লয়;
সুখে দুঃখে সর্ব্বস্থলে
তোমার আজ্ঞাবহ হয়।

৪

ইসাহাক ও রিব্‌কায় যেমন
করেছিলে কৃপাদান,
প্রভো, এ উভয়ে তেমন
কর নিত্য ভাগ্যবান।

৫

তোমার প্রসাদ, পিতার প্রীতি,
পুণ্য-আত্মার সম্মিলন
বর ও কন্যায় অবস্থিতি
করুক, ইহা নিবেদন।

২৩০ ১ C. M.

হে ঈশ্বর পিতঃ স্নেহময়,
হও হেথায় বিরাজমান;
আজ তব প্রসাদ এ সময়
এ সভায় কর দান।

২

নাথ! তব কৃপার আশাতে
বর কন্যা উপস্থিত;
এক্ষণে তোমার দয়াতে
হোক তারা আপ্যায়িত।

৩

পবিত্র প্রীতির মিলনে
হোক উভয় সম্মিলিত;
বিশুদ্ধ প্রেমের বন্ধনে
হোক বদ্ধ সমুচিত।

৪

বর কন্যায় সদা কর দান
সুশান্তি, সুখ অশেষ;
সব আপদ হইতে রক্ষ প্রাণ
দূর কর সকল ক্লেশ।

৫

স্বদয়ায় তাদের মনস্কাম
সংসিদ্ধ কর, নাথ!
দেও তাদের চিত্তে সুবিশ্রাম;
রও সদা তাদের সাথ।

২৩১ ১ S. M.

আমাদের এ সভায়
হে পিতঃ, দেও প্রসাদ।
বর এবং কন্যা যেন পায়
তোমারই আশীর্ব্বাদ।

২

তব সুনিয়মে
যাদৃশ যুক্ত হয়,
বিশুদ্ধ প্রীতিবন্ধনে
অভিন্ন যেন রয়।

৩

যেখানে হবে ধাম,
হউক য়েশুর সহবাস।
ও তাঁর অকথনীয় প্রেম
হৃদয়ে সপ্রকাশ।

৪

সম্পদ ও বিপদে
তাহাদের ঈশ্বর হও।
ও আপন দিব্য ভবনে
অমর্ত্ত্য জীবন দেও।

২৩২

মুলতান।—একতালা।

কিবা হরষিত আজি,
হের কন্যাবর!
ধর্ম্মগ্রন্থি প্রেম পাশে,
বাঁধা আছে অন্তর।

১

বিভু সম্মত সংযোগ
না করে নরে বিয়োগ।
পবিত্র সুখসম্ভোগ
করে যেন পরস্পর।

২

সুখ শান্তি সুস্থতায়
কিবা শোক কিবা দায়
করে যেন সব সময়
কৃপানিধানে নির্ভর।

৩

ভার্য্যা হয়ে পতিব্রতা
রহে যেন বশীভূতা!
পাইলে পুত্র দুহিতা,
সুখে পালে নিরন্তর।

২৩৩

দেওগিরি।—একতালা।

আহা! কি সুন্দর শোভা মনোহর
কিবা চমৎকার শুভ পরিণয়।
আদি নিরূপণ বিবাহ বন্ধন
স্বয়ং প্রভু দেন আদম হবায়।

১

পবিত্র প্রণয়ে মিলিল দুজন,
পতি পত্নী খ্যাত হইল এখন;
হস্ত দানাদানে প্রভু সন্নিধানে
করিল প্রতিজ্ঞা খুলিয়া হৃদয়।

২

হের, নাথ, আজি করিয়া করুণা;
সবে মিলি তোমায় করি হে সাধনা;
তব দাস দাসী তোমার প্রত্যাশী।
আশীর্ব্বাদ কর হইয়ে সদয়।

৩

সুখে দুঃখে প্রেমে রাখ দুই জনে
সঙ্কট সম্পদে তোমার চরণে,
করি' স্থান দান রক্ষা কর প্রাণ;
তব দাস দাসী যেন হয়ে রয়।

মৃত্যু।

২৩৪ ১ ৪. ৭.

দয়ার ঈশ্বর, তুমি সদা
তব সাধুগণের বল।
বংশ বংশ পরম্পরা
তুমি তাদের রক্ষাস্থল।

২

মর্ত্ত্য জীবন দ্রুতগামী;
স্রোততুল্য গত হয়।
প্রভু, তুমি নিত্য স্থায়ী;
তব দিনের নাহি ক্ষয়।

৩

আমরা ক্রোধের যোগ্য পাত্র;
কিসে রাখি ভরসা?
প্রভু, তব দয়া মাত্র
দিতে পারে সান্ত্বনা।

৪

সেই মহা দয়া গুণে
প্রদান করহ প্রসাদ।
আমরা যেন হৃষ্টমনে
তোমার করি ধন্যবাদ।

৫

য়েশু, তব সুসৌন্দর্য্য
দেখাও ভৃত্য সমাজে।
সিদ্ধ কর তাদের কার্য্য,
সিদ্ধ কর, প্রভু হে।

২৩৫ ১ ৭. ৪. ৭. ৭.

জীবন কাল মোর বয়ে যায়,
অন্তিম সময় নিকট আইসে।
জানে কে তা কবে হয়?
সদাই আছি মৃত্যুর বশে;
মন হে, ত্বরায় প্রস্তুত হও,
য়েশু খ্রীষ্টের শরণ লও।

২

জীবন এখন কর ব্যয়
উত্তম আচার ব্যবহারে।
মরণকালে মন তোমায়
দোষী যেন নাহি করে।
ধন ও মান তো কিছুই নয়!
কর প্রভুর পদ আশ্রয়।

৩

য়েশুর প্রেমরস করি পান
মন বিশুদ্ধ হইয়া যাইবে;
তাতে হইবে নিশ্চয় ত্রাণ,
মৃত্যুর ভয় বিমোচিত হইবে;
নূতন মন কার যদি হয়,
খণ্ডন হয় তার দণ্ডের ভয়।

৪

জীবন দাতা প্রভু হে,
শুন আমার বিনয় উক্তি;
তোমার আত্মার শক্তিতে
শুদ্ধ কর আমার মতি।
যদি এই কৃপা পাই,
তাহাতে কৃতার্থ হই।

২৩৬

Mount Zion.] ১ P. M.

পাপের বেতন মৃত্যু গ্রাসে
মানব মাত্রে পতিত হয় ;
দেহের সৌষ্ঠব শীঘ্র নাশে ;
পুষ্পের তুল্য পায় সে ক্ষয়
স্বর্গ বৈভব আমার ইষ্ট ;
নূতন শরীর হইবে সৃষ্ট,
যাহা পাপে তাপিত নয়,
যাহা নিত্য তেজোময়।

২

বর্জ্জন করি মর্ত্ত্য লোকে
যখন প্রভুর ইচ্ছা হয় ;
প্রস্থান করি বিনা শোকে,
আমার মনে নাহি ভয়।
কারণ য়েশু আমার পুণ্য,
আমি হইলাম দোষ-শূন্য,
য়েশুর মৃত্যু যন্ত্রণা
আমায় দিল সান্ত্বনা !

৩

য়েশুর মৃত্যু আমার জীবন,
স্বর্গে আমার অক্ষয় ধন।
মুক্ত হইবে পিতার ভবন,
যথায় থাকেন সাধুগণ।
যথায় দিব্য সেরাফগণে
ঘিরে প্রভুর সিংহাসনে
তাঁহার নামে করেন গান,
পুণ্য পুণ্য পুণ্যবান !

আহা কেমন রম্য ভবন
স্বর্গীয় যেরূশালেম !
কেমন উজ্জ্বল প্রভুর প্রাসন !
কেমন সুন্দর পুরীর হেম !
বহু সংখ্য মুক্ত নরে
স্তুতি করেন মিষ্ট স্বরে,
দেখেন য়েশুর সাধু মুখ ;
আহা ! তাঁদের কেমন সুখ !

৫

মুগ্ধ হইব পাইয়া উদ্ধার
সেই গৌরব দর্শনে ;
দিব্য শোভা হইবে আমার,
শুক্ল উজ্জ্বল ভূষণে।
মুক্তার মুকুট শোভে শিরে,
তারার তুল্য প্রভা করে !
জয়ের ধ্বনি করি গান,
না হয় সুখের অবসান !

২৩৭

Wargon.] ১ P. M.

য়েশু আমার প্রত্যাশা,
আমার ত্রাতা আমার জীবন ;
তাহা নিশ্চয় জানিয়া
কেন মন্দ ভাবি মরণ ?
নাহি ডরি মৃত্যুর রাত
যদি য়েশু আমার সাথ।

Ps. 90.
O God our Help in ages

২

হত ত্রাতা উঠিলেন,
আমি কেন নিরাশ হইব ?
স্বর্গ মুক্ত করিলেন,
সেথায় আমি আশ্রয় পাইব।
আমায় করিতে উদ্ধার
তিনি হইলেন অবতার।

৩

আমার মাংসিক কলেবর
ধূলায় লীন হইয়া যাইবে ;
আত্মিক দেহ মনোহর
কবর হইতে বাহির হইবে
বপন হয় যে মৃতকায়,
দিব্য তেজে উত্থান পায়।

৪

পার্থিব নিস্তেজ রুগ্ন কায়,
সদা আত্মায় করে পীড়ন ;
নূতন দেহ সুখালয়,
হীরক তুল্য তাহার আনন।
নূতন দিব্য চক্ষুতে
দর্শন পাইব ঈশ্বরে।

৫

জয় ! জয় ! বল উল্লাসে,
হাস্য দেখাও ক্রূর কৃতান্তে ;
শয়তান তাড়াও সাহসে,
যখন নিরাশ জন্মায় অন্তে ;
দৃঢ়রূপে যেশুর হাত
মনে ধর দিবা রাত।

২৩৮ ১ C. M.

হে প্রভো, তুমি চিরকাল
আমাদের বাসস্থান ;
সব সৃষ্টির পূর্ব্বে তুমি, নাথ,
অনাদি মহীয়ান।

২

সহস্র বৎসর তোমার ঠাঁই
অতীত কল্যের ন্যায় ;
ও রাত্রিকালের প্রহর প্রায়।
স্রোততুল্য সময় যায়।

৩

হে প্রভো, তোমার কোপেতে
হয় মোদের জীবন ক্ষয় ;
আর তোমার প্রবল উত্মাতে
উৎকণ্ঠিত্ হয় হৃদয়।

৪

এ ক্ষণিক আয়ু দ্রুত ধায়,
আর আমরা উড্ডীন হই।
হায়! তোমার ক্রোধের সম্মুখে
দাঁড়াইতে সাধ্য নাই।

৫

হে প্রভো, ফির, কতক্ষণ—
বিলম্ব নাহি সয় ,
হও রক্ষক মোদের বিপদে,
ও চিরন্তন আশ্রয়।

২৩৯

দেওগিরি।—একতালা।

ভাব না, রে মন, কি হবে তখন,
আসিবে যখন নিকটে শমন;
অনিত্য জীবন করি বিসর্জ্জন
চির-নিকেতনে করিবে গমন।

১

পাপের বেতন মৃত্যু ভয়ঙ্কর
আসিবে অন্তিমে সবার উপর।
তনু মৃত্তিকার হবে ধূলাসার,
ত্যজিবে জীবন অনিত্য ভুবন।

২

যেশুর আশ্রিত ত্রাণ-প্রাপ্তগণে
ত্যজিবে এ তনু পুলকিত মনে।
নাহি মৃত্যু ভয়, হবে সুখোদয়!
অচিরে হেরিবে ত্রাতার আনন।

৩

শুন বলি, মন, কর বিবেচনা,
ধর যেশুপদ, এড়াবে যন্ত্রণা।
সেই মৃত্যুঞ্জয় দিবেন অভয়,
যবে তব পাশে আসিবে শমন।

৪

ওহে যেশু, তুমি শমন-সূদন,
মৃত্যুর প্রতাপ করেছ খণ্ডন।
তোমাতে জীবন করি সমর্পণ,
দেও দীন দাসে অভয় চরণ।

২৪০

পরজ।—ধামার।

অন্তিম সময়, মন,
চিন্ত একবার;
অকস্মাৎ পরিণাম
ঘটিবে তোমার।

১

জান না রে কোন্ দিন
হইবে জীবন হীন,
কোন্ দিনে পলাইবে
ত্যজিয়ে সংসার।

২

শুন, রে পাষাণ মন,
রও সদা সচেতন,
আলস্য ঔদাস্য সব
কর পরিহার;

৩

সতত প্রস্তুত হয়ে
জপ সেই দয়াময়ে;
মৃত্যুর যাতনা হতে
পাইবে নিস্তার।

৪

খণ্ডাইতে মৃত্যু ভয়
সেই নাথ মৃত্যুঞ্জয়
শমন প্রতাপ যত
করে সংহার।

২৪১

মল্লার।—আড়াঠেকা।

ধাইছে জীবন-স্রোত,
কাল গর্ভে অনুক্ষণ।
কোথা ধাইতেছ দ্রুত,
বারেক ভাব, রে মন।

১

কোথা ছিলে, কোথা এলে,
আসিয়ে কি লাভ পেলে?
আবার কোথায় যাবে?
কর তার আলোচন।

২

দিনেক দুদিন তরে
আছ সংসার ভিতরে;
শেষের সে দিনে, মন,
ত্যজিবে মর্ত্ত্য জীবন।

৩

রঙ্গ রসে মত্ত হয়ে
যদি থাক এ সময়ে;
সহসা ঘটিবে তব
চির বিনাশ-মরণ।

২৪২

বেহাগ।—আড়াঠেকা।

কেন রে অবোধ মন,
অসারে মগন।
দেখ তব সন্নিধানে
দাঁড়াইয়া শমন।
বসিয়া সুখ-আগারে
সেবিতেছ পাপাত্মারে।
ভাবিয়া দেখ অন্তরে
চরম কেমন।
কি ধন লাগিয়ে, মন,
হয়ে আছ অচেতন?
কি করিয়া কর যাপন
অমূল্য জীবন?
আত্মীয় স্বজন সবে
সময়ে ত্যজিতে হবে;
একাকী যাইতে হবে,
শমন ভবন।

২৪৩

সিন্ধু।—একতালা।

কেন ভোল তাঁরে?
ওরে ভোলা মন।
যাঁহার শরণ দুঃখ বিনাশন,
পরমানন্দ যাঁর উপাসন।

১

দেহ ত্যাগি যবে যাইতে হইবে,
ধন কুল মান কোথায় থাকিবে?
কি সঙ্গে যাইবে বলিতে আপন?
বল কি থাকিবে বলিতে আপন?

২

দেহ ছাড়ি' যবে যাইতে হইবে,
শূন্য গৃহ হেথা পড়িয়া রহিবে।
মোহমদে তবে কি ফল হইবে?
ভাব কিসে পাবে অনন্ত জীবন।

৩

বল বৃথা ভ্রমে কর কি ভ্রমণ?
কাম ক্রোধলোভপোষ কি কারণ?
ত্যজ কুমন্ত্রণ, ভজ তাঁরে মন,
যিনি নিত্য সত্য পতিতপাবন।

সমাধি।

২৪৪

Wargon.] ১ P. M.

যেশু, তব শিশু মেষ
তব কোলে আশ্রয় পাইল ;
নাই আর কোন দুঃখ-লেশ ;
ইহার অশ্রুমোচন হইল।
আহা, কেমন শান্তকায়
শিশু শয্যায় নিদ্রা যায় !

১

দুঃখময় এ ভুবনে
ইহার স্থান আর নাহি হইল।
সুখের স্বর্গ কাননে
মহানন্দে প্রবেশিল !
পরি' সেথা শুভ্র বাস
পাবে তোমার সহবাস।

২

ভবের যাতনা ও রোগ
সেথা নাহি ব্যথা দিবে ;
করি' তোমার প্রীতি ভোগ
তোমার বদন নিরখিবে।
সেথা তব করুণায়
ইহার চিত্ত বিশ্রাম পায়।

৩

ওহে প্রভো কৃপাকর,
হেন প্রসাদ কর প্রদান,
যেন মোদের মৃত্যুপর
নিরখি সে চন্দ্রবয়ান ;
ইহার সহিত দয়াময়,
যেন মোদের স্থিতি হয়।

২৪৫

Spanish chant.] ১ 7. 7.

জীবন-দিবা অবসান !
দেহ ত্যজে ভ্রাতার প্রাণ।
ভবের কার্য্য হইল শেষ ;
নাহি যুদ্ধ বিবাদ ক্লেশ।
এখন ইঁহার কলেবর
পশে ক্ষিতির অভ্যন্তর।

২

মাটীর দেহ মাটীতে !
ধূলা মিশায় ধূলিতে !
ভ্রাতার আত্মা স্বর্গে যায় ;
খ্রীষ্টের বক্ষে আশ্রয় পায়।
হইবে যুদ্ধের পুরস্কার
বিজয়-মুকুট চমৎকার।

৩

খ্রীষ্ট যখন আসিবেন,
আপন লোককে ডাকিবেন,
তখন ভ্রাতার নশ্বর কায়
শোভা পাইবে হীরকপ্রায়।
মরিয়াছেন খ্রীষ্টের লোক,
আইস, আমরা ত্যজি শোক।

৪

স্মরি' তাঁহার কার্য্য সব
নিত্য করি যেশুর স্তব ;
পিতঃ, মোদের ভ্রাতার ন্যায়
যখন ত্যজি এ ধরায়,
তখন যেন তোমার ঠাঁই
চির বিশ্রাম শান্তি পাই।

২৪৬

Wargon.] ১ P. M.

ভ্রাতঃ, মোদের অগ্রেতে
গেলে তুমি স্বর্গধামে!
তব আত্মা সুখেতে
রহে এখন সুবিশ্রামে।
যথায় নাহি দুঃখ-ক্লেশ,
কেবল শান্তি সুখ অশেষ।

২

মোচন হইল মাংসের ভার,
মুক্তি পাইলে চিন্তা শোকে।
তব প্রাণে ব্যথা আর
সেথা নাহি দিবে লোকে।
মোচন হইল অশ্রুজল,
পাইলে বিশ্রাম অবিরল।

৩

হেথা কত কষ্টের ভার
শিরে করিয়াছ বহন;
মনোদুঃখে অনিবার
করিয়াছ হেথা ভ্রমণ।
এখন তব দুর্ব্বল পদ
পাইল দিব্য মোক্ষ পদ!

৪

লাজার সম তব শব
রাখি আমরা মৃত্তিকাতে।
শুনি' খ্রীষ্টের আহ্বান রব
উঠিবে তা প্রত্যাশাতে।
তখন খ্রীষ্টের বক্ষেতে
রহিবে সুখ শান্তিতে।

২৪৭

Wargon.] ১ P. M.

ভ্রাতঃ, তব চন্দ্রানন
হেথা আর না নিরখিব!
হবে পুনঃ সম্মিলন
যখন স্বর্গে প্রবেশিব।
এখন আমরা কতক দিন
হইলাম তোমার সঙ্গহীন।

২

অবোধ আমরা দুর্ব্বল প্রাণ
ভাসিতেছি অশ্রুজলে!
কিন্তু তোমার অবস্থান
হর্ষে ত্রাতার বক্ষঃস্থলে।
বৃথা কেন করি শোক,
মরেন যখন খ্রীষ্টের লোক।

৩

মৃত্তিকাতে মৃত্তিকা!
ধূলায় ধূলা গচ্ছিত হইল।
তব দেহ চন্দ্রিকা
মাটীর সহিত মিশাইল!
যদিও তা পাইবে ক্ষয়
হইবে পুনঃ তেজোময়।

৪

ত্রাতঃ ইহা জানি সার,
আমরা তব পশ্চাৎ যাব;
মৃত্যুর নদী হইলে পার
স্বর্গে তোমার দর্শন পাব।
যেন, প্রভো পুণ্যময়,
হেন ভাগ্য মোদের হয়।

২৪৮

১

মরেন যখন য়েশুর লোক,
আমরা কেন করি শোক ?
তাঁদের মৃত্যু মৃত্যু নয়,
জীবনের আরম্ভ হয়।

২

তাঁদের যুদ্ধ হইল শেষ,
নাহি থাকে দুঃখের লেশ।
এখন তারা শান্তি পান,
ত্রাতার কোলে নিদ্রা যান।

৩

স্বয়ং য়েশু মরিলেন,
যেন চির জীবন দেন।
কোথায় গেল মৃত্যু হুল ?
কোথায় অধোলোকের বল ?

৪

য়েশুর পুনরাগমনে
তাঁহার লোকও উঠিবেন ;
দেহ আত্মা তেজীয়ান।
পাইবেন নিত্য বাসস্থান।

২৪৯

বিভাস।—আড়া।

প্রভুতে নিদ্রিত যবে
হয়েন প্রিয় বন্ধু জন,
শোকানলে দগ্ধ হয়ে
কেন করিব ক্রন্দন ?

১

আশু বিচ্ছেদ ঘটিল,
শোক সিন্ধু উথলিল !
সান্ত্বনা প্রবোধে তাহা
এস করি নিবারণ।

২

কেন বৃথা খেদ করি,
শোক দুঃখ পরিহরি।
মরণ তাঁদের পক্ষে
হল জীবন কারণ।

৩

আমাদের আগে গিয়া
চির সুখে প্রবেশিয়া
জীবন কিরীট তাঁরা
সেথা করেন গ্রহণ।

২৫০

ললিত।—আড়া।

মরেছেন যীশুদাস
শোকে কিবা প্রয়োজন !
এখন তাঁর লাভ হল
নব অনন্ত জীবন।

১

ইহ জীবনের দুঃখ
এড়াইয়া পান সুখ।
প্রাণনাথ মুখ হেরে
জুড়ান দুঃখ জীবন।

২

আমরাও ক্ষণপরে
এ ভুবন ত্যাগ করে
তাঁহাদের সঙ্গ ধরে
সেথা করিব গমন।

৩

অতএব কেন আর
করি শোক হাহাকার ?
সেথায় যাবার তরে
করি এস আয়োজন।

মহাবিচার।

-oo-

২৫১

Cross.] ১ 8. 7.

জেগে থাক, বলেন প্রভু,
কর সদা প্রার্থনা ;
কেহ জানিবে না কভু
আমার গুপ্ত মন্ত্রণা।
নিশি যোগে চোরে যেমন
কাটিবারে ঘরে সিঁদ
হঠাৎ আইসে, আমি তেমন
হঠাৎ হইব উপস্থিত।

২

দশটীর মধ্যে পাঁচটীর মাত্র
ছিল সত্য বুদ্ধি জ্ঞান ;
পাঁচটীর ছিল বটে পাত্র,
কিন্তু তৈলের অকুলান,
অনেকে নিমন্ত্রিত বটে,
অল্পই কিন্তু মনোনীত।
পাছে সেরূপ দশা ঘটে,
প্রদীপ রাখ প্রজ্জ্বলিত।

৩

যেন নাহি থাকি ভ্রান্ত,
প্রাণটী যেন না হারাই।
অর্দ্ধেক পথে হয়ে ক্লান্ত,
যেন নিদ্রা নাহি যাই।
ওহে প্রভো, সেই কারণ
চেতন রাখ আমারে,
আত্মা দ্বারা কর শাসন,
অঞ্জন দাও চক্ষুতে।

২৫২ পী

Luther's Hymn.] ১ P. M.

কি ভীষণ ব্যাপার উপস্থিত!
সব সৃষ্টির হইবে ধ্বংস ;
বিচারক হইবেন প্রকাশিত,
কাঁপিবে মানব বংশ।
দূতগণের তূরী বাজিবে,
তায় মৃত লোক সব উঠিবে,
হইয়া সচকিত অন্তর।

২

শ্বেত-সিংহাসনে বসিয়া
নরেশ্বর করেন বিচার ;
সব লোকের কর্ম্ম দেখিয়া
ন্যায় আজ্ঞা করেন প্রচার।
তাঁর ভক্তগণ না করে ভয়
দেখিয়া মুক্তির শুভোদয় ;
রাজাকে করে প্রণাম।

৩

কি দারুণ গতি! মনোদুঃখ
পায় তখন দুষ্ট জনে,
যে পাপকে ভাবে প্রিয় সুখ,
ও প্রেম না করে মনে।
শাপগ্রস্ত লোক দূরে যাও,
ও অগ্নি কুণ্ডে পতিত হও,
এই হইবে বিচার আজ্ঞা।

৪

খ্রীষ্ট যেশুর যে বিশ্বস্ত দাস,
কি শুভ তাহার গতি!
তার নিত্য হইবে স্বর্গবাস,
গৌরবে পাইবে স্থিতি ;

আইস, সব প্রজা ভক্তিমান,
স্বর্গীয় সুধা কর পান;
এই হইবে প্রভুর উক্তি।

২৫৩

বসন্তবাহার।—আড়াঠেকা।

ভাব রে বিরলে, নর,
কি হবে বিচার দিনে
বিনাশিছ স্বআত্মারে,
থাকিয়া শয়তান অধীনে।

১

এই জগতের অভিনয়
কিছু চির দিনের নয়।
ক্ষণেকে হইবে বিলয়,
নিরখিবে স্বনয়নে।

২

রবি, শশি, গ্রহগণ
নিমেষেতে হবে লীন।
গভীর তূরীর ধ্বনি
জাগাইবে মৃত প্রাণে।

৩

বিদীর্ণ করি গগনে
আসিবেন মেঘাসনে
বসি' হেম-সিংহাসনে
বিচারিবেন পাপিগণে।

৪

থাকিতে থাকিতে দিন,
হও যেশুর পদাধীন।
কেন থেকে পাপাধীন
হারাবে চির জীবনে?

২৫৪

বাগেশ্রী।—আড়াঠেকা।

যে দিনে তূরীর রবে
জাগিবে জগত নর,
সে দিনের তরে আমার
প্রাণ কাঁদে নিরন্তর।

১

যে জন আমার তরে
মরেছেন ক্রুশোপরে,
তাঁহার বদন হেরে
জুড়াব পোড়া অন্তর।

২

প্রিয় জন বন্ধু যত,
যাহারা হয়েছে গত,
তাদের গৌরবান্বিত
হেরিব যে কলেবরে।

৩

অনন্ত মিলনে তবে
মিলিত হইব সবে;
বিচ্ছেদ নাহিক হবে,
সুখে রব নিরন্তর।

৪

পূজিব সে ত্রাণেশ্বরে
সর্ব্বজনে প্রাণ ভরে,
গাব গীত উচ্চৈঃস্বরে,
ধন্য ধন্য ত্রাণেশ্বর!

৫

সে দিনের অপেক্ষায়
থাক রে মম হৃদয়,
তোমার এলে সময়,
ডাকিবেন ত্রাণেশ্বর!

২৫৫

সিন্ধুভৈরবী।—মধ্যমান।

শুন, নর অচেতন,
শাস্ত্রের বচন—
জগতে বিচারপতি
করিবেন আগমন।

১

পুনর্ব্বার স্বর্গনাথ
লক্ষ স্বর্গদূত সাথ
আসিবেন ক্ষিতিমাঝে
বিচারিতে নরগণ।

২

মেদিনী কম্পিতা হবে,
নিমেষে বিনাশ পাবে;
জাগিয়া উঠিবে তবে
তূরীশব্দে মৃতগণ।

৩

মানবের কার্য্য যত,
প্রকাশ হবে তাবত,
দণ্ড পুরস্কার পাবে,
যাহার কার্য্য যেমন।

৪

ওহে য়েশু ত্রাণপতি,
কৃপা কর মম প্রতি।
সে মহাবিচারে যেন
ভীত নাহি হয় মন।

২৫৬

সিন্ধুভৈরবী।—মধ্যমান।

শুন ,অচেতন মন,
প্রভুর বচন—
পুনরায় এ জগতে
হবে তাঁর আগমন।

১

মহাবিচারের দিনে
বসি’ তিনি সিংহাসনে
ডাকিবেন সর্ব্বজনে
মহাবিচার কারণ।

২

শৈতানের প্রজা যত,
হবে সবে সশঙ্কিত;
অনন্ত নরক দুঃখে
হবে তারা নিমগন।

৩

য়েশুর আশ্রিত যারা,
নাহি হবে ভীত তারা;
পাবে মহা পুরস্কার
স্বর্গে অনন্ত জীবন।

৪

ওহে য়েশু কৃপাকর,
এই দীনে কৃপা কর;
যেন সেথা এ কিঙ্কর
পায় অনন্ত জীবন।

স্বর্গ।

—oo—

২৫৭ ১ C. M.

যেরূশালেম, যেরূশালেম,
হে অতি প্রিয় ধাম!
কোন্ দিনে পাইয়া তোমারে
পূরিবে মনস্কাম?

২

এ নেত্র কবে দেখিবে
সে মণিময় যে দ্বার!
তোমারই পথ সুবর্ণময়,
আর শোভা চমৎকার?

৩

সুরম্য তব বসতি
ত্বরাতে যেন পাই।
না রহে সেথা কোন পাপ,
আর দুঃখভোগও নাই।

৪

কি হেতু মম হৃদয়ে
প্রবেশে শোক ও ভয়?
স্বর্গীয় সেই নগরী
অদূরে দৃষ্ট হয়।

৫

হে প্রেয়সি যেরূশালেম,
হে পরম পুণ্য ধাম।
সংসিদ্ধ হ'বে তোমাতে
এ দাসের মনস্কাম!

---

২৫৮ ১ C. M.

এক রাজ্য জানি সুখময়,
সে সাধুর শান্তিদেশ;
অনন্ত দীপ্তি, রাত্রি নাই,
আনন্দের নাহি শেষ।

২

সেখানে অক্ষয় উৎসুই জল,
আর জীবনবায়ু বয়;
অমৃত বৃক্ষের চারু ফল,
অম্লান পুষ্প রয়।

৩

সে রম্য দেশে যাইতে চাই,
নাই অন্য ইচ্ছা আর;
ঘোর মৃত্যু-নদী দেখ্‌তে পাই,
কিরূপে হব পার?

৪

হে প্রভো সংশয় কর দূর,
মোর মনের অপ্রত্যয়;
আর দেখাও রম্য সীয়োন পুর
অনন্ত দীপ্তিময়।

৫

হে প্রভো, যখন বিয়োগ হয়
মোর দেহ হইতে প্রাণ,
তখন সেই রাজ্য দীপ্তিময়
হয় যেন বাসস্থান।

H.C. 194

২৫৯

H.C. 442

Rejoicing.] ১ P. M.

হায়! এ ভবে কত ক্লেশ!
স্বর্গে নিত্যসুখ অশেষ;
কিবা রম্যধাম!
হইলে জীবনান্ত,
তথায় সুখ অনন্ত
পাইব অবিশ্রান্ত;
পূর্ণ হবে মনস্কাম।

২

যেশুর রক্তে ক্রীতগণ
তথায় আছেন বহুজন;
শোভা চমৎকার!
ধন্য তাঁরা ধন্য!
দুঃখসন্তাপশূন্য;
স্বয়ং যেশুর পুণ্য
তাঁদের দিব্য অলঙ্কার।

৩

সেই দিব্য সুখস্থান
চাহে নিত্য আমার প্রাণ;
কবে সেথা যাই!
প্রিয় যেশুর বদন
যখন হবে দর্শন,
হবে সুখে মগন
আমার হৃদয় সর্ব্বদাই।

২৬০

১ C. M.

কি মনোহারী শোভা হয়
স্বর্গীয় সীয়োনে!
খ্রীষ্ট যেশু তথা দেখা দেন
প্রসন্ন বদনে।

২

তাঁর কাছে কত সাধুগণ
আনন্দপূর্ণ রয়!
তাহাদের ত্রাতার নূতন নাম
কপালে মুদ্রিত হয়।

৩

কিবা অশ্রুতপূর্ব্ব গীত
ঐ সাধুগণে গায়।
এ মর্ত্ত্যলোকে সেই গান
না কভু শুনা যায়।

৪

পাপ নাহি, তাদের নাহি দোষ,
কলঙ্ক নাহি আর।
খ্রীষ্ট যেশুর রক্ত তাদের প্রাণ
করিল পরিষ্কার।

৫

এ হেতু তারা সর্ব্বত্র
ত্রাণকর্ত্তার সঙ্গে যায়।
আর পরম পিতার সমীপে
নির্দ্দোষে গ্রাহ্য হয়।

২৬১

Happy Land. ১ P. M.

ঊর্দ্ধে এক রম্য দেশ,
দূর অতি দূর ;
নাই তথা দুঃখের লেশ,
সে অমরপুর।
সাধুর সে অধিকার,
শোক ও ব্যথা নাহি আর ;
নাই সেথা অন্ধকার,
নাই মৃত্যু ক্রূর।

২

গায় তথা অমরগণ
মেষশাবক নাম ;
যেহোবার সংকীর্ত্তন
হয় অবিশ্রাম।
নাই সুখের অবসান,
সদানন্দে মগ্ন প্রাণ ;
সম্পূর্ণ সিদ্ধির স্থান,
সে স্বর্গধাম।

৩

হে প্রিয় কনান দেশ,
মোর ইষ্টস্থান,
তোমারই সুখ অশেষ
মোর নিত্য ধ্যান।
এ মর্ত্ত্যজীবনে
হেরি তোমায় নয়নে ;
তোমারই কারণে
লালায়িত প্রাণ।

২৬২

O! how He loves. ১ P. M.

ঊর্দ্ধে আছে চিরস্থায়ী
এক রম্যদেশ।
তথা কিছু দুঃখ নাহি
নাই কোন ক্লেশ।
নিত্য দিবা, নাহি রাতি,
নাহি রবি, নাহি বাতি,
স্বয়ং প্রভু তাহার জ্যোতিঃ
নিরবশেষ!

২

জীবননদীর জলে সিক্ত
সেই রম্যদেশ।
জীবন-বৃক্ষ শোভা যুক্ত,
যার ফল অশেষ।
সেথা নাহি মন্দকারী,
নাহি কোন দুরাচারী,
সেথা মিথ্যার অনুসারী,
পায় না প্রবেশ।

৩

পাপী আমি কিসে পাইব
সেই রম্যদেশ?
কিসেতে বা যোগ্য হইব?
নাই পুণ্যলেশ!
য়েশু, হইও মম ত্রাতা ;
তুমি মাত্র পুণ্যদাতা ;
তুমি যাহার পথ ও নেতা,
সেই পায় প্রবেশ।

২৬৩ ১ 7. 6.

যে নিত্য স্বর্গারামে
হয় সাধুগণের বাস।
সে পরম পুণ্যধামে
কি মহিমা প্রকাশ!
কি মনোরম্য কান্তি,
কি প্রভা স্বর্ণময়,
কি নিরুদ্বেগ ও শান্তি;
তা বলা সাধ্য নয়।

২

হে শালেম, ধন্য তুমি,
ও ধন্য তব লোক।
তোমাতে দুঃখী শ্রমী
দূর করে আপন শোক।
তোমায় বিশ্বাসিগণে
স্বপ্রভুর দৃষ্টি পায়।
ও প্রীতিপূর্ণ মনে
তাঁর গুণকীর্ত্তি গায়।

৩

হেথায় যে কেহ ধরে
খ্রীষ্টের ক্রুশ ও পথ,
তার হবে স্বর্গপুরে
সম্পূর্ণ মনোরথ।
হে প্রভো, তব মার্গে
এ পাপীকে লওয়াও।
ও সেই সাধুবর্গে
আমারে ভাগ্য দেও।

২৬৪ ১ L. M.

আমাদের হেথা পুরী নাই,
নাই কোন যোগ্য বাসস্থান
ঐ স্বর্গপুরী আমরা চাই,
যে নিত্য থাকে শোভমান।

২

আমাদের হেথা পুরী নাই;
বিপক্ষদেশে ভ্রমণ হয়!
জগতে যাতে তৃপ্তি পাই
তার সচরাচর হবে ক্ষয়।

৩

আমাদের হেথা পুরী নাই;
অসারে কেন দিব মন?
খ্রীষ্টের পশ্চাৎ আমরা যাই
স্বর্গীয় পথে অনুক্ষণ।

৪

হে উর্দ্ধস্থিতা নগরি,
আমাদের ইষ্ট বাসস্থান,
অনন্ত শান্তি তোমারই,
ও তব দীপ্তি অনির্ব্বাণ।

২৬৫

ঝিঁঝিট খাম্বাজ।—কাওয়ালী।

অমর নগরী স্বর্গীয় সীয়োন!
সুখশান্তি-নিকেতন।

১

কিরণমণ্ডিত, তমঃবিরহিত,
জ্যোতির্ম্ময় পবিত্র ভবন।

২

নাহি পাপতাপ, শোক অভিশাপ;
নাহি নিশি, দীপ্তি অনুক্ষণ

৩

উজ্জ্বল গৌরব, অতুল বিভব,
ধন্য স্বর্গবাসী সাধু জন।

৪
য়েশু পিতৃসনে বসি সিংহাসনে
রাজত্ব করেন অনুক্ষণ।
৫
মম ক্লান্ত মন করে আকিঞ্চন
হেরিতে সে সুখ-নিকেতন।

২৬৬

গৌরী।—আড়া।

অপার আনন্দধাম
স্বর্গীয় সীয়োন ;
অনন্ত জীবন যথা
বহে অনুক্ষণ।

১
নাহি কোন দুঃখক্লেশ,
নাহি শোক পাপলেশ;
জরামৃত্যু নাহি তথা,
নাহি অনাটন।

২
নাহি নিশি অন্ধকার,
নাহি শোক হাহাকার,
নাহি ক্ষুধাতৃষ্ণা তথা,
তৃপ্ত সর্ব্বজন।

৩
মম এ তাপিত প্রাণ
চাহে সেই সুখস্থান ;
নিয়ত তাহার তরে
তৃষিত জীবন।

২৬৭

আলেয়া।—একতালা।

অপার গৌরবপুরী
স্বর্গনিকেতন ;
ত্রাণপতি য়েশু যথা
রহেন অনুক্ষণ।

১
রতন-শোভিত স্থান,
যথা প্রভু বিদ্যমান
অনন্ত অক্ষয় সুখে
পূরিত ভবন।

২
যথায় কিরুবগণ
করে য়েশু সংকীর্ত্তন ;
পবিত্র আনন্দে মগ্ন
সকলের মন।

৩
তথা ধন্য সাধুগণ
ঘিরি' ঈশ-সিংহাসন
অজস্র তাঁহার কীর্ত্তি
করিছে ঘোষণ।

৪
ওহে য়েশু প্রিয়তম,
ত্যজিও না এ অধম।
দিও হে আমারে সেই
সুখনিকেতন।

স্বদেশের জন্য প্রার্থনা।

২৬৮

Batty.] ১ 8. 7.

বিশ্বপতি শান্তির আকর
ওহে প্রভো মহীয়ান,
আমাদের এ দেশের উপর
কর তোমার প্রসাদ দান।

২

দেশের শোচনীয় গতি
নহে তব অগোচর!
নাহি দৃষ্টি তব প্রতি,
ভ্রান্ত সবে নিরন্তর।

৩

কত কাল, হে প্রভো, তুমি
বিলম্ব আর করিবে!
কত কাল এ বঙ্গভূমি
অন্ধকারে রহিবে!

৪

হের, প্রভো, হও প্রসন্ন,
শীঘ্র দুঃখের কর শেষ;
সত্যধর্ম্মে কর পূর্ণ
অভাগা এ বঙ্গদেশ।

৫

রাজা প্রজা তাবৎ জনে
তব সত্য শান্তি পাউক;
বঙ্গবাসী সবার মনে
য়েশুর রাজ্য স্থাপিত হউক।

২৬৯

Moscow.] ১ P. M.

স্বর্গস্থ প্রভু হে,
মোদের দেশোপরে,
দেও আশীর্ব্বাদ
যাহাতে মঙ্গল হয়,
কুশল ও শান্তি রয়,
দান কর দয়াময়,
তব প্রসাদ।

২

রাজাদের অন্তরে,
ধর্ম্মময় আত্মা হে,
অধিষ্ঠান হও।
প্রজাকে কর দান
বাধ্য ও সরল মন।
ন্যায় ও সদাচরণ
দেশে বাড়াও।

মিথ্যা দেবার্চ্চনা,
ভ্রান্তি ও অজ্ঞতা
ঘুচিয়া যাউক।
খ্রীষ্ট য়েশুর মণ্ডলী
হইয়া বিজয়িনী
দেশের সর্ব্বত্রই
স্থাপিতা হউক।

২৭০

স্বুরঠমল্লার।—আড়াঠেকা।

ওহে য়েশু বিশ্বপতি
করুণা-আধার,
আমাদের দেশে কর
প্রসাদ বিস্তার।

১

অভাগা এ বঙ্গ তরে
আজি নিবেদি কাতরে,
হের, য়েশু, ত্বরা করে,
কর আসি উপকার।

২

শৈলোপরি জ্যোতিঃ সম
তব সভা প্রিয়তম
সত্য দীপ্তি অনুপম
হেথা করুক বিস্তার।

৩

দেব দেবী-উপাসন,
পাপাত্মার আরাধন
পরিহরি সর্ব্ব জন
করুক ও পদ সার।

৪

তব বাণী অনুপম
অরুণ কিরণ সম
নাশুক পাতক তমঃ
বঙ্গবাসী সবাকার।

হের, নাথ, দুরদশা!
তব চরণ ভরসা।
তুমি নিরাশার আশা;
ধরি চরণ তোমার।

২৭১

বিভাস।—আড়া।

ওহে স্বর্গপতি, ভারতের প্রতি
তব মহা জ্যোতিঃ করাও উদয়।
ত্রাতা নরেশ্বর, সত্য দিবাকর,
নাশ পাপ আঁধার হইয়ে সদয়।

১

ভারত নিবাসী অতি দীনহীন,
হয়ে আছে সবে ধরম বিহীন,
অতএব, নাথ, ডাকি ঘনে ঘন,
কর আকর্ষণ সবার হৃদয়।

২

ভিখারী যেমন ডাকে অনুক্ষণ,
ডাকিতেছি মোরা, পতিতপাবন
যেন সর্ব্বজন করে অন্বেষণ,
তৃপ্ত হয় পেয়ে তব পরিচয়।

৩

গাহে যেন সবে তব গুণগান,
ধরি য়েশু নামে নানাবিধ তান,
যন্ত্র ল'য়ে করে, ফিরি ঘরে ঘরে,
যেন সবে মিলি তোমারে ধেয়ায়।

নব বর্ষ।

২৭২

All Saints.] ১ 8. 7. 7. 7.

হের, বর্ষ হইল গত,
ত্বরায় হইল অন্তর্হিত ;
পুনঃ নব বর্ষ সত্বর
আসি' হইল উপনীত।
সময় অস্থির সর্ব্বদাই,
এই আছে, এই নাই !

২

আহা ! গত বর্ষ মধ্যে
কত জনের গেল প্রাণ ;
আমরা মহাপ্রভুর কৃপায়
আজও আছি বিদ্যমান।
যিনি রক্ষা করেন প্রাণ,
তাঁহার স্তুতি কর গান।

৩

জীবন জল স্রোতের তুল্য
দ্রুত বহে অনিবার ;
আইস, আমরা করি উহার
উপযুক্ত ব্যবহার।
নাহি জানি কবে, হায় !
মোদের জীবন বিনাশ পায়।

৪

প্রভো, তুমি সর্ব্বদর্শী
তোমায় করি ভারার্পণ ;
তব দয়ায় নব বর্ষে
রক্ষ মোদের দেহ মন।
নববর্ষে মহীয়ান !
তব প্রীতি করি ধ্যান।

২৭৩

আলেয়া।—একতালা।

কর সবে বর্ষশেষে,
বিভুগুণ গান।
যাঁর করুণাতে সুখে
আছে দেহ প্রাণ।

১

হের, বর্ষ হয় গত,
অন্তর্হিত ঋতু ছয় ;
সুখ দুঃখ এ বর্ষের
হ'ল অবসান।

২

সহস্র হীরক দিলে,
এ বর্ষ আর না মিলে ;
চিরতরে আজি বর্ষ
করিছে প্রয়াণ।

৩

দিন যায় স্রোত প্রায়,
পাপকলঙ্ক না যায় ;
স্মর, মন, তব কৃত
পাপ-পরিমাণ।

বর্ষনাথ ত্রাণেশ্বর !
হের পাতকী কিঙ্কর ;
ক্ষম দোষ পাপ রাশি
করি' কৃপা দান।

২৭৪

দেওগিরি।—একতালা।

ওহে বর্ষরাজ, দীনগণে আজ
করুণানয়নে কর নিরীক্ষণ।
এই বর্ষশেষে মোরা দীন বেশে
এসেছি, হে নাথ, তোমার সদন।

১

এসেছি হে ল'য়ে প্রীতি-উপহার,
কি দিব তোমারে নাহি ধন আর!
তব করুণার নাহি আর পার।
কৃপাতে বাঁচায়ে রেখেছ জীবন।

২

চক্রসম ঘুরে জীবন সবার!
ক্ষণে সুখ, ক্ষণে যাতনা অপার।
সেই সব ক্লেশ করিয়াছ শেষ,
আনন্দ-সাগরে মগ্ন আজি মন।

৩

আমরা পাতকী অতি অভাজন,
তব কৃপাযোগ্য নহি কদাচন।
নিজ কৃপাবলে পাতকী সকলে
অপার আনন্দ করেছ বর্ষণ।

৪

তব সেই দয়া ভুলে কত বার
করেছি হে নাথ, পাপ অত্যাচার!
করি অনুতাপ, সব দোষ পাপ
য়েশুর শোণিতে কর প্রক্ষালন।

২৭৫

বিহঙ্গড়া।—আড়াঠেকা।

(প্রভো) জগত-জীবন,
জগত জীবন,
সৃজন পালন কারণ
বিশ্ব-বিনোদন।
মোরা ভক্তি সহকারে
সানন্দ অন্তরে করি
তব সংকীর্ত্তন।

ওহে প্রভো দয়াময়,
দিয়ে তব পদাশ্রয়
আমাদের এ সময়
রেখেছ জীবন;
পেয়ে তব আশীর্ব্বাদ
করিতেছি হর্ষনাদ।
তব নামে ধন্যবাদ
হউক অনুক্ষণ।

নাথ, এ নব বৎসরে
এ দীনহীন কিঙ্করে
রক্ষা কর কৃপা করে,
এই নিবেদন।
ক্ষম গত সব পাপ,
দেহি সত্য অনুতাপ;
নব মনে করি যেন
তব আরাধন।

২৭৬

ঝিঁঝিট-খাম্বাজ।—আড়াঠেকা।

আজি দয়া কর, নাথ,
কাতর কিঙ্করে।
তব শক্তি দিয়া ভক্তি
বাড়াও সবার অন্তরে।

১

নববর্ষ আগমনে
নব হর্ষ হয় মনে;
নব প্রেমামৃত দানে
তৃপ্ত কর সবাকারে।

২

তুমি জীবের জীবন,
তুমি নির্ধনের ধন,
তুমি পতিতপাবন,
ধরিব আর কাহারে?

৩

চাহি না নশ্বর ধন,
দেও বিশ্বাস রতন।
যেন সবে প্রাণ মন
অর্পণ করি তোমারে।

৪

ভিক্ষা এই তব স্থলে,
ত্যজিও না পাপী বলে।
দিও স্থান পদতলে;
নিস্তার ভব দুস্তরে।

২৭৭

সিন্ধু।—আড়া।

করুণা নয়নে
হের, দয়াবান হে।
এ নব বৎসরে তব
করি গুণগান হে।

১

আজি তব নিকেতনে
এসেছি প্রফুল্ল মনে;
কৃপাগুণে দীন সবে
কর কৃপা দান হে।

২

তুমি ধাতা, তুমি পাতা
তুমি সুখ শান্তিদাতা,
নববর্ষে সুখ পূর্ণ
কর দীন প্রাণ হে।

৩

রোগ, শোক, মহামারী,
ঝড়, বন্যা, অত্যাচারী,
এই দেশে কভু যেন
নাহি পায় স্থান হে।

৪

বিচ্ছেদেরে করি' চূর্ণ
কর দেশ প্রেমে পূর্ণ;
যেশু নামে পাউক সবে
শুভ পরিত্রাণ হে।

২৭৮

ভজন।

জয়! জগদীশ যীশু
জগত-জীবন!
যোগী যাঁরে জপে যোগে
যাবত-জীবন!

১

পিতা স্বরগোপর,
পুত্র, আত্মাবর,
একে তিন, তিনে এক,
ত্রিত্বে কর ভাবন।

২

এ নব বৎসরে
তোমার কিঙ্করে
করিতেছে, নাথ, তব
গুণ সংকীর্ত্তন।

২৭৯

ললিত।—আড়া।

বর্ষ গেলে বর্ষ বৃদ্ধি,
এই কথা লোকে বলে;
জানে না যে আয়ুক্ষয়
হইতেছে প্রতি পলে।

১

বার, তিথি, ঋতুগণ
করিতেছে পরিভ্রমণ।
নিকট হইছে শমন
গ্রাসিতে কবলে।
কালের করাল কর
বিস্তারি ধরিবে নর।
সময় থাকিতে ধর
যেশুর চরণ-কমলে।

২

নতুবা নিস্তার নাই;
বিপদে পড়িবে, ভাই;
এস, নব বর্ষে গাই
আনন্দে সকলে।
দিয়ে ভক্তি উপহার
শ্রীপাদপদ্মে তাঁর।
না থাকিবে ভয় আর
যেশুর কৃপার বলে।

৩

স্বরগ বৈভব ত্যজে
এসেছিলেন ধরামাঝে।
পিত্রাজ্ঞা পালিতে
হন অবনত।
পাপী তাপী যত নরে
ডাকিছেন উচ্চৈঃস্বরে।
"যাব লয়ে পিতৃঘরে,
বিনা কোন মূল্যে।"

উপদেশক নিয়োগ।

২৮০ ১ S. M.

কি রম্য তাদের পা
সীয়োনের অদ্রিতে !
প্রচারে যারা পরিত্রাণ
প্রসন্ন বচনে।

২

সুমিষ্ট তাদের রব ;
সুশ্রাব্য সমাচার।
"হে সীয়োন, তব য়েশু রাজ
করিলেন অধিকার।"

৩

এ বার্ত্তা শুনে যে,
তার কর্ণ ধন্য হয়।
এ মহা দীপ্তি দেখিলে,
ধন্যই নেত্রদ্বয়।

৪

হে প্রভো, তব বল
সর্ব্বত্র প্রকাশ পাউক।
জাতি সমূহ তব নাম
ও কার্য্য জ্ঞাত হউক।

---

২৮১ ১ 7. 7.

পদে পদে বিপদ শোক !
আগে চল, খ্রীষ্টের লোক।
রণে শ্রমে হইও স্থির ;
জীবনকর্ত্তার বলে বীর।

২

চক্ষু কেন তেজোহীন ?
অশ্রুপাত তো অল্প দিন !
ভয়ে হইও না চঞ্চল,
অভাব মতে হবে বল।

৩

হৃষ্টচিত্তে আগে যাও ;
ঈশ্বরীয় সজ্জা লও।
যুদ্ধ হবে অল্পক্ষণ।
জয়ী হইবে এখন।

৪

চল যথায় সুসম্মান
পাবে যারা জয়বান।
শত্রুদলে যত হউক,
আগে চল খ্রীষ্টের লোক।

২৮২

মুলতান।—আড়া।

মাকিদোন হতে লোকে
করিতেছে নিমন্ত্রণ !
"এস, পার হ'য়ে এস,"
হেথা আছে প্রয়োজন।

১

ঘোর তমোবাসী লোকে
চাহিতেছে ত্রাণালোকে ;
এস, লয়ে ত্রাণ-জ্যোতিঃ
কর হৃদি উদ্দীপন।

২

এ বিনতি সবাকার,
কর আসি উপকার ;
নতুবা পাপাত্মা-করে
অচিরে যাবে জীবন।"

৩

ওহে ত্রাণ-বহ দূত!
হইয়ে সুসজ্জীভূত
দ্রুতবেগে ধাববান
হও সেথা অনুক্ষণ।

২৮৩

গৌরী :—আড়া।

ওহে ত্রাণ-বার্ত্তাবহ,
হও অগ্রসর।
ত্রাণ-বাণী প্রচারণ
কর নিরন্তর।

১

প্রভুর আদেশ মানি'
ঘোষ শুভ ত্রাণ-বাণী।
দেশে দেশে য়েশু নাম
ব্যাপুক সত্বর।

২

সাহসে কোমর কসি'
করে লয়ে শাস্ত্র-অসি
'জয় য়েশু জয়!' বলি
কর উচ্চৈঃস্বর।

৩

য়েশুর পশ্চাৎ চল,
জয় কর অরিদল;
অচিরে সেবুক সবে
য়েশু গুণাকর।

২৮৪

বিভাস।—আড়াঠেকা।

শুন, ওহে খ্রীষ্টদূত,
শুন শুভ নিমন্ত্রণ।
ত্রাণ ধন লভিবারে
করে লোকে আকিঞ্চন।

১

ভারতের কত স্থানে
কত হিন্দু মুসলমানে
পাপ, ভ্রান্তি, কলুষেতে
আছে চির-নিমগন।

২

সভ্যতা-কিরণ বঙ্গে
ধাবিতেছে অতি রঙ্গে
সত্যতা-কিরণ কেন
নাহি হবে বিকীরণ?

৩

এস, ত্রাণ-প্রাপ্তগণ,
কর আজি প্রাণপণ;
ত্রাণ-বাণী অনুক্ষণ
কর হেথা প্রচারণ।

৪

জয়ধ্বনি পরিত্রাণ!
ধন্য য়েশু মহীয়ান!
দেশে দেশে য়েশু নাম
কর গিয়া সঙ্কীর্ত্তন।

২৮৫

দেওগিরি।—একতালা।

ওহে কৃপাবান পালক-প্রধান,
করি কৃপাদান এস এ সভায়;
তোমার গোচরে আশীর্ব্বাদ তরে
উপস্থিত তব ক্ষুদ্র সম্প্রদায়।

১

তুমি মণ্ডলীর প্রকৃত পালক,
সঙ্কট সম্পদে রক্ষক তারক;
মর্ত্ত্য পুরোহিত তব নিয়োজিত,
সেই শুভ ভার দিয়াছ তাঁহায়।

২

তব এই দাস এই শুভক্ষণে
উপস্থিত, নাথ, তোমার সদনে;
কর দয়া দান, ওহে দয়াবান;
পূর্ণ কর তাঁরে পবিত্র আত্মায়।

৩

তব পদচিহ্নে গমন করিতে
পূর্ণ কর তাঁরে স্বর্গীয় শান্তিতে;
যেন তব প্রতি রাখি রতি মতি
সুপালন সদা করেন সভায়।

৪

ওহে পিতা, পুত্র, পবিত্র আত্মন্,
তব দাসে কর কৃপা বরিষণ।
থাকি চির দিন তব পদাধীন
রত যেন হন তোমার সেবায়।

২৮৬

ললিত।—আড়াঠেকা।

এই ধরা, প্রভু, তব
ক্ষেত্র অতি সুবিস্তার।
ধর্ম্মবীজ বুনিবারে
মানবে দিয়েছ ভার।

১

বিশ্বের পালক তুমি,
খ্রীষ্টীয় পালের স্বামী;
পালকের পালক তুমি,
এ পালকের লহ ভার।

২

বিতর আত্মিক দান,
দেও তব শাস্ত্রজ্ঞান।
বিচারেতে বিচক্ষণ
হয়, নম্র সদাচার।

৩

পালের সকল জন
হয়ে তারা নম্র মন
বাক্য শ্রবণ পালন
করে যেন অনিবার।

৪

তব আগমন দিনে
পালক পালের সনে
গিয়া তব সন্নিধানে
পায় যেন পুরস্কার।

সাধুদের পর্ব্ব।

২৮৭

আলেয়া।—একতালা।

ওহে নাথ স্বর্গবাসি
পিতঃ মহীয়ান
সাধুদের তরে করি
তব গুণগান।

১

নাথ, তব কৃপাবলে
পবিত্র মানবদলে
জগত বিজয় করি'
পান পরিত্রাণ।

২

গৌরব মণ্ডিত হয়ে
জীবন-মুকুট লয়ে
করেন অপার সুখে
স্বর্গে অধিষ্ঠান।

৩

সাধুপদ-চিহ্নে মন
করে যেন বিচরণ;
হেন বর, ওহে নাথ,
করহ প্রদান।

ওহে নাথ, মম প্রাণ
যবে করিবে প্রয়াণ,
যেন অই সাধু সহ
স্বর্গে পাই স্থান।

২৮৮

খটভৈরবী।—একতালা।

প্রভো, করি তব গুণগান।
তব করুণায় সাধুসম্প্রদায়
অগম্য তেজেতে
আছেন বিদ্যমান।

১

আহা, কি অপূর্ব্ব শোভা মনোহর!
দিব্য বেশে যত বীর সাধুবর
ঘিরি সিংহাসন হয়ে ফুল্লমন
য়েশু-প্রেম-গুণ করেন বাখান।

২

য়েশু নাম তরে ত্যজিয়া জীবন
সুখে সেথা কাল করেন যাপন।
অসি খরশান, তীক্ষ্ণ ধনুর্ব্বাণ
নিধন করেছে তাঁহাদের প্রাণ।

৩

নাহি সেথা দুঃখ যাতনার লেশ,
হৃদয়ে সিঞ্চিত সান্ত্বনা অশেষ।
হয়ে সাক্ষ্যমর ত্যজি কলেবর
গৌরব-কিরীটে হন শোভমান।

ওহে নাথ আজি এই নিবেদন,
তাঁহাদের সম দেও চিত্ত মন।
যেন তব নাম জপি' অবিশ্রাম
অন্তে পাই স্বর্গে নিত্য সুখ স্থান।

২৮৯

দেওগিরি।—একতালা।

তারকার সম তেজে অনুপম
দাঁড়ায়ে কাহারা ঈশ্বরসদন ?
চারুদরশন, মানসমোহন,
কাঞ্চন কিরীট শিরে সুশোভন।

১

শুভ্র পরিচ্ছদে হয়ে সুশোভিত
আসন সমীপে করেন সঙ্গীত ;
অতুল কিরণ ঝলসে নয়ন !
কাহারা এ সব, জান কি রে মন ?

২

যেশুর সেবক অই সাধুগণ
যেশু তরে ভবে করি' প্রাণপণ
ভীষণ সংগ্রাম করি অবিশ্রাম
বিজয়-কিরীটে ভূষিত এখন !

৩

ভবে যত দুঃখ অকথ্য অপার
ব্যথিত করিত প্রাণে অনিবার,
যাতনা অশেষ, হয়েছে নিঃশেষ,
নাহি শোক ব্যথা, নাহিক ক্রন্দন।

৪

মম ভাগ্যে, নাথ, হবে কি সে দিন ?
যবে সাধুসহ হব সুখাসীন,
তব গুণগান, যেশুকৃত ত্রাণ,
সহস্র বদনে করিব কীর্ত্তন।

ভজনালয় প্রতিষ্ঠা।

২৯০

মিশ্র বসন্ত।—আড়াঠেকা।

পরমেশ পরাৎপর
পতিতপাবন হে,
কাতর কিঙ্করে কর
কৃপা বিতরণ হে।

১

ওহে প্রভো বিশ্বেশ্বর,
তুমি সর্ব্বমূলাধার ;
পবিত্র কর এ মন্দির
করি পদার্পণ হে।
যবে এ নব ভবনে
মিলে তব দাসগণে ;
বিকাশিও প্রেমানন,
ভকতি-ভাজন হে।

৩

আজি সহ পাপিগণ
হয়ে সবে একমন
প্রেমানন্দে তব গুণ
করিব কীর্ত্তন হে।

২৯১

কাফি।—জৎ।

তব নিকেতন, নাথ,
কর দরশন।
ঊর্দ্ধ হতে কৃপাবারি
কর বরিষণ।

১

দয়া করে, দয়াময়,
দিয়েছ এ ধর্ম্মালয় ;
শত মুখে করি তব
প্রেমসঙ্কীর্ত্তন।

২

হয়ে মোরা একমন
তব এই নিকেতন
তোমার পবিত্র করে
করি সমর্পণ।

৩

কর হেন বর দান,
যেন এই পুণ্যস্থান
তোমার প্রাসাদ হয়ে
রহে অনুক্ষণ।

৪

তব গুণ-সঙ্কীর্ত্তন,
পুণ্যবাক্য প্রচারণ,
হেথা যেন পাই সদা
করিতে শ্রবণ।

২৯২

বাহার।—জৎ।

কিবা হেরি, আহা মরি !
এই পুণ্য মন্দিরে !
কিবা মনোহর শোভা
হেথা আজি হেরি রে !

১

হেরে নব ধর্ম্মালয়
নেত্র চরিতার্থ হয় ;
অপার আনন্দে মন,
মগ্ন হয় অচিরে।

২

এস, প্রিয় ভ্রাতৃগণ,
হয়ে আজি ফুল্লমন
বিভুসঙ্কীর্ত্তন করি
মন প্রাণ শরীরে

৩

এস, করি নিবেদন,
যেন কৃপা বরিষণ
করেন এখন এই
শুভ নব মন্দিরে।

৪

এ মন্দিরে, দয়াবান,
কর তব কৃপা দান ;
শুনাও ত্রাণের বাণী
অচেতন পাপীরে।

শস্য উৎসর্গ।

২৯৩ ১ ৭. ৭.

আহা, কি আনন্দময়
হেরি সবে এ সময়!
পুলকিত হৃদয়ে
আসি' প্রভুর আলয়ে
করি তাঁহার স্তুতিগান।
মহানন্দে মগ্ন প্রাণ!

২

শস্যোৎসর্গ পর্ব্বে আজ
স্মরণ করি শস্যরাজ।
বহু শস্যে দয়াময়
তৃপ্ত করেন কৃষীচয়।
পাইয়া তাঁহার দয়াবান।
আমরা বাঁচাই ক্ষুধিত প্রাণ

৩

পিতা পুত্র সদাত্মন্,
করি তব সঙ্কীর্ত্তন।
তব দয়ায় এই বার
পেলাম শস্য স্তূপাকার।
প্রতি বর্ষে, দয়াবান,
কর হেন কৃপাদান।

৪

আরও কর দয়া দান,
হইলে জীবন অবসান,
যখন খ্রীষ্ট আসিবেন,
শস্য ছেদন করিবেন,
তখন তাঁহার গোলাতে
স্থান পাই যেন কৃপাতে

২৯৪ ১ ৪. ৭.

ওহে স্বর্গমর্ত্ত্যপতি,
তুমি চিরদয়াবান।
তব সৃষ্ট মানবপ্রতি
কর কিবা কৃপাদান!

২

আপন অসীম দয়াবলে
জীবনোপায় কর দান।
ভক্ষ্য পেয়ে জলে স্থলে
তৃপ্ত কর মানবপ্রাণ।

৩

ক্ষেত্র প্রান্তর তব সৃষ্টি,
উর্ব্বরতা তব দান।
তুমি দিলে রৌদ্রবৃষ্টি,
ভূমি হয় সুফলবান।

৪

প্রভো হে, এই শুভক্ষণে
করি তব স্তুতি গান;
বহু শস্য বিতরণে
তুষিয়াছ সবার প্রাণ

৫

কি আছে, কি দিব তোমায়?
সবই তব অধিকার;
কিবা আছে এই ধরায়
তব যোগ্য উপহার!

৬

এ পাতকী ভ্রষ্ট হৃদয়
তোমায় করি সম্প্রদান।
কর তাহা, হয়ে সদয়,
তব যোগ্য বাসস্থান।

২৯৫

গৌরী।—আড়াঠেকা।

এস, হরষিত মনে
করি পিতার গুণ গান।
পরম মঙ্গলাকর
করুণানিধান।
তাঁহারই মহাবলে
রবি শশি নভস্তলে;
শীত গ্রীষ্ম বর্ষাদি
দেখ বিদ্যমান।

১

কিবা চমৎকার ধারা!
শস্যপূর্ণ বসুন্ধরা;
ফল মূল উদ্ভিজ্জাদি
তিনিই জন্মান।
পিতৃ দান হইলে প্রাপ্ত,
পশু পক্ষী হয় তৃপ্ত;
পাপী নর তাঁর কৃপায়
আছে জীবৎমান।

২

নাহি যেন মোরা কভু
ভুলি তব দয়া, প্রভু,
না করি আহার যেন
পশুর সমান।
তব দ্বারের ভিখারি,
তব দান গ্রহণ করি
সদা যেন মনে রাখি
দুঃখী ভ্রাতৃগণ।

মহাশস্য ছেদন কালে
আসি স্বর্গ দূতদলে
সংগ্রহ করিবে যবে
মানব সন্তান,
সেই দিন ভয়ঙ্কর,
কৃপাময়, কৃপা কর,
স্বর্গীয় ভাণ্ডারে তব,
যেন পাই স্থান।

২৯৬

পাহাড়ি।—আড়া।

এই ফুল ফল তব
যোগ্য নহে, বিশ্বপতি!
কিবা আছে হেন ধন?
দিয়া করি হে প্রণতি।

১

মোরা সবে হীনবল,
কিবা আছে দিব বল?
তোমার প্রদত্ত ফল
হের, করি এ বিনতি।

২

তব সৃষ্টি এ ভুবন;
মোরা অতি অভাজন;
তবু তব নব দান
সাধয়ে মনের তৃপ্তি।

৩

পূজিতে তোমারে, নাথ,
হয়েছি হে সমাগত;
পূর্ণ কর মনোরথ
দেহ অচলা ভকতি।

সাম্রাজ্ঞীর জন্য প্রার্থনা।

২৯৭

National Anthem. ১ P. M.

হে প্রভো, কৃপাবান,
রক্ষ সাম্রাজ্ঞীর প্রাণ।
হোক জয় জয় তাঁর!
দীর্ঘায়ু কর তাঁয়;
সুখ শান্তি মহিমায়
রাজ্য তাঁর ধরায়
হোক অনিবার।

২

উঠ, নাথ, সত্বরে
তাঁর শত্রু নিকরে
কর দমন।
তাহাদের কল্পনা,
কৌশল কুমন্ত্রণা
জয় পাইতে দিও না,
এ আকিঞ্চন।

বরদাতা কৃপাবান
হে পিতঃ মহীয়ান,
হও সহায় তাঁর;
যেন তাঁর রাজ্যেতে
সুখে ও শান্তিতে
তব স্তব ঘোষিতে
পাই অনিবার।

২৯৮

১ L. M.

হে স্বর্গবাসি স্নেহবান
রাজাদের রাজা শক্তিমান,
আশীর্ব্বাদ তব মহীয়ান
সাম্রাজ্ঞীর শিরে কর দান।

২

স্বর্গধাম হইতে অনুক্ষণ
তাঁর প্রতি কর নিরীক্ষণ।
তাঁর তব দত্ত কিরীটে
সুরক্ষা কর সঙ্কটে।

৩

তাঁয় করি যেন সমাদর,
তাঁর বিধি মানি নিরন্তর;
হোক সবার মনে হেন জ্ঞান—
তাঁর রাজ্য প্রতাপ তব দান।

৪

দেও তাঁহায় প্রসাদ অনিবার,
মন্ত্রণা সকল কর তাঁর;
শান্তি বা যুদ্ধে তব বর
পথদর্শক হোক তাঁর নিরন্তর।

৫

এ পার্থিব রাজ্য যখন যায়,
সিংহাসন যখন বিনাশ পায়,
তাঁয় স্বর্গরাজ্যে কর দান
সেই জীবনমুকুট জ্যোতিষ্মান।

সাধারণ।

(প্রশংসা)।

২৯৯ ১ 7. 7.

ওহে প্রভুর ভৃত্যগণ,
কর তাঁহার সঙ্কীর্ত্তন।
যুগে যুগে তাঁহার নাম
প্রচার কর অবিশ্রাম।

২

তিনি বিভু স্বর্গেশ্বর,
গৌরবান্বিত পরাৎপর;
কিবা অদ্ভুত কীর্ত্তি তাঁর!
নাহি তাঁহার তুল্য আর।

তিনি পূর্ণ সারাৎসার;
কেমন তাঁহার সুবিচার!
ধূলা হইতে দীনেরে
উত্থান করান সত্বরে।

৪

বন্ধ্যা নারী দুঃখিনী
হইল পুত্রের জননী।
হেরি বৎসের বিধুমুখ
সুখনীরে ভাসায় বুক।

হেন অদ্ভুত কীর্ত্তি যাঁর,
কর সবে কীর্ত্তন তাঁর।
যেশুর নামে তাঁহার স্তব
কর, ওহে মানব সব।

৩০০ C. M.

হোক যেশুর নামের সমাদর!
দূত করুক প্রণিপাত।
স্তব কর তাঁহার নিরন্তর,
রাজকিরীট পরাও তাঁয়!

২

দেও মুকুট, ওহে সাক্ষীবর,
হে স্বর্গের সাধুগণ,
হোক দায়ুদস্থতের সমাদর,
রাজকিরীট পরাও তাঁয়!

৩

হে তূরীধারি কিন্নরগণ,
তাঁর সাক্ষাৎ নত হও,
যাঁর সৃষ্ট তোমরা সর্ব্ব জন,
রাজকিরীট পরাও তাঁয়!

৪

হে আদমবংশের মুক্ত নর,
যাঁর রক্তে পুণ্যবান,
সেই ত্রাতার কর সমাদর,
রাজকিরীট পরাও তাঁয়!

হে প্রত্যেক বংশ, প্রত্যেক জাত
এই বিশ্বমণ্ডলে,
তাঁর কাছে কর জানুপাত,
রাজকিরীট পরাও তাঁয়!

৩০১

Owen.] ১ C. M.

খ্রীষ্ট যেশু নাম কি মধুময়!
সন্তুপ্ত করে মন।
তাঁর শ্রীমুখ হেরে শীতল হয়
পাপ সন্তপ্ত জীবন।

২

খ্রীষ্ট যেশু নামের তুল্য আর
এ ভবে কিছু নাই;
বর্ণনা করে সাধ্য কার!
সেই নামে মুক্তি পাই।

৩

শোকার্ত্ত চিত্তের সান্ত্বনা,
অনাথের আশ্রয়স্থান,
যে তোমায় করে প্রার্থনা,
হয় সুখী তাহার প্রাণ।

৪

যে কেহ তোমার দর্শন পায়,
সৌভাগ্য কেমন তার!
খ্রীষ্ট যেশু ভাল বাসেন যায়,
সে জানে প্রেম অপার।

৫

হে যেশু প্রেমানন্দময়,
হও আমার সবে ধন;
এ প্রাণে শান্তি সুনিশ্চয়
দেও, ভ্রাতঃ, অনুক্ষণ।

৩০২

Stephanos.] ১ P. M.

ওহে যেশু প্রেমের নিধান
মম প্রাণনাথ,
তব প্রতি করি সদা
।

২

তুমি মম ধ্যান ও চিন্তা,
তুমি শ্রেষ্ঠ ধন;
দিবানিশি স্মরি তব
শ্রীচরণ।

৩

প্রিয় ভ্রাতঃ, তব গুণে
আমি আপ্যায়িত;
তব প্রেমে মম হৃদয়
উল্লাসিত!

৪

আইস, গ্রহণ কর মম
হৃদয়-সিংহাসন;
দেহচিত্ত তোমায় করি
সমর্পণ।

৫

ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি দিয়া
তোমায় পূজিব;
তব চরণ হৃদে ধরি,
রাখিব।

৩০৩

Ho! my comrades. ১ P. M.

আহা, কিবা মধুর ধ্বনি
শুনি জুড়ায় প্রাণ!
য়েশু নামে পাইল পাপী
নিত্য পরিত্রাণ।

Chorus.

অনুগ্রহে স্বীয় পুণ্য
য়েশু করেন দান;
তাঁতে বিশ্বাস করি' স্বর্গে
পাইব সুখ-স্থান।

২

মৃত্যু দণ্ডে ক্রুশবিদ্ধ
সেই দস্যু জন
কেবল খ্রীষ্টে বিশ্বাস করি'
লভিল জীবন।

৩

আহা! আমি দীনহীন পাপী
সেই দস্যুর ন্যায়
দৃঢ় বিশ্বাস করি' ধরি
য়েশুর রাঙ্গা পায়।

৪

কি সৌভাগ্য আমার এখন!
পাইলাম পরিত্রাণ!
য়েশুর কৃপায় সজীব হইল
আমার মৃত প্রাণ।

৩০৪

১ 7. 7.

স্বর্গদত্ত বলিমেষ
নিষ্কলঙ্ক য়েশু হে,
তব গুণের নাহি শেষ,
কেহ নারে বর্ণিতে।

২

গোমেষাদি বলিদান
কিসে করে পাপের নাশ?
হোম ও যজ্ঞ অনুষ্ঠান
কভু নাহি দিবে আশ।

৩

কিন্তু তব মৃত্যুভোগ,
ওহে ত্রাতা পুণ্যময়,
শান্ত করে মনের রোগ,
দূরী করে দণ্ড ভয়।

৪

করে খেদ ও অনুতাপ
আমি তব শরণ লই।
লুপ্ত দেখে অভিশাপ
প্রেম ও হর্ষে পূর্ণ হই।

৫

অদ্বিতীয় বলিমেষ
নিষ্কলঙ্ক য়েশু হে,
তব প্রশংসা অশেষ
স্বর্গ মর্ত্য ব্যাপিবে।

৩০৫

Moscow. ১ P. M.

পুণ্যময় যেশু হে,
ভক্তগণ তোমাকে
করে প্রণাম।
ঈশ্বরের আত্মজ,
সাধুদের অধিপ,
পাপীদের মুক্তিদ,
করুণাধাম।

২

দয়া প্রকাশিয়া
শুন এ যাচনা,
প্রেমাবতার।
আমাদের জীবন হও,
ক্ষমা ও শান্তি দেও,
কায়ে ও মনে লও
সর্ব্বাধিকার।

৩

শক্তি ও দয়াতে
আমাদের অন্তরে
হইও প্রকাশ।
শয়তানের মন্ত্রণা,
জগতের বঞ্চনা,
হৃদয়ের অন্ধতা,
করিও নাশ।

৩০৬

Lobeden Herren. ১ P. M.

কৃতজ্ঞ নাহি কি হইব
ঈশ্বরের প্রতি?
সুরক্ষা করিলেন যিনি
মোর চরণের গতি!
হে আমার প্রাণ,
ঈশ্বরের কর সম্মান;
কর তো তাঁহারই স্তুতি।

২

স্থলে, বা জলে, বা যেখানে
ডাকিলাম তাঁরে,
ভয়ে, বা দায়ে, না কখন
ত্যজিলেন মোরে।
হে আমার প্রাণ,
ঈশ্বরের কর সম্মান;
গাও তাঁর স্তব উচ্চৈঃস্বরে।

৩

পরীক্ষার কালে মোর মন
যখন ভীত ও ব্যস্ত,
তখনও তিনি মোর প্রতি
হইলেন বিশ্বস্ত।
হে আমার প্রাণ,
ঈশ্বরের কর সম্মান;
গাও মোর সব অন্তরস্থ।

৩০৭ ১ 7.7.

পরম পিতার উদ্দেশে
ভক্তিভাবে আইস হে।
তাঁর বিচিত্র করুণা
মুখে কর বর্ণনা;
তিনি সূর্য্য সৃজিলেন,
রাত্রে তিনি জ্যোৎস্না দেন;
তারারাশি সমুদয়
স্বীয় প্রভুর কীর্ত্তি গায়।

২

তাঁরই সৃষ্ট পৃথিবী,
তথা মহাবারিধি,
মেঘ ও বৃষ্টি, রৌদ্র শীত,
তাঁরই দ্বারা নিয়মিত;
তিনি দিলে অভ্যুদয়,
প্রাণির আহারাদি হয়;
ক্ষেত্র হয় সুশস্যবান;
কৃষক করে হর্ষগান।

৩

কিন্তু সকল অপেক্ষা,
ওহে প্রভুর প্রজারা,
য়েশুর কর সঙ্কীর্ত্তন,
কারণ তিনি রাজা হন।
তিনি পিতার পরম দান,
আমাদেরও পরিত্রাণ।
তাঁরই হেতু, ভ্রাতৃগণ,
উল্লাস কর সর্ব্বক্ষণ।

৩০৮

Around the throne. ১ P. M.

গাও নিত্য প্রভুর ধন্যবাদ
একচিত্তে, মানবগণ;
নিরন্তর কর হর্ষনাদ,
ও মধুর সঙ্কীর্ত্তন।
ধন্য প্রভু, ধন্য ধন্য!
ধন্য প্রভু, ধন্য ধন্য!

২

এই বিশ্বমণ্ডল সুশোভন,
জীব জন্তু সমুদয়,
আর সূর্য্য. চন্দ্র. তারাগণ
তাঁর দ্বারাই সৃষ্ট হয়।
ধন্য প্রভু, ধন্য ধন্য!
ধন্য প্রভু, ধন্যধন্য!

৩

তাঁর নিত্য প্রেমের নিদর্শন
সর্ব্বত্র দৃশ্যমান;
আমাদের আত্মা, তনু, প্রাণ
তাঁর কৃপায় বর্ত্তমান।
ধন্য প্রভু, ধন্য ধন্য!
ধন্য প্রভু, ধন্য ধন্য!

৪

হে প্রভো, তোমার চরণে
কৃতজ্ঞ হইয়া রই;
আর তোমার প্রসাদ স্মরণে
উল্লাসিত্ চিত্ত হই।
ধন্য প্রভু, ধন্য ধন্য!
ধন্য প্রভু, ধন্য ধন্য!

৩০৯ ১ 7. 8.

হাল্লেলূয়া! য়েশুর কীর্ত্তন!
তাঁরই রাজ্য সিংহাসন।
হাল্লেলূয়া! জয় জয় তাঁহার;
কেবল তিনি রাজা হন।
শুন সীয়োন পুরীর সঙ্গীত,
অতি সুমধুর সে গান!
সর্ব্বজাতির মানবগণের
সাধেন য়েশু পরিত্রাণ।

২

হাল্লেলূয়া! অনাথ তুল্য
শোকে মগ্ন আমরা নই;
হাল্লেলূয়া! হেথা তিনি,
বিশ্বাসে তাঁর সঙ্গী হই।
মেঘে যদি করে প্রভু
তাঁহার বদন আচ্ছাদন,
তাঁহার অঙ্গীকারের উক্তি
টলিবে না কদাচন।

৩

হাল্লেলূয়া! স্বর্গভক্ষ্য,
প্রাণের খাদ্য, আশ্রয় স্থান;
হাল্লেলূয়া! হেথায় পাপী
তোমার কাছে জুড়ায় প্রাণ।
পাপীর বন্ধু, জগত্রাতা!
পিতায় কর অনুরোধ,
যেন আমার পাপের দেনা
তোমাতে হয় পরিশোধ।

৩১০ ১ 7. 7.

ভ্রাতৃগণে, য়েশুর নাম
নিত্য নিত্য কর গান।
য়েশু সর্ব্বগুণধাম,
পাপী লোকের পরিত্রাণ।

২

প্রেমের সিন্ধু য়েশুর নাম
লাগে মধুর কাণেতে;
সিদ্ধ করেন মনস্কাম
পূর্ণ-মুক্তি দানেতে।

৩

খ্রীষ্ট দ্বারাই পরিত্রাণ;
অন্য কোন উপায় নাই।
তিনি হইলেন বলিদান,
তাঁহার পুণ্যে স্বর্গে যাই।

৪

ঈশ্বর মানুষ অবতার,
মৃত্যুঞ্জয়ী শক্তিময়;
য়েশু সর্ব্বসারাৎসার;
তাঁতে জগৎ উদ্ধার হয়।

৪

য়েশুর নামে আশ্রয় লও,
দূরে ফেল সকল ভ্রম;
কভু ভ্রান্ত নাহি হও,
ভজ খ্রীষ্টে অনুক্ষণ।

৬

য়েশু খ্রীষ্টের কর স্তব
মহানন্দে অতিশয়;
য়েশু নাম সুমধুর রব
ঘুচায় তাবৎ মনের ভয়।

৩১১ ১ 7. 7.

প্রভুর কর ধন্যবাদ
উপরিস্থ স্বর্গেতে;
কর স্তব ও হর্ষনাদ
নিম্ন ধরামণ্ডলে।

২

তিনি কার্য্যে বলবান,
তিনি প্রেম ও দয়াময়।
তাঁরই কর স্তুতিগান,
ভদ্র, ক্ষুদ্র, সমুদয়।

৩

যুবা, বৃদ্ধ, বনিতা,
ভজনায় একত্র হও।
প্রভুর নিত্য মহিমা
ভক্তিসহকারে গাও।

৪

স্বরে, বাদ্যে, সর্ব্বজন,
কর মহানন্দের নাদ।
ওহে সর্ব্বপ্রাণিগণ,
প্রভুর কর ধন্যবাদ।

---

৩১২ ১ 7. 7.

ওহে য়েশু প্রিয়তম,
মম তরে বিদ্ধ যে।
তুমি বন্ধু অনুপম,
অন্য নাহি জগতে।

২

পাইলে তব পরিচয়,
জন্ম হবে ফলবান।
সেই মাত্র স্বর্গ হয়,
যথায় তুমি দৃশ্যমান।

৩

প্রভো, তব বিরহে
বাঁচিলেও জীবন নাই।
তুমি নিকট থাকিলে,
মরিয়াও জীবন পাই।

৪

ওহে প্রেমের উনুই,
সদা আপন আত্মা দেও।
সুখ ও শান্তি তোমারই;
প্রভো, তুমি আমার হও।

---

৩১৩ ১ C. M.

হে য়েশু মম প্রভুবর,
ও প্রাণের সর্ব্বস্ব,
দিবসে তুমি দিবাকর,
ও রাতে নক্ষত্র।

২

যদিও তিমির অতি ঘোর,
তোমাতে দীপ্তি হয়।
তুমিই দুঃখ তমোহর,
ও তুমি সূর্য্যোদয়।

৩

শ্রীয়েশু যদি আমার হন,
ভয় করি কিসে আর?
স্বর্গেতে থাকে মম ধন,
অনন্ত অধিকার।

৪

মরণে তবে হানি নাই,
নাই পরলোকে ত্রাস।
এ মাত্র যদি আমি পাই;
শ্রীয়েশুর সহবাস।

৩১৪ ১ 6. 5.

সুন্দর বড় সুন্দর
যতনের রতন
য়েশু নাম মনোহর,
নয়নের অঞ্জন।
শুনি বারে বারে
প্রিয় য়েশু নাম,
পূর্ণ করিবারে
আমার মনস্কাম।

২

জন্ম সার্থক করি,
আনন্দ অপার!
যখন ওষ্ঠে ধরি
য়েশু নাম আমার।
তখন যায় অন্তরে
অন্তর-যাতনা;
ভাসি সুখ সাগরে
পাই সান্ত্বনা।

৩

য়েশু হে গুণধাম,
বিপত্তি-নাশন!
তোমারে ডাকিলাম,
বিশ্ব-বিনোদন!
আজি তব পায়ে
এই নিবেদন,
দেও এ অনুপায়ে
পরিত্রাণ-রতন।

৩১৫ ১ 7. 6.

খ্রীষ্ট য়েশু নামের স্মরণ
কি মনোরম্য হয়!
এ দুঃখী অন্তঃকরণ
তাহাতে শান্তি পায়।
খ্রীষ্ট য়েশু নামের তুল্য
আর কোন শব্দ নাই;
তায় সান্ত্বনা অমূল্য,
ও তৃপ্তি সর্ব্বদাই!

২

সন্তপ্ত চিত্তের আশা
দয়ালু য়েশু হে,
না পারে কোন ভাষা
তোমারে বর্ণিতে;
দুর্ব্বলের শক্তি তুমি;
দীনহীনের মিত্রবর;
পাপতাপীর পুণ্যভূমি,
শয়তানের ধ্বংসকর!

৩

হে ক্রুশে হত খ্রীষ্ট,
শুনিও প্রার্থনা।
হউক এই মন নিবিষ্ট
তোমাতে সর্ব্বদা!
ভবে যে উপায় অন্য,
তায় কিছু নাহি সার;
হও তুমি পথ ও পুণ্য—
ও নিত্য পুরস্কার!

৩১৬

National Anthem.] ১ P. M.

রাজাদের মহারাজ!
ভবিষ্যৎ ভূত ও আজ,
চিরকাল সেই।
স্বর্গ যাঁর সিংহাসন,
ভব যাঁর পদাসন,
হে সর্ব্বশক্তিমান,
প্রকাশিত হও।

২

স্বর্গ কি পৃথিবী,
সকলই তোমারই;
লও হে সব!
করিতে অধিকার
কত বিলম্ব আর
করিবে? প্রভো হে,
প্রসন্ন হও?

৩

সমুদ্র জলেতে
যেমতি পূর্ণ হয়,
ভব সেইরূপ
ঈশ্বরের মহিমার
জ্ঞানেতে পূর্ণ হউক।
মহীয়ান হইবে
পৃথিবী সব।

৩১৭

Moscow.] ১ P. M.

য়েশু খ্রীষ্ট পরম নাম,
সে সর্ব্বগুণধাম,
জগতের ত্রাণ।
কর তাঁর মহাস্তব
অতি আনন্দ রব,
পাপি হে, আইস সব
গাও এই গান।

২

যিনি দেন আপন প্রাণ
করিতে পাপীর ত্রাণ,
জয় জয় হউক তাঁর।
জগতের সর্ব্ব জন,
য়েশুর অতুল্য গুণ
গান কর সর্ব্বক্ষণ,
ভুল না আর।

৩

প্রকাশ হউক য়েশুর নাম
ব্যাপিয়া সর্ব্বধাম;
কিবা গুণ তাঁর!
সুগন্ধ পুষ্পের ঘ্রাণ
যেমতি পূরায় স্থান,
তেমন, হে দয়াবান,
হও সুখকর।

৩১৮

There's a land.] ১ P. M.

খ্রীষ্ট য়েশু নাম কিবা সুধাময়!
প্রাণ জুড়ায় মধুর নাম শ্রবণে।
এ তাপিত অন্তর সুশীতল হয়
নাম সুধা হৃদয়ে বর্ষণে!

Chorus.

মধুর নাম, যীশু নাম,
গুণধাম! প্রাণ জুড়ায় শ্রবণে।

২

এ অন্তর কেমন সুস্নিগ্ধ হয়
খ্রীষ্ট য়েশুর অমূল্য রুধিরে।
পাপ তাপিত অন্তরে সুখোদয়!
পাই শান্তি সে নামে অচিরে।

৩

পাপ কুষ্ঠ ব্যাধি যে দুর্নিবার,
হয় তাহে অমনি উপশম।
অমূল্য ঔষধ কি চমৎকার!
খ্রীষ্ট য়েশু প্রাণের কি প্রিয়তম!

৪

সে প্রিয় নাম কি আর ভুলিব?
প্রাণ থাকে এ দেহে যত ক্ষণ?
হৃদয়ে গাথিয়ে রাখিব
সে প্রিয় মহামূল্য রতন।

৫

আনন্দ রসে প্লাবিত হয়,
এ হৃদয় নিকেতন অনুক্ষণ।
খ্রীষ্ট য়েশুর রক্তে হয় শান্তিময়
আমার এ দগ্ধ হৃদয় ও মন!

৩১৯

Owen.] ১ C. M.

যে দিনে প্রথম শুনিলাম
খ্রীষ্ট য়েশুর মধুর রব,
আমার সন্তপ্ত অন্তরে
তায় শান্তি লাভ না হয়।

২

এ অসার জগৎ সংসারে
আড়ম্বর যত হয়,
আমার সন্তপ্ত অন্তরে
তায় শান্তি লাভ না হয়।

৩

চক্ষু ও মাংসের অভিলাষ,
সংসারের গর্ব্ব সব,
তায় কেবল বাড়ে মৃত্যুর ত্রাস,
নাই শান্তির অনুভব।

৪

মোর তুল্য দীনহীন পাপী জন
না ছিল অন্য আর;
আর এখন আমার মলিন মন
তাঁর রক্তে পরিষ্কার।

৫

তাঁর ক্রুশের তলে বসে রই,
না তাঁরে ছাড়িব;
সেই ক্রুশটী হেরি সর্ব্বাই
প্রাণ সার্থক করিব!

৩২০ ১ P. M.

যেশু, মম পরম ধন,
যেশু, পরম বন্ধু।
করে মম পরিত্রাণ
তব দয়া সিন্ধু।
প্রভো হে, তোমাকে
আমি যেন ভজি,
কভু নাহি ত্যজি।

২

যখন এই মর্ত্ত্য লোক
দগ্ধ হইয়া যাবে।
পাপিগণে মহাশোক
মহাত্রাস ও পাবে,
প্রভো হে, তোমাতে
আমার অন্তঃকরণ
তদা লবে শরণ।

৩

জগতীস্থ মান ও ধন
ক্ষণমাত্র রহে।
মর্ত্ত্য সুখ ও আমোদন
আমার হৃষ্ট নহে।
প্রভো হে, তোমাতে
আমার অনুরক্তি,
এবং নিত্য ভক্তি।

৩২১ ১ 7. 6.

হায়, যেশুকে দিব!
তিনি তো মম ধন;
তাঁর প্রীতিতে অতীব
আকৃষ্ট হইল মন।
হে প্রভো, তব জ্যোতিঃ
মোর অন্তরে জ্বালাও;
যাহাতে তোমার প্রীতি,
আমাকে তা শিখাও।

২

মোর বন্ধন করি' ছেদন
খ্রীষ্ট যেশু মুক্তি দেন;
যে লজ্জায় ছিলাম মগন,
তা তিনি খণ্ডিলেন।
সুসম্মান এখন পাইলাম,
আর স্বর্গস্থায়ী ধন;
যে সুখের অংশী হইলাম,
তার নাহি বিনাশন।

৩

হে যত ভারাপন্ন,
আর অনুতাপি জন,
কি হেতু হও বিষণ্ন?
কি হেতু ভীত মন?
দীন দয়াল ত্রাতা যিনি,
তাঁর কৃপা অনর্গল;
সুখ শান্তি দিবেন তিনি,
মুছাইয়া নেত্রজল।

৩২২

Himmel.] ১ 8. 7. 7. 7.

যেশু খ্রীষ্টে কর স্মরণ,
যিনি স্বর্গ ত্যজিলেন ;
রক্ত মাংস কর্‌তে গ্রহণ
মর্ত্ত্য ধরায় আসিলেন ;
হইলেন তোমার তুল্য নর ;
তাঁরে চিন্ত নিরন্তর।

২

যেশু খ্রীষ্টে কর স্মরণ,
যিনি দুঃখে ভ্রমিলেন ;
দারুণ নিন্দা ক্রুশে মরণ
তোমার জন্য সহিলেন,
সাধিবারে তোমার ত্রাণ
আপনি হইলেন বলিদান !

৩

যেশু খ্রীষ্টে কর স্মরণ,
যিনি জীবন আনিলেন ;
মোচন করি মৃত্যুবন্ধন
পিতার পার্শ্বেবসিলেন ;
পাপ ও মৃত্যু করেন জয়
তোমার যেন শান্তি হয়।

যেশু খ্রীষ্টে কর স্মরণ,
যিনি ত্বরায় আসিবেন ;
শত্রুদিগের করে দমন
নরের বিচার করিবেন ;
তোমার পাপের হইলে ক্ষয়,
নাহি হইবে বিচার ভয়।

৫

যেশু, তোমার দয়াগুণে
প্রদান কর এই বর,
যেন তোমার প্রেমের ধ্যানে
রত থাকি নিরন্তর ;
নিকট হইলে মৃত্যুরাত,
স্মর আমায় হৃদয় নাথ !

৩২৩

H. C. ১ L. M.

আনন্দ রবে, মানব সব,
গাও সৃষ্টিকর্ত্তার স্তুতিস্তব ;
তিনি একমাত্র ত্রাণেশ্বর ;
ও আশ্রয়গিরি নিরন্তর।

প্রেমবশে করিয়া সৃজন
আমাদের উত্তম পালক হন।
তাঁর পালের মধ্যে হইয়া মেষ
চরাণী পাইব সবিশেষ।

৩

সব আইস তাঁহার ভবনে
নিবিষ্ট হও তাঁর ভজনে ;
ও স্বীকার কর দিয়া মন
সর্ব্বোত্তম কেবল তিনি হন।

৪

গৌরবে তিনি মহীয়ান,
বিচিত্র তাঁহার প্রীতি দান ;
সব সৃষ্টি যদ্যপি হয় ক্ষয়,
তাঁর সত্য অবিনাশ্য রয়।

৩২৪ ১ 8. 7.

প্রভু যেশু খ্রীষ্টের তুল্য
কোথায় এমন গুণবান!
তিনি দিলেন প্রাণ অমূল্য
কি আশ্চর্য্য প্রেমের দান!

২

যেশু সত্য প্রেমের রতন,
তিনি সর্ব্বগুণধাম!
মন রে, রাখ করি' যতন
যেশু খ্রীষ্টের প্রিয় নাম!

৩

প্রভু যেশু ত্রাণের সেতু;
গাও হে তাঁহার গুণগান;
পাপীর পরিত্রাণের হেতু
তিনি দিলেন তনুপ্রাণ!

৪

যেশু জীবনদায়ী বৃক্ষ,
তাঁহা হইতে পাড় ফল!
তিনি পারমার্থিক ভক্ষ্য,
তাঁতে হয় অলৌকিক বল।

৫

যেশু সর্ব্বগুণমণি,
রাজ্য, শক্তি, গৌরব তাঁর!
আমি অতি অধম প্রাণী
বর্ণি কিসে গুণ অপার?

৩২৫ ১ 7. 7.

কত শত পশুর প্রাণ
হইল হোম ও বলিদান;
তাতে নাহি পাপের ক্ষয়,
নাহি মনের শান্তি হয়।

২

পশুর রক্ত ব্যর্থ দান;
খ্রীষ্টের রক্ত সাধে ত্রাণ;
তিনি ঈশ্বরদত্ত মেষ,
করেন সর্ব্ব পাপের শেষ।

৩

আমি মহাপাপী নর
তাঁহার শিরে দিয়া কর
তাঁহার উপর রাখি পাপ
করিতেছি অনুতাপ।

৪

পাপীর জন্য যত ক্লেশ
ভুগিলেন অপরিশেষ,
তাহা দেখে আমার মন
আশা করে অনুক্ষণ।

৫

দূর হইল আমার পাপ,
ঘুচে গেল অভিশাপ;
খ্রীষ্টপ্রেমে মজিলাম!
স্তুতি করি অবিশ্রাম।

৩২৬

Hanover.] ১ P. M.

খ্রীষ্ট প্রভুর যে স্তব,
তা ধ্বনিত হউক।
তাঁর মহিমার রব
সর্ব্বত্রই যাউক।
হে সূর্য্য ও শশি,
হে নক্ষত্রগণ,
হে দিবা ও নিশি
তাঁর কর স্তবন।

২

হে সাগর ও হ্রদ,
হে পর্ব্বত ও বন,
হে ক্ষেত্র ও নদ,
হে পশ্বাদিগণ,
হে ঈশ্বরের সৃষ্ট,
হে ক্ষুদ্র মহান,
হও সকলে হৃষ্ট,
আর গাইও গান।

৩

ভূমণ্ডলের নাথ
উপস্থিত হন;
ও ভৃত্যদের সাথ
স্বরাজত্ব লন।
খ্রীষ্ট যেশুর যে কার্য্য,
তা হবে না ক্ষয়;
তাঁর বল অনিবার্য্য
পায় সর্ব্বত্র জয়।

৩২৭

Silesia.] ১ P. M.

খ্রীষ্ট যেশু আমার প্রাণের প্রিয়,
বিশ্বস্ত বান্ধব স্নেহবান।
তাঁর প্রীতি সুধা রমণীয়
পান করি জুড়ায় তাপিত প্রাণ।
তাই করি আমার তনুমন
খ্রীষ্ট যেশুর করে সমর্পণ।

২

নাই হেন অন্য বন্ধু ভবে;
খ্রীষ্ট যেশুর তুল্য কোথা আর?
সম্পদে সহায় মিত্র সবে,
কে করে দুঃখের প্রতীকার?
তাই করি আমার তনু মন
খ্রীষ্ট যেশুর করে সমর্পণ।

৩

পাপ ভয়ে যখন আমি কাতর,
নাই হৃদে কোন শান্তির লেশ,
খ্রীষ্ট যেশু তখন আসি সত্বর
দান করেন হৃদে সুখ অশেষ
তাই করি আমার তনু মন,
খ্রীষ্ট যেশুর করে সমর্পণ।

৪

খ্রীষ্ট যেশু আমার পাপের কারণ
অমূল্য জীবন করেন দান।
এ দগ্ধ হৃদয় যাবজ্জীবন
তাঁর প্রীতি সুধা করে পান।
তাই করি আমার তনু মন
খ্রীষ্ট যেশুর করে সমর্পণ।

৩২৮

Safe in the arms. ১ 7. 6.

কি এমন সদয় ত্রাতায়
কদাচ ভুলিব ?
কি এমন জীবনদাতায়
অযত্নে ছাড়িব ?
আমার সম্মানের কারণ
তাঁর হইল অপমান ;
মোর অপরাধ নিবন্ধন
ত্যাগ করেন তনুপ্রাণ।

২

স্বপ্রেমের দিলেন প্রমাণ
তাঁর ক্রুশ-মরণে।
আমারে করেন আহ্বান
তাঁর প্রীতি গ্রহণে।
তাঁর প্রেমামৃত পানে
মোর আত্মা আপ্যায়িত !
পাই তাঁহার অধিষ্ঠানে
অনন্ত অক্ষয় হিত।

৩

হে প্রভো, যাবজ্জীবন
এই মাত্র মানি সার,
তোমারই দুঃখ মরণ
না কভু ভুলি আর ;
আর যখন বিলাসজালে
পাপাত্মা ভুলায় প্রাণ,
তোমারই ক্রুশের তলে
লই তখন আশ্রয় স্থান।

৩২৯

The great Physician. ১ P, M.

খ্রীষ্ট আমার আত্মার চিকিৎসক
প্রাণ শীতলকারী যেশু।
শোক ব্যথা দুঃখাবনাশক
প্রেমসুধা পূর্ণ যেশু।

Chorus.

মধুর নাম দূতগণে গায়,
মধুর নাম মর্ত্ত্য জিহ্বায়
মধুর সঙ্গীত এ ধরায়
যেশু প্রাণের যেশু।

২

পাপ তাপ সব করে বিমোচন
পাতকীর বন্ধু যেশু।
আজ শুন তাঁহার নিমন্ত্রণ
স্বর্গনাথ প্রভু যেশু।

৩

আজ শুন তাঁহার নিমন্ত্রণ
ডাকিছেন তোমায় যেশু।
পরিত্রাণ লয়ে অনুক্ষণ
দাঁড়ায়ে আছেন যেশু।

৪

হোক তোমার স্তব, হে বলিমেষ
হে বিশ্বাসপাত্র যেশু।
তোমার ঐ নামের গুণ অশেষ
প্রাণ ভালবাসে যেশু।

৫

হয় দেহ যবে বিসর্জ্জন,
হেরিব নেত্রে যেশু,
করিব তাঁহার সংকীর্ত্তন
জয় যেশু ! প্রাণের যেশু !

৩৩০

Crusade. ১ P. M.

কি সুন্দর, ত্রাণেশ্বর,
তব মুখ সুধাকর!
তব মধুর বাণী কি স্নিগ্ধকর!
জুড়ায় এ পাপজীবন;
আনন্দে মগন
হই, যখন পাই তব দর্শন।

২

প্রেম তব চমৎকার!
নাহি তুলনা তার।
শত্রুতরে কে প্রাণ
দেয় আপনার?
পাতকীদের তরে
ক্রুশের উপরে
প্রাণ দিলে নাথ অকাতরে।

৩

চিরদিন আমি,
য়েশু হৃদয়স্বামি!
হব তব প্রেমের অনুগামী।
চিরদিন এ ধরায়
পূজিব তোমায়;
দেও হেন শকতি আমায়!

৪

হে পরিশ্রান্ত জন,
শোক ও তাপে মগন,
য়েশুর নিকট কর আগমন।
লও বিশ্রাম পরাণে।
অমৃত দানে.
সন্তৃপ্ত করিবেন প্রাণে।

৩৩১

We praise Thee. ১ P. M.

হে পিতঃ করি
তব প্রশংসা গান
নিজ পুত্রে ভবে
করিলে সম্প্রদান।

Chorus.

হাল্লেলুয়া, তোমার গৌরব!
হাল্লেলুয়া আমেন।
হাল্লেলুয়া, তোমার গৌরব!
উজ্জীবিত হোক মন।

২

গাই তব সঙ্গীত
পুণ্য আত্মার কারণ;
ত্রাণকর্ত্তায় যিনি
করিলেন প্রদর্শন।

৩

সব গৌরব স্তুতি
হত মেষশাবকের;
লন যিনি শিরে
সব পাপ তাপ মানবের।

৪

উজ্জীবিত হোক মন;
হৃদয় প্রেম পূর্ণ হোক।
প্রেম হুতাশনে
উদ্দীপ্ত হোক সব লোক।

৫

উজ্জীবিত হোক মন;
জাগাও মৃতজনে।
খ্রীষ্টচরণ তলে
সব আইসুক এক্ষণে।

৩৩২ ১ ৪. ৭.

হইলেন যেশু মম ত্রাতা,
মনে কেমন সুখোদয়!
তিনি চিরজীবন দাতা,
কেন তবে করি ভয়?

২

শত্রু যদি হিংসা করে,
তিনি থাকেন অনুকূল।
আপদ বিপদ যদি ঘেরে,
তিনি আমার আশামূল।

৩

সুখে দুঃখে তাঁহার উক্তি
আমায় দেয় সুচেতনা।
অটল তাঁহার মহাশক্তি,
তাতে করি ভরসা।

৪

যাবৎ থাকে মর্ত্ত্য দেহ,
যেশু, তব স্তুতি গাই।
শেষে কর অনুগ্রহ,
তব দর্শন যেন পাই।

---

৩৩৩ ১ C. M.

প্রভুই মম পালক হন;
এ হেতু অভাব নাই।
সুক্ষেত্রে তিনি বিশ্রাম দেন
প্রশান্ত জলে ঠাঁই।

২

মোর অবোধ আত্মা ভ্রমিলে,
তিনিই তা ফিরান।
ও স্বীয় নামের গুণেতে
সুপথে লইয়া যান।

৩

ঘোর মৃত্যুচ্ছায়ার মধ্যে যাই,
তথাপি নাহি ভয়।
তাঁর যষ্টি দ্বারা রক্ষা পাই;
তাঁর সঙ্গে সাহস হয়।

৪

তাঁর কৃপা প্রতি দিবসে
হয় আমার অনুচর।
আর আমি তাঁর নিকেতনে
থাকিব নিরন্তর।

৩৩৪

O! how He loves. ১ P. M.

পরম প্রেমী যেশু ত্রাতা;
তাঁর প্রেম অপার।
তাঁহার তুল্য নাহি ভ্রাতা,
নাই বন্ধু আর।
বহুজনে প্রিয় চলে,
কিন্তু প্রীতি শীঘ্র টলে;
যেশুর স্নেহ নাহি বলে,
তাই করি সার।

২

পারেন তিনি মাত্র নিতে
মোর দুঃখ ভার।
অন্য কেহ নারে দিতে
স্বর্গাধিকার।
মন হে, তাঁকে নাহি ত্যজ;
দিনে দিনে তাঁকে ভজ;
তাঁরই প্রেমানন্দে মজ;
মুগ্ধ

৩৩৫

Weilich Jesu. ১ P. M.

আমার সুখের নাহি শেষ!
আমি প্রভু যেশুর মেষ;
তিনি আমার পালক প্রিয়,
তাঁর চরাণী রমণীয়;
তিনি ধরেন আমার নাম;
আমি কেমন ভাগ্যবান্!

২

তাঁহার শাসন কঠিন নয়,
সুখে আমার জীবন যায়;
লাগে ক্ষুধা আমার যখন,
কিছুর অভাব নাহি তখন;
যখন আমি তৃষিত হই,
অমনি জীবন বারি পাই!

৩

আমি প্রভুর ধন্য মেষ;
তাঁহার কাছে সুখ অশেষ।
আবার অল্পদিনের পরে
আমি মেষপালকের ক্রোড়ে
পাইব নিত্য আরাম স্থান
আমি কেমন ভাগ্যবান্!

৩৩৬

Wargon. ১ P. M.

"যেশু" কি উৎকৃষ্ট নাম!
ভবে তাহার নাহি তুল্য।
মনোদুঃখে সুবিরাম;
রোগে শান্তি বহুমূল্য।
অকিঞ্চনের অধিকার,
দয়া সমুদ্র অপার।

২

যদ্যপিও নাহি হয়,
ধনৈশ্বর্য্য কিম্বা বিদ্যা।
যেশু দিলে পরিচয়,
আশা কভু হয় না মিথ্যা।
তিনি অবিনাশ্য ধন;
তিনি বিদ্যা সনাতন।

৩

হেথা যদি কষ্ট হয়,
আমি কেন করি ভীতি?
দেহ যদি পাবে ক্ষয়,
টলে না শ্রীযেশুর প্রীতি।
সুখে ত্যজি মর্ত্ত্যধাম,
মনে করে যেশু নাম

৩৩৭

Schurr No. 25. ১ P. M.

প্রভু যেশু ত্রাতাবর,
মম সুখ ও শোভাকর,
তুমি আছ মৃত্যুনাশক,
জীবনদীপ্তি সুপ্রকাশক।
তব নামে শতবার
আমি করি নমস্কার।

২

তুমি কত যন্ত্রণা
মম তরে সহিলা।
অপবাদ ও নিন্দা কথা
মনস্তাপ ও মনোব্যথা।
তব নামে শতবার
আমি করি নমস্কার।

৩

য়েশু, তব দণ্ডভোগ
নাশে মম পাপ ও রোগ।
তব মহা অবনতি
আমার হৈল পরম গতি।
তব নামে শতবার
আমি করি নমস্কার।

৩০৮

Luther's Hymn. ১ P. M.

স্বর্গস্থ পিতার সম্মান হউক,
সব গুণের যিনি আকর;
তাঁর নামে স্তুতি করা যাউক,
প্রেম রসের যিনি সাগর।
এই বিশ্ব তিনি রচিলেন,
ও প্রাণী মাত্রে সৃজিলেন,
তাঁহাকে কর আদর।

২

সূর্য্য ও চন্দ্র তারাগণ
তাঁর তেজে পাইয়া শোভা
গগনে চলে অনুক্ষণ,
প্রকাশে তাঁহার প্রভা;
তাঁর কৌশল কত চমৎকার
সব সৃষ্টি করে সুপ্রচার,
তাঁহাকে কর আদর।

৩

স্বর্গস্থ পিতা নিয়ত
নিজ লোকের করেন পালন
তাঁহাদের অভাব সতত
স্বদয়ায় করেন পূরণ।
সব দুঃখে দেন সুসান্ত্বনা,
ও গ্রাহ্য করেন প্রার্থনা;
তাঁহাকে কর আদর।

৪

ঘোর দুঃখে হইয়া অভিভূত
করিলাম কাতরোক্তি!
পাঠাইলেন তিনি স্বর্গদূত,
অচিরে পাইলাম মুক্তি;
প্রায় যখন মৃত্যু করে গ্রাস,
তাঁর ত্রাণরূপ হস্ত হয় প্রকাশ
তাঁহাকে কর আদর।

৩৩৯

টোড়ী।—কাওয়ালী।

মধুমাখা য়েশু নাম
করিব কীর্ত্তন;
য়েশু নাম ধ্যান চিন্তা
যাবত-জীবন।

১

নামের মাহাত্ম্য কত!
নাম-বলে কত শত
মৃতজনে পলকেতে
পেয়েছে জীবন।

২

পাপের গরলে যারা,
হয়েছে জীবন হারা,
য়েশু নাম সুধাপানে
বাঁচায়ে এখন।

৩

পাপ-রোগ প্রতিকার
এমন নাহিক আর!
এ নামে সকল জ্বালা
হয় নিবারণ।

৪

এই ভালবাসা নাম
গাব আমি অবিশ্রাম!
সেই নাম হবে মম
কণ্ঠের ভূষণ।

৩৪০

ঝিঁঝিট—আড়া।

কি দিয়ে পূজিব ঐ শ্রীচরণ!
ওহে যতনের ধন।
(আমার) কি আছে, কি দিব?
কি দিয়ে তুষিব?
কিরূপে সাধিব, সাধনের ধন।

১

দেহ প্রাণ আত্মা
তোমারি প্রসাদে
পেয়েছি হে সব
তব আশীর্ব্বাদে
ধন, যশঃ, মান তব দান।
(কহি) আমার আমার,
পুত্র পরিবার,
সকলি তোমার,
প্রেমের লক্ষণ।

২

নাহি, নাথ, মম
কোন গুণ পুণ্য;
নরাধম আমি;
ধর্ম্ম ভক্তি শূন্য;
অতি দুরাচার মন আমার।
(মম) এই ভ্রষ্ট মন
করি' সংশোধন
কর হে গ্রহণ;
এই আকিঞ্চন।

৩৪১

আলেয়া।—একতালা।

কর সবে দিবানিশি
যেশু সঙ্কীর্ত্তন!
যেশু নামে পায় নরে
অনন্ত জীবন।

১

বিনা সেই যেশু নাম
নাহি আর কোন নাম।
সেই নামে পাইয়াছি
পাপ বিমোচন।

২

যেশু নামে শান্তি পাবে,
মনোদুঃখ দূরে যাবে;
সেই নামে স্বর্গপুরে
হইবে গমন।

৩

ওহে যেশু, তব নাম
পূর্ণ করে মনস্কাম;
ঐ নামের গুণে দয়া
কর বিতরণ।

৪

তব নাম চিরদিন
গা'ব আমি নিশি দিন;
হৃদে গাঁথি' রাখিব সে
পরম রতন।

৩৪২

দীপক।—আড়া।

তোমা ছাড়ি' কোথা, নাথ,
করিব প্রয়াণ?
হৃদয়ে সান্ত্বনা আর
কে করিবে দান?

১

কেবা আছে তব সম?
কে বুঝিবে ব্যথা মম?
হৃদি খুলে কোথা দুঃখ,
করিব বাখান?

২

মনোদুঃখ বহ্নি সম,
কে করিবে উপশম?
এ পাপ যাতনা কেবা
করিবে নির্ব্বাণ!

৩

করি' দুঃখ অবসান,
কেবা কোলে দিবে স্থান?
কেবা অশ্রু মুছাইয়ে
তুষিবে এ প্রাণ!

৪

নাহি নাথ, তোমা সম,
প্রাণ বন্ধু প্রিয়তম;
এ হেন বান্ধবে চির
সঁপিব পরাণ।

৩৪৩

সুরঠমল্লার।—আড়াঠেকা।

তোমার করুণা, প্রভো,
করিলে স্মরণ,
বিস্ময়েতে মুগ্ধ প্রায়
হয় মম মন।

১

বর্ণ কি বর্ণিতে জানে?
যেরূপ করুণা দানে
অসহায় এ সন্তানে
করিয়া ছিলে পালন।

২

যখন অজ্ঞান আমি,
না জানি জগত-স্বামী,
কত দয়া, প্রভো, তুমি
করেছিলে বরষণ।

৩

যৌবন জলধিপরি
তোমার করুণা তরি
পাইয়া হে আমি তরি,
নতুবা হত পতন।

৪

জীবনে মরণে মন
না হইবে বিস্মরণ
তোমার নামের গুণ
করিবারে সঙ্কীর্ত্তন।

৩৪৪

ললিত।—আড়া।

কি সুন্দর, প্রাণনাথ,
হেরি তব চন্দ্রানন!
অমিয় বচনে তব
জুড়ায় তাপিত মন।

১

তব প্রেম ওষ্ঠাধরে
সদা শান্তি সুধা ক্ষরে;
পাপ তাপ ব্যথা হরে;
জুড়ায় দগ্ধ জীবন।

২

তব প্রেম সুধাপানে
পরিতৃপ্ত করি প্রাণে;
কি অপূর্ব্ব প্রীতি দানে
তুষিতেছ পাপ মন!

৩

তব মধুমাখা কথা,
দূর করে মনোব্যথা,
অহর্নিশি যথা তথা
স্মরি তাহা অনুক্ষণ।

৪

করি, নাথ, নিবেদন,
চির যেন এ নয়ন
তোমার মুখারবিন্দ
করে সুখে নিরীক্ষণ।

৩৪৫

ভৈরবী।—আড়াঠেকা।

কোথা আর যাব প্রভো,
তোমা ছাড়ি কোথা যাব ?
তুমি হৃদয়রতন !
তোমা হেন কোথা পাব ?

১

কাহারে সঁপিব মন ?
কেবা আছে হেন জন ?
তোমা বিনা কোথা আর
তাপিত প্রাণ জুড়াব ?

২

তুমি ঈশ্বরনন্দন ;
পথ, সত্যতা, জীবন।
অনন্ত জীবন আমি
তোমা ছাড়ি কোথা পাব ?

৩

তুমি হে স্বর্গের দ্বার,
মুক্ত আছ অনিবার ;
তোমা দিয়ে স্বর্গধামে
পিতার নিকটে যাব।

৪

করি' করুণা প্রদান
সাধিয়াছ পরিত্রাণ।
আহা ! তার পরিশোধে
তোমারে কি ধন দিব ?

৩৪৬

বিভাস।—কাওয়ালী।

ভুলিতে কি পারি তাঁরে ?
যিনি নিজ প্রাণ দিয়ে
তারিলেন অভাগারে।

সেই নাথ মহীয়ান
মম চিন্তা, মম ধ্যান ;
জীবন থাকিতে আমি
ভুলিতে কি পারি তাঁরে ?

২

অপূর্ব্ব করুণা তাঁর,
নাহিক তুলনা যার ;
খুঁজিলে এমন প্রেম
কোথা পাব এ সংসারে ?

৩

তিনি মম হৃদয়েশ,
তাঁর পীরিতি অশেষ !
অপার করুণা তাঁর,
বল, কে বর্ণিতে পারে ?

৪

নাহি চাহি কোন ধন,
পেয়েছি যে প্রিয় জন ;
কণ্ঠহার করি আমি
রাখিব নিয়ত তাঁরে।

৩৪৭

খাম্বাজ।—কাওয়ালী।

মরি কি সুন্দর! আহা কি মধুর,
মধুমাখা য়েশু নাম!

১

পরাণ-তোষণ হৃদি বিনোদন!
শ্রবণে সুখদ অবিরাম।

২

আঁধার ভুবনে আলোক নয়নে,
পথের সম্বল য়েশু নাম।

৩

যবে হয় মন শোকেতে মগন,
পাই তাহে শান্তি অবিশ্রাম।

৪

য়েশু নাম সার করিব এবার;
হৃদে গাঁথি রাখিব ঐ নাম।

৩৪৮

লক্ষ্ণৌ গজল।—ঠুংরী।

ওহে পাতকি জন.লও তাঁর শরণ,
পাপী তাপী কারণ যাঁর অবতরণ।

১

যিনি গৌরব যুত. পরমেশ্বর সুত,
দিব্য দূত অযুত, পূজে যাঁর চরণ।

২

যিনি স্বর্গ ত্যাগী, নরদুঃখ ভোগী,
নর মুক্তি লাগি, হন ক্রুশে নিধন

৩

যিনি কত অজ্ঞান, মৃত নর সন্তান
করি দীপ্তিপ্রদান,দেন নিত্যজীবন।

৪

য়েশু প্রেমসাগর,য়েশু পুণ্যআকর,
য়েশু ত্রাণভাস্কর.সুখশান্তি নিধান।

৩৪৯

খাম্বাজ।—কাওয়ালী।

নাথ, তোমার করুণা
সদা পড়ে মনে।
প্রাণাধিক প্রিয় তুমি
মম নয়নে।

১

তুমি নাথ গুণধাম;
কি মধুর তব নাম।
সুধাসম বরিষণ
হয় শ্রবণে।

২

তুমি প্রাণাধিক প্রিয়;
তুমি চিরস্মরণীয়।
তব প্রেম সদা জাগে
এ পাপ মনে।

৩

অযোগ্য পাতকী আমি
হইয়ে বিপথগামী
ভ্রমিয়াছি এত কাল
মায়াকাননে।

৪

এ অধমে বাঁচাইতে
আসি পাপ-পৃথিবীতে
মম ত্রাণ সাধিয়াছ
ক্রুশমরণে।

৫

মম পাপদণ্ড যত
ভুগিয়াছ অবিরত;
প্রাণ দিয়ে বাঁচায়েছ
মম জীবনে।

৩৫০

পিলু।—পোস্তা।

আহা কিবা সুমধুর।
শুভধ্বনি পরিত্রাণ!
শ্রবণে জুড়ায়, তাপী
পাতকীর দগ্ধ প্রাণ।

১

হৃদয়েতে পাপানল
জ্বলে যার অবিরল,
ত্রাণ-বারি সুশীতল
করে তার দগ্ধ প্রাণ।

২

অনন্ত নরকালয়
যার জন্য মুক্ত রয়,
অবাধে সে মুক্ত হয়
ত্রাণ-সুধা করি পান;

৩

এস, সহ-পাপি সবে,
মিলি জয়ধ্বনি রবে,
ত্রাণেশের গুণ স্তবে
করি জয় জয় গান।

৩৫১

বাহার।—জৎ।

গাও হে নর দিবানিশি
বিভুগুণ আননে।
পেয়েছ করুণা তাঁর
কত ইহজীবনে।

১

মানবের দেহ প্রাণ
সকলি তাঁহার দান
বাঁচায়ে রাখেন তিনি
সুত সম পালনে।

২

তব তরে স্বর্গরাজ
সাধেন অদ্ভুত কাজ;
প্রেম ভরে মগ্ন রও
তাঁর গুণ স্মরণে

৩

গাও নর অনিবার
প্রশংসা সঙ্গীত তাঁর
চিরদিন বদ্ধ রও
তাঁর শুভ চরণে।

৩৫২

পিলু।—জৎ।

যীশু গুণ গাও হে সবে
গাও হে আনন্দ মনে।
যীশু নাম সুধা পানে
জুড়াইবে জীবনে।

১

তাঁহার প্রসাদ বলে
আছ বেঁচে ধরাতলে।
তুষিছেন সদা তিনি
সবাকার জীবনে।

২

জ্ঞান বুদ্ধি সমুদয়
তাঁর কৃপা হ'তে হয়।
তাঁহা বিনা কোন শুভ
নাহি মর্ত্ত্য ভুবনে।

৩

সেই যেশু দয়াবান
সাধেন তোমার ত্রাণ
উদ্ধারি পাতকিগণে
নিজ ক্রুশ মরণে।

৩৫৩

বেহাগ।—আড়াঠেকা

গাও সুমধুর স্বরে,
রে মম আতমা মন।
যেশুর রুধিরস্রোত
যাতে হ'লে প্রক্ষালন।

১

গাও রে সেই মনোরম
অনুপম যেশুরপ্রেম,
যাতে ডুবে তব সম
অধম পেলে জীবন।

২

গাও রে শত্রুর মাঝে,
দূর কর ভয়লাজে,
নাশরতী-সাজ সেজে,
গাও যেশুর ক্রুশ-রতন

৩

গাও সর্ব্ব সুহৃদসঙ্গে
মাতিয়া প্রেমতরঙ্গে,
নিরভয়ে নানারঙ্গে,
ছাড় যেশুর জয়তান।

৩৫৪

সুরট মল্লার।—আড়াঠেকা।

অযুতের মধ্যে যেশু,
পরম সুন্দর!
ভক্তজনে হৃদে রাখি'
জুড়ান অন্তর।

১

আহা কিবা রূপ তাঁরি!
দেখ দেখি আঁখিভরি।
হৃদয়ে রাখিয়া করি
পূজা তাঁরি নিরন্তর।

২

পাপীরে মার্জ্জনা করে
ভাসান প্রেমসাগরে,
পদতরি দিয়ে পরে
তরান করুণাকর।

৩

নিরুপায় নরদলে
নিস্তারিতে নিজবলে
ত্রাণনাথ ভূমণ্ডলে
মরিলেন ক্রুশোপর।

৩৫৫

পিলু।—জৎ।

আহা মরি! কি মধুর
ওহে যেশু, তব নাম।
যে নাম স্মরণে জীব
অনাসে পায় মোক্ষধাম।

১

পাপ-কুষ্ঠ মহাব্যাধি,
দেহে আসি ঘেরে যদি,
সে রোগের মহৌষধ,
ওহে যেশু তব নাম।

২

শুদ্ধ তব নামের গুণে
দৃষ্টি পেলে অন্ধজনে,
প্রাণ পেলে মৃত জনে,
সর্ব্ব গুণের গুণধাম!

৩

পিতা পুত্র আত্মাবর,
ত্রিত্ব ভাবে বিরাজ কর;
মোদের কলুষ হর,
সিদ্ধ কর মনস্কাম।

৩৫৬

সিন্ধু।—আড়াঠেকা।

বাজ, রে হৃদয় বীণে,
অবিশ্রান্ত য়েশু বলে।
নাচ ওরে আত্মা মম,
সেই সঙ্গে তালে তালে।

১

প্রেম সুধা করে পান
মাত, রে আমার প্রাণ।
ছাড় ঈশ-গুণ তান,
ওহে মন, কুতূহলে।

২

যে প্রেম ঈশনন্দনে
দেখালেন গেৎসিমানে,
সেই প্রেম নানা তানে
প্রকাশ জগতীতলে।

৩

ক্রুশের যাতনা যত,
রে মম কঠিন চিত,
প্রেমে হয়ে বিগলিত
জানাও পাতকীকুলে।

৪

যে শোণিতে পরিষ্কৃত
হল তব পাপ যত,
সে শোণিতের গুণ কত,
বল রে হৃদয় খুলে।

৫

দ্বিদল সদল মাঝে
সাজ আজ নানা সাজে।
উড়াও প্রেমের ধ্বজে
শ্রীয়েশুর জয় বলে।

৩৫৭

ঝিঁঝিট খাম্বাজ।—আড়খেমটা।

কি আর কারে বল্‌ব, আহা!
যীশু-প্রেমে মন মজেছে।
কুল মান ধন প্রাণ!
সে চরণে বাঁধা আছে।
আমার যীশু চিন্তা, যীশু ধ্যান,
যীশু ধন, যীশু প্রাণ,
যীশু প্রেম সুধা করি পান গো
প্রাণ মোহিত হয়েছে!

১

যীশু-রূপ ক্ষণে ক্ষণে
হেরি এ পোড়া নয়নে;
কি শয়নে, কি স্বপনে,
সে রূপ সদা পড়ে মনে।
আমি দেহ প্রাণ সব সঁপেছি
প্রভু যীশুর রাঙ্গা পায়ে।
লয়ে ধন মান
আমি কি করিব গো?
সে সব ঐ চরণে বাঁধা গেছে।

২

প্রেম-রসে সিক্ত হয়ে
ধরি, যীশু, ও দুপায়ে।
দেখা দেও এ অনুপায়ে
এ প্রাণ তোমারহয়েছে।
ওহে তুমি আমার প্রাণসর্ব্বস্ব,
আমি তোমার, তুমি আমার।
হৃদি প্রেম সলিলে
গেছে গলে গো;
প্রাণ কি আমাতে আর আছে?

৩৫৮

খটভৈরবী।—একতালা।

পিতঃ, করি তব সংকীর্ত্তন।
তব স্তুতি করি মোরা সব;
কৃপানেত্রে সবে কর দরশন।

১

তুমি হে অনাদি, অনন্ত, অক্ষয়,
সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্বদয়াময়।
অপার মহিমা! নাহি তার সীমা,
তব প্রেমে পূর্ণ হেরি ত্রিভুবন।

২

এই দিব্য ধরা তোমার নির্ম্মাণ;
জীবজন্তু নর যত বিদ্যমান,
সবে অনুক্ষণ করিছ পালন;
দয়ার রক্ষণে রাখিছ জীবন।

৩

আমরা অযোগ্য তোমার সন্তান;
আমাদের সবে কর কৃপা দান।
যেন তব প্রতি করিয়া ভকতি
তব গুণ গান করি সর্ব্বক্ষণ।

৩৫৯

সিন্ধু।—একতালা।

সদা, মন, গাও গুণ তাঁর।
যাঁহার কৃপার নাহি পারাবার,
অনন্ত মহিমা যাঁর।

১

মোক্ষদ, শান্তিদ, ভ্রান্তি বিনাশন,
ভক্তিদ, শক্তিদ, শ্রান্তি নিবারণ।
দারিদ্র্য হরণ, দুরিত নাশন,
অনুপম প্রেম যাঁর।

২

অনন্ত, অচিন্ত্য, নিত্য নিরঞ্জন,
জনার্দ্দন, জনগণ-পরিত্রাণ,
পরম কারণ, সত্য সনাতন,
আদি অন্ত নাহি যাঁর।

৩

যাঁহার শরণ প্রাপণ কারণ
সদা সাধুগণ করে আরাধন,
কর, মম মন, তাঁর গুণ গান,
আনন্দে অনিবার।

৩৬০

কামুদ মল্লার।—ধ্রুপদ।

কি অপূর্ব্ব প্রেমকমল
তুমি জগতে আনিলে
করুণা করে, হে যেশু।
তাহার সৌরভে মগ্ন হইয়া সবে
অমৃতের লোভে একত্র মিলে।

১

স্বর্গ হতে এলে পাপীর লাগি,
জীবন বিলালে মরণ ভোগি;
কাল অধিকার, পাপ-কারাগার
হইতে উদ্ধার করিয়া নিলে।

২

দেখিয়া সকল মানব অনাথ
নররূপী হলে, ওহে নরনাথ;
পাপ কার্য্যে রত ছিলাম নিয়ত,
দিয়া স্বশোণিত মুক্ত করিলে।

৩

পাপীতাপী দুঃখী পীড়িত দুর্জ্জনে
উপকার কৈলে আপনার গুণে।
পাপের বিরুদ্ধ,দিলে আত্মা শুদ্ধ ;
নরক কৈলে রুদ্ধ, স্বর্গ খুলিলে।

৩৬১

খাম্বাজ।—মধ্যমান।

যেশু গুণ চিন্তনে মন
পুলকে পূরিত হয়!
তবে তাঁর দরশন
আহা, কি আনন্দময়!

১

সে নাম হ'তে মধুর
আছে কি হে নামান্তর?
যেশু খ্রীষ্ট ত্রাণেশ্বর
সর্ব্বোৎকৃষ্ট সুখময়।

২

অনুতাপীর আশাভূমি,
নম্রজনের ইষ্ট তুমি,
ভিক্ষুকের দয়ালু স্বামী,
ভক্তজনের সহৃদয়।

৩

যে জন তোমারে পায়,
তার কি সৌভাগ্য উদয়!
তব প্রেমে প্রেমী হয়ে
সতত আনন্দে রয়।

৩৬২

ইমনকল্যাণ।—ধ্রুপদ।

হে ধন্য ঈশ্বর নন্দন
পাপ বিনাশ কারণ!
অধমতারণ হে যেশু—

১

অখিল বিশ্বের পতি তুমি দয়াবান,
সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বদর্শী,সর্ব্বশক্তিমান!
প্রকাশিয়া নিজ দয়া
নর অবতার হইয়া
এ জগতে আসিয়া দিলা দরশন।
পতিত পাবন, হে যেশু—

২

ওহে যেশু, তুমি সব গুণের আধান;
অনাদি অনন্ত তুমি সকলপ্রধান।
পিতৃবক্ষঃস্থল ত্যাগি'
পাপিষ্ঠ নরের লাগি'
হইয়া তুমি অনুরাগী সহিলে মরণ।
প্রায়শ্চিত্ত কারণ,হে যেশু—

৩

কাতর কিঙ্করে কর করুণা প্রদান,
অন্তেযেন শান্তিধামে পাই পরিত্রাণ'
আমি অতি মূঢ়মতি,
কি জানি স্তব বিনতি!
স্বর্গদূত তব স্তুতি করে অনুক্ষণ;
দেহি শুদ্ধমন, হে যেশু—

৩৬৩

ঝিঁঝিট।—ঠুংরি।

সবে বল যীশুজয়,
যত দিন দেহে প্রাণ রয়।

১

কাঁপায়ে মেদিনী স্বরগ পাতাল,
সুগভীর জয়নাদে,
স্থাবর জঙ্গম ভূধর সাগর,
একতানে সবে গাও যীশুজয়

২

যাঁহার করুণা স্বরগকবাট,
দুরন্ত কলুষহারী ক্রুশকাঠ যাঁর,
মহিমা গরিমা ঘরে ঘরে গাও
তাঁরে বলে যীশুজয়।

৩

মরণযাতনা, পরলোকজয়
যে জন সদা সংহারে,
সবে মিলে তাঁরে মাতি প্রেমানন্দে
প্রশংসা বলে যীশু মৃত্যুঞ্জয়।

৪

কাঁপুক দ্যাবল, শুনুক বিদল,
দেখুক স্বরগদূত,
নরকযোগ্য মানবনিকর
গাইছে পেয়ে ত্রাণ, যীশুজয়।

৩৬৪

বাগেশ্রী।—আড়াঠেকা।

কি মধুর নাম তব!
হে যেশু করুণাকর,
জুড়ায় তাপিত হৃদয়,
বিনাশে কলুষভার

১

আঁখি নীর মুছাইতে
হৃদিক্ষত শুকাইতে,
ত্রাণতৃষা নিবাইতে,
যেশুনাম চমৎকার!

২

কাঙ্গাল-হৃদয়ধন,
অন্ধের নয়নাঞ্জন,
দুঃখীর মনোরঞ্জন,
পাপীর গলার হার।

৩

ও নাম পশিলে কাণে,
বন্দী শৃঙ্খল ছেঁড়ে টেনে,
স্বর্গ, মর্ত্ত্য, ত্রিভুবনে
এমন নাম কি আছে আর?

৪

গাও সবে তালে তালে,
যেশু যেশু যেশু বলে,
ব্যাপুক ও নাম ভূমণ্ডলে,
শুনুক সব পাপী নর।

সাধারণ।

(প্রার্থনা)

৩৬৫ ১ 7. 7.

আমি মহাপাপী জন,
অতি অধম দুরাচার;
শুন য়েশু, নিবেদন;
দয়া করি কর পার।

২

তোমা বিনা ভবে আর
আশা করি কাহাতে?
কর আমার উপকার,
প্রভু, আপন দয়াতে!

৩

মোচন কর আমার পাপ,
শুদ্ধ কর আমার মন;
আমি করি অনুতাপ,
নাই মোর তুল্য পাপী জন!

৪

য়েশু করেন আমার ত্রাণ,
তিনি খণ্ডেন আমার ভয়,
তাতে করি য়েশুর গান
হৃষ্ট হইয়া অতিশয়।

৫

যাবজ্জীবন য়েশুর নাম
আমি করিব প্রকাশ;
শেষে যাইয়া স্বর্গধাম
অমর হইব য়েশুর পাশ।

৩৬৬ 7. 7.

ওহে য়েশু ক্ষমবান,
শুন আমার নিবেদন;
আমি তোমার দয়া চাই,
তোমা বিনা মরে যাই।

২

পার্থিব সুখে হবে কি?
ধন ও সম্ভ্রম করে কি?
তাহা নহে নিত্যস্থায়ী;
য়েশু বিনা সন্তোষ নাই।

৩

অসীম বিভব যদি পাই,
তবু পাপের মোচন চাই;
তোমার পদতলে রই,
তোমা বিনা নষ্ট হই।

৪

আমি পাপী দীনহীন,
সাধু নাহি, ধর্ম্মে ক্ষীণ;
আমার কিন্তু এই প্রত্যয়,
খ্রীষ্ট্‌কে পাইলে মুক্তি হয়।

৫

প্রভু, টান সবার মন,
ইহা আমার নিবেদন;
যেন সবে রক্ষা পায়,
তোমার দ্বারা স্বর্গে যায়।

৩৬৭

Wargon. ১ P. M.

যেশু, তোমার পশ্চাৎ যাই,
আমায় সঙ্গে লয়ে চল।
তোমার কাছেই জীবন পাই;
অন্য কোথা যাব বল?
তুমিই সত্য, তুমিই পথ,
পূর আমার মনোরথ।

২

আমার হৃদয়-নিকেতন
তব প্রেমে উথলিল!
তব কান্তি বিমোহন
আমার চিত্ত হরে নিল!
যাবজ্জীবন তব সাথ
রহিব, হে প্রাণনাথ!

৩

পূজি তব পদদ্বয়,
তব নামে প্রণাম করি।
তব বলে করি' জয়
শমন অরি নাহি ডরি।
শয়তান শমন পরাজয়
করিয়াছ, মৃত্যুঞ্জয়!

৪

তোমায় করি আলিঙ্গন,
ওহে যেশু প্রাণের প্রিয়,
দেখাও আমায় অনুক্ষণ
তব শ্রীমুখ রমণীয়।
আমায় ফেলে যেও না,
তব চরণ ছাড়্ব না।

৩৬৮

Jesus Lover. ১ 7. 7.

প্রিয় ত্রাতা যেশু হে,
তব কোলে আমায় লও;
রাশি রাশি তরঙ্গে
তুমি আমার আশ্রয় হও।
রক্ষ তব আশ্রিত জন,
কর দয়ায় উপকার;
সদা কর সুরক্ষণ
অনাথ দীনহীন প্রাণ আমার।

২

আশ্রয় নাহি অন্য আর,
আমায় ছেড়ে দিও না।
শান্তি দিয়া অনিবার
কর আমায় সান্ত্বনা।
তুমি আমার আশার স্থান;
তোমা বিনা কোথা আর
তৃপ্ত হবে আমার প্রাণ?
কর আমার উপকার।

৩

তোমার প্রসাদ পেলে পর
আমার পাপের মোচন হয়।
তুমি চিত্তের স্বাস্থ্যকর,
সরল কর মোর হৃদয়।
নিত্যজীবনাকর হে,
আমায় জীবন কর দান;
আমার এই অন্তরে
সদা থাক বিদ্যমান।

৩৬৯ ১ 8. 7.

ওহে ঈশ্বর, তোমার দয়ায়
আমার নিত্য রক্ষা হয়।
পাইলে তোমার পদছায়ায়,
নাহি রহে আমার ভয়।
তোমার কৃপা মহাশ্চর্য্য,
নাহি তাহার তুলনা!
আমার অতি মন্দকার্য্য,
মোরে দণ্ড দিও না।

২

পাপী লোকে তারিবারে
তোমার করুণা অপার!
আপন প্রেমে কেবা করে
পাপী জনের উপকার?
ওহে ঈশ্বর পতিতপাবন,
অপবিত্র আমার মন।
আমার দুঃখ কর মোচন,
আমি বড় অভাজন।

৩

প্রভু যেশু, ক্ষমা কর;
তোমার কাছে দেও স্থান।
আমার ত্রুটি নাহি ধর,
রক্ষ এ পাপিষ্ঠের প্রাণ।
মৃত্যু কালের জন্য আমি
নিত্য প্রস্তুত হইতে চাই।
ওহে প্রভো, জগৎস্বামি,
তোমার আশ্রয় যেন পাই।

৩৭০ ১ 8. 7.

প্রভু যেশু, তোমার চরণ
পাপী লোকের মহাশ্রয়;
যে জন লইবে তোমার শরণ,
তারে তারিবে তোমার শরণ,
মহা অপরাধী হইয়া
তোমার লইয়াছি আশ্রয়;
প্রভু যেশু, কর দয়া,
তুমি সর্ব্ব দয়াময়।

২

প্রেমের সিন্ধু অধমতারণ!
করি তোমার গুণগান;
সাধিয়াছ পাপীর কারণ
বহুমূল্য পরিত্রাণ।
আমা সবে কৃপা কর,
ওহে ত্রাতা গুণবান;
প্রভু যেশু, রক্ষা কর!
তোমা বিনা নাহি ত্রাণ।

৩

পাপীর নিস্তার করিবারে
কেমন প্রেম প্রকাশিলে!
তুমি মানব অবতারে
পাপের দণ্ড ভোগিলে।
দিলে তুমি আপন রক্ত
পাপী লোকের ত্রাণের মূল
ওহে প্রভো, কর মুক্ত!
দেখাও আপন প্রেম অতুল।

৩৭১ ১ 7. 8. 4.

মরুভূমির মধ্য দিয়া,
প্রভো, মম নেতা হও,
বল ও শক্তি শূন্য আমি,
আমার হস্ত ধরি লও;
স্বর্গমান্না
প্রতি দিবসে যোগাও

২

জীবনদায়ী জলের উৎস
এখন যেন খেলা যায়;
স্তম্ভরূপী মেঘ ও অগ্নি
যেন মম পথ দেখায়।
দিবারাত্র
হইও রক্ষক ও সহায়।

৩

শেষে যর্দ্দন নদী তীরে
যখন করি পদার্পণ,
মোরে কর নিরাপদে
কিনান দেশে আনয়ন।
সেথা হইবে
নিত্য তব সঙ্কীর্ত্তন।

৩৭২

Darwell, 148. ১ P. M.

হে অশেষ গুণবান,
হে যেশু প্রিয়তম,
এ দীনে কর দান
সুখশান্তি অনুপম।
মোর মনস্কাম, ত্রাণকর্ত্তা হে,
সংসিদ্ধ কর সত্বরে।

২

ক্ষীণ, দুর্ব্বল শিশুর ন্যায়,
কি করি? করি কি কি!
স্বকীয় উপায় নাই;
মোর উপায় তোমাতেই।
মোর মনস্কাম, ত্রাণকর্ত্তা হে
সংসিদ্ধ কর সত্বরে।

৩

পিপাসিত ক্ষুধিত হই,
সন্তৃপ্ত কর হে,
না করিলে প্রাণ যায়
অসহ্য শোকেতে।
মোর মনস্কাম, ত্রাণকর্ত্তা হে,
সংসিদ্ধ কর সত্বরে।

৪

যা কিছু করি, তাই
কলঙ্কিত পাপেতে;
মোর পুণ্য কিছু নাই,
মোর আশা তোমাতে।
মোর মনস্কাম, ত্রাণকর্ত্তা হে,
সংসিদ্ধ কর সত্বরে।

৫

প্রাণ বিয়োগ যখন হয়,
মোর আত্মায় দিও স্থান!
আর শান্তি সুখ অক্ষয়
স্বর্গেতে কর দান।
মোর মনস্কাম, ত্রাণকর্ত্তা হে,
সংসিদ্ধ কর সত্বরে।

৩৭৩ ১ 7. 7.

ওহে য়েশু প্রীতিমান,
তব কোলে শরণ লই।
পারাবার তরঙ্গবান
দেখে ভীতমনা হই।

২

রক্ষ, রক্ষ, ত্রাতা হে,
মম ক্ষুদ্র তরণী।
কবে ইষ্টভূমিতে
পাইব মম বসতি ?

৩

সহচারী অন্য নাই
যাতে করি ভরসা।
শুদ্ধ তোমার সঙ্গে পাই
তপ্ত মনের সান্ত্বনা।

৪

তুমি হৈলে কর্ণধার
সুখে মম যাত্রা হয়।
ভবসিন্ধু হইয়া পার
পাইব মম পিত্রালয়।

---

৩৭৪ ১ 7. 7.

য়েশু তব নামেতে
আমরা সমাগত হই।
পাঠাও আপন আত্মাকে
তব দৃষ্টি যেন পাই।

২

তুমি নহিলে প্রকাশ
আমরা রহি দীপ্তিহীন।
মন্দ করি অভিলাষ
পরমার্থে থাকি ক্ষীণ।

৩

পিতার বাক্য, য়েশু হে,
তুমি হৃদয়ঙ্গম হও।
দীপ্তির দীপ্তি কৃপাতে
মনের অজ্ঞতা ঘুচাও।

৪

আমাদের অযোগ্যতা
তব গুণে যোগ্য হয়।
ভৃত্যগণের অর্চ্চনা
সিদ্ধ কর, দয়াময়।

৩৭৫ ১ L. M.

করুণাবন্ত পালক হে,
স্বপালে কর দৃষ্টিপাত।
ও প্রজাগণের উদ্ধারে
বাড়াইও এখন আপন হাত।

২

আমাদের অজ্ঞ মন ফিরাও
ও তব দীপ্তি কর দান।
হে নাথ, প্রসন্নবদন হও,
তায় আমরা পাইব পরিত্রাণ।

৩

দীনাবস্থা ও শোকেতে
হায় আমরা থাকি কত ক্ষণ !
এখনই ফির, প্রভো হে,
করিয়া শক্তি প্রকাশন।

৪

এ ভ্রমাসক্ত মন ফিরাও ;
আপনার আত্মা কর দান।
হে নাথ, প্রসন্নবদন হও,
তায় আমরা পাইব পরিত্রাণ

৩৭৬ ১ C. M.

হে প্রভো, শুন নিবেদন,
ঐ পদে নত হই।
তোমারই প্রসাদ তরে, নাথ;
একদৃষ্টে চেয়ে রই।

২

দোষ মোদের, দয়া তোমারই!
দীনগণে ত্যজ না।
সিংহাসন হইতে শুন আজ
ভৃত্যদের প্রার্থনা।

৩

অসংখ্য মোদের পিতৃপাপ,
নিজ পাপের সীমা নাই।
তথাচ বংশে বংশে, নাথ,
অসংখ্য কৃপা পাই।

৪

হায়! যখন মহা বিপদে
আচ্ছন্ন হয় এ দেশ,
কতবার তোমায় ডাকি, নাথ,
দেও শান্তি সুখ অশেষ।

৫

তোমার এই শান্তিপ্রদ হাত
লই আমরা শিরোপর;
তারস্বরে স্বীকার করি পাপ;
শোকপূর্ণ নিরন্তর।

৬

করুণায় কর নিরীক্ষণ,
দীনগণের অভাব সব।
সংশোধন করি শান্তিতে
দেও কৃপার অনুভব।

৩৭৭

Luther's Hymn. ১ P. M.

হে প্রভো, শোকে মগ্ন রই!
শুন হে আমার উক্তি;
তোমাতেই আমি শরণ লই;
আর কোথায় পাইব মুক্তি?
মানবের পাপ ও প্রত্যবায়।
বিচারে যদি ধরা যায়
কে কে এড়াইবে দণ্ড?

২

হে প্রভো, আমি যোগ্য নই,
যে তুমি হও প্রসন্ন;
হায়! কত রূপে দোষী হই,
ও কত পাপাপন্ন!
তোমার যে দয়া অতিশয়,
তন্মাত্রে আমার আশা রয়;
দয়াতে আমি বাঁচি।

মোর পাপের যত পরিত্রাণ,
ততোধিক য়েশুর পুণ্য।
তাঁহাতেই মম পরিত্রাণ,
সমর্থ নাহি অন্য।
তাঁর অঙ্গীকৃত করুণা
আমারে দেয় সুসান্ত্বনা
তাঁর করিব প্রতীক্ষা।

৩৭৮ S. M.

হে য়েশু দয়াবান,
অতুল্য তোমার গুণ ;
গাই যেন আমরা তোমার গান
উল্লাসে সর্ব্বক্ষণ।

২

আমি তো পাপীজন,
অত্যন্ত দুরাচার,
মোর অতি দুষ্ট অধম মন ;
কিরূপে হব পার ?

৩

হে মহা কর্ণধার,
করুণার তরিতে
ঐ পাপরূপ সাগর কর পার,
না মরি পাপেতে।

৪

তোমার তো প্রেম অতুল,
অনন্ত তোমার ত্রাণ,
এ ভবসিন্ধুর তুমি পুল,
আর ত্রাতা শক্তিমান।

৫

[illegible] সত্য অবতার,
সর্ব্বত্র ঘোষিত হউক,
তোমারই মঙ্গল সমাচার ;
ত্রাণ তাবৎ লোকে পাউক।

৩৭৯ L. M.

হে স্বর্গবাসি মহীয়ান,
পবিত্র পিতঃ স্নেহবান,
পবিত্র ভাব ও চেতনা
দেও যখন করি প্রার্থনা।

২

স্বর্গীয় দূতগণ অবিশ্রাম
পবিত্র করে তোমার নাম ;
এই পৃথিবীস্থ সেবক সব
শ্রদ্ধাতে করুক তোমার স্তব।

৩

খ্রীষ্ট য়েশুর রাজ্য পাউক জয়,
পাপাত্মার রাজ্য পাউক ক্ষয়।
হে য়েশু, আইস সত্বরে ;
কর্ত্তৃত্ব কর সর্ব্বত্রে।

৪

সুসিদ্ধ এই ক্ষিতিতে
হউক তোমার ইচ্ছা সর্ব্বত্রে।
এই অসার ক্ষিতির সর্ব্বস্থান
হউক স্বর্গের তুল্য পুণ্যধাম।

৫

সুস্থ শরীর জীবন প্রাণ
তা তোমার আশীর্ব্বাদের দান।
হে পিতঃ দৈনিক খাদ্যেতে
সন্তৃপ্ত কর সকলকে।

৬

অসংখ্য আমার দোষ ও পাপ,
সুশীতল কর মনস্তাপ।
ও ক্ষম আমার শত্রুর দোষ,
আর শান্ত কর তাহার রোষ।

পরীক্ষায় আমি করি ভয়,
পাপপঙ্কে পাছে পতিত হই ;
শয়তান না করুক আক্রমণ,
হে প্রভো, রক্ষ আমার মন।

৮

এই ভীষণ জগৎসাগরে
আর যত বিপদ ঘটিবে,
সব মন্দ হইতে কর ত্রাণ,
ও শেষে স্বর্গে দিও স্থান।

৯

হে পিতঃ, রাজ্য ক্ষমতা
ও গৌরব তোমার সর্ব্বথা
সুগ্রাহ্য কর বন্দনা
ও সফল কর প্রার্থনা।

---

৩৮০ ১ 8. 7. 4.

দয়া কর আমার উপর,
ওহে য়েশু দয়াবান ;
তুমি কর নরের নিস্তার,
তুমি সর্ব্বশক্তিমান।
শুন য়েশু, শুন য়েশু,
শুন আমার নিবেদন।

২

অন্ধকারে রহিয়াছি,
আমার মনে দীপ্তি নাই।
মন্দ পথে ভ্রমিয়াছি.
প্রভু, তোমার আশ্রয় চাই।
ত্রাণের সূর্য্য ওহে য়েশু,
তোমার দীপ্তি যেন পাই

৩

শরণ লইয়া তোমার নামে
তোমার কৃপায় পাইব ত্রাণ।
নীত হইয়া স্বর্গধামে
গাব তোমার স্তুতি গান।
হাল্লেলুয়া, ধন্য ধন্য,
য়েশু করেন পরিত্রাণ।

---

৩৮১ লুম-ঝিঁঝিট।—ঠেকা।

উপায় কি হবে আমার ?
তুমি না তারিলে, য়েশু,
কে তারিবে আর ?

১

নাহি তত্ত্বজ্ঞান তরি,
মত্ত হয়ে কাল হরি।
কেমনে এ ভবে তরি,
বিনা কর্ণধার!

২

অকুল ভব সাগর,
হেরে হৃদে লাগে ডর।
কাঁপে অঙ্গ থর থর,
না দেখি নিস্তার।

৩

শুনেছি, হে দয়াময়,
যে তব আশ্রয় লয়,
অনাসে সে পার হয়
ভব পারাবার।

৩৮২

খাম্বাজ।—জৎ।

অন্তর হইতে, য়েশু,
অন্তর হইও না।
তোমা বিনে ভক্তজন
ক্ষণেক প্রাণে বাঁচে না।

১
চারিদিকে শত্রুকুল,
হয়েছি ভেবে আকুল!
শুন, হে দায়ুদের মূল,
হৃদাসন ছেড়ো না।

২
সংসার-বাসনা যত,
কাম, ক্রোধ, লোভ, কত
দিতেছে অনবরত
অতিশয় যাতনা।

৩
বিপক্ষ যে মহাবল,
তাহে আমি হীনবল।
ওহে দুর্ব্বলের বল,
এ কিঙ্করে ত্যজ না।

৩৮৩

সিন্ধু।—মধ্যমান।

পদতরি দেহ, য়েশু,
এ ভব তুফানে।
অকুলে পড়িয়া, প্রভো;
ব্যাকুল হয়েছি মনে।

১
পাপরূপ মহা ঝড়ে
ক্রমশঃ তরঙ্গ বাড়ে।
নৈরাশ্য অর্ণবে পড়ে
মরি হে মরি হে প্রাণে।

দুস্তর ভব সাগরে
তোমা বিনা কে নিস্তারে?
রক্ষা কর ধরি করে
পাপে মগ্ন অকিঞ্চনে।

৩
দেহ দাসে চরণ তরি,
কৃপায় হও কাণ্ডারী,
হেরিয়া পাপ-লহরী
ভরসা নাহিক মনে।

৩৮৪

ইমন-কল্যাণ।—তিয়ট।

য়েশু, দেও হে দেখা
অধম পাতকিগণে;
ডাকিতেছি যোড়করে
লুটায়ে শির চরণে।

১
এসেছি তোমার দ্বারে
আজি বড় আশা করে।
কেমনে যাব হে ফিরে
তব প্রসাদ বিহনে?

২
তব যুগল চরণ
হৃদে করিয়া ধারণ
আঁখি নীরে অনুক্ষণ
ধোব, নাথ, সযতনে।

৩
তোমার বিচ্ছেদে প্রাণ
জ্বলিতেছে সর্ব্বক্ষণ।
জুড়াও, নাথ, নয়ন
আজি দর্শন প্রদানে।

৩৮৫

জংলা।—তিয়ট।

যেশু পদ তরি আরোহণ করি,
যাব ভব পারে।
যেশু বিনা আর কেবা করে পার
পারাবারে!

১

ভীষণ তরঙ্গ হেরে মন
হইয়াছে অচেতন,
কাঁপে ঘন ঘন!
আমি কিসে পার হব এবার?
যেশু কর্ণধার, কর হে উদ্ধার,
এ পাঁথারে।

২

নাহি ধন কড়ি মম করে,
বিনামূল্যে পার করে
লও হে কিঙ্করে।
আমি তব নাম, হে গুণধাম,
গাব অবিশ্রাম, যাবত রহে প্রাণ
এ সংসারে।
দীনহীনে বাঁচাবার তরে
প্রাণ দিলে অকাতরে
দস্যু ক্রুশোপরে।
হ'ল সবাকার পাপ-প্রতীকার।
নাহি সাধ্য আর সেই পাপাত্মার
নাশে কারে।

৩৮৬

বিভাস।—আড়া।

ওহে যেশু প্রাণবন্ধু
রহ সদা মম সনে।
তুমি যদি রহ কাছে,
ভীত নাহি হব মনে।

১

করিয়াছ অঙ্গীকার,
সঙ্গে রবে সবাকার;
যাবত জীবন, নাথ,
রহিবে ভকত-সনে।

২

প্রতিজ্ঞা পূরণ কর,
ভব শোক ভয় হর,
প্রবোধ সান্ত্বনা দিয়ে
সুস্থির কর জীবনে।

৩

সারা নিশি সারা দিন
হৃদয়ে হও আসীন।
অযোগ্য পাতকী বলে
ত্যজ না হে কদাচন।

৪

চির দিন তব পাশে
রহি যেন অনায়াসে।
করুণা বাৎসল্যে দাসে
কর সদা নিরীক্ষণ।

৩৮৭

দেওগিরি।—একতালা।

ওহে দয়াময় য়েশু মৃত্যুঞ্জয়,
হইয়ে সদয় শুন নিবেদন।
এই দীন জনে হের হে নয়নে;
কৃপা বরিষণে জুড়াও নয়ন।

১

তুমি দীননাথ অনাথের ধন,
বিপদ-কাণ্ডারী, পতিতপাবন,
নিত্য নিরঞ্জন, বিশ্ববিমোহন,
তব গুণে মুগ্ধ হয় মম মন।

২

এই ভিক্ষা নাথ, তব শ্রীচরণে,
তবপ্রতি ভক্তি যেন থাকে মনে;
তব প্রেমে মন করিয়া মগন
যেন করি তব গুণ সঙ্কীর্ত্তন;

৩

ধন,মান, সুখে নাহি প্রয়োজন।
রাখ মম প্রাণ তোমাতে মগন।
তব সেবা দাস হব এই আশ,
পূরাও দাসের এই আকিঞ্চন।

৩৮৮

পাহাড়ি।—আড়াঠেকা।

না তারিলে আমায়, নাথ,
আমার গতি কি হইবে?
তোমার মধুর নামে
সদা কলঙ্ক রহিবে!

১

আমি পাপী প্রধান,
আমারে করিলে ত্রাণ,
স্বর্গ মর্ত্ত্য ত্রিভুবনে
তব কীর্ত্তি প্রকাশিবে।

পীড়িতেরে বাঁচাইতে,
অন্ধেরে নয়ন দিতে,
এসেছিলে অবনীতে;
আমায় কেন না তারিবে?

৩

তোমার প্রতিজ্ঞা যত,
হলে কি বিস্মৃত নাথ?
করি বিনয় যুড়ি হাত,
জীবিত কর এ সবে।

৩৮৯

বেহাগ।—একতালা।

দয়াময়! কর মম
অবিশ্বাস প্রতীকার।
সুস্থির আত্মা নূতন
কর অন্তরে আমার।

১

তোমার সদাত্মা দিয়া
লহ পবিত্র করিয়া।
য়েশু শোণিতে ধুইয়া
আমারে কর উদ্ধার।

২

দিয়া বিশ্বাস অটল
মনেরে কর সবল;
বিতরি পুণ্য নির্ম্মল
নাশ মম পাপান্ধার।

৩

নাথ, তব ধর্ম্মআলো
আমার হৃদয়ে জ্বাল।
দাসে রাখ সদাকাল
পবিত্র পথে তোমার।

৩৭০

বেহাগ।—মধ্যমান।

প্রাণ তব প্রেম চায়।
রহে প্রাণ, প্রাণনাথ,
তব প্রতীক্ষায়।

১

মম প্রাণনাথ তুমি,
হৃদয়ের আশা-ভূমি,
তব করে সঁপি মম
প্রাণ মন কায়।

২

সম্পদ দুঃখ সঙ্কটে
থাক মম সন্নিকটে ;
মোহ মায়া ভ্রমে যেন
না ভুলি তোমায়।

৩

হৃদি সিংহাসনে বসে ;
থাক যামিনী দিবসে,
পাপাত্মা হৃদয়ে যেন
প্রবেশ না পায়।

৪

শেষে সে আসন্ন কালে
যখন ঘেরিবে কালে,
সে সময়ে দরশন
দিও হে আমায়।

৩৭১

ইমন।—তিওট।

পর ব্রহ্ম সনাতন
নির্ব্বিকার নিরঞ্জন।
দীনহীন তোমায়
ডাকে ঘনে ঘন।
আমরা পাপাধীন যত জন
করি আজি সঙ্কীর্ত্তন ;
স্তব স্তুতি ধন্যবাদ
কর শ্রবণ।

১

এ সভায় অধিষ্ঠান
কর, যেশু কৃপাবান।
আশ্রিত জন সকলে
কর হে অভয় দান।
হে সর্ব্বশক্তিমান,
তোমায় দিতে সম্মান
আহূত হয়েছি সব ভ্রাতৃগণ।

২

আশীষ দান ভক্তগণে
কর, প্রভো এইক্ষণে।
নম্রতায় করি প্রণাম
তোমার ঐ শ্রীচরণে।
হের হে সুনয়নে
রক্ষ নিজগুণে।
কর এ সভায় আত্মা বরিষণ।

৩৯২

বাহার।—ঠেকা।

ওহে ত্রাতঃ বলিমেষ,
মম তরে প্রাণে হত ;
বহ মম অপরাধ
কলুষ কলঙ্ক যত।

১

তুমি জগত-তারক,
ঈশ্বর-মেষশাবক ;
তব শিরে রাখিলাম
মম পাপ অবিরত।

২

করিতে পাপীর ত্রাণ
হ'লে ক্রুশে বলিদান ;
ভুগিলে আমার তরে
যাতনা লাঞ্ছনা কত।

৩

অসংখ্য পাতক মম,
কে আছে আমার সম ?
হর পাপ, পাপহারি !
হয়েছি শরণাগত।

৩৯৩

আলেয়া।—জৎ।

এ পাপ জীবনে ত্রাণেশ বিহনে
কত দুঃখ প্রাণে সহিব ভুবনে !

১

অসার সংসারে কত অত্যাচারে
সহি কলেবরে এপোড়া জীবনে।

২

অশেষ যাতনা হৃদয়ে সহে না !
কে করে সান্ত্বনা এ কাতর জনে ?

৩

এস ত্রাণপতি, হের দীন প্রতি,
নাশ এ দুর্গতি কৃপা বরিষণে।

৪

আমি হে কাতর তোমার কিঙ্কর
চাহি নিরন্তর তব আগমনে।

৩৯৪

ভৈরবী।—আড়া।

য়েশু হে তুমি ত্রাণপতি ;
মানবের হিতকারী।
নিজ তনু দান করি
নাশিলা নর দুর্গতি !

১

য়িহুদা বংশেতে জাত,
য়েশু নাম ভুবন খ্যাত,
পতিতে করিতে হিত
ধরিলা নর মূরতি।

২

তব সুধাসিক্ত বাণী
বিনাশে মানস গ্লানি।
পাপের নিগড় হানি'
সহবাসে দেও মতি।

৩

তব অনুগামিগণে
স্মরণ কর যতনে।
ভুঞ্জাও আনন্দ মনে
চরণে দিয়ে বসতি।

৩৯৭

ঝংলা।—আড়খেম্‌টা।

এস মনোমন্দিরে,
যেশু হে!
বিদরে হৃদয়, প্রভো,
তোমায় না হেরে!

১

এস এস প্রভো এস,
আমার হৃদয়ে বস।
প্রেম-ফুলে নয়ন-জলে
পূজি তোমারে।

২

তৃষিতা হরিণী প্রায়
ব্যাকুলিত এ হৃদয়;
দেও দেখা, দয়াময়,
আমি' সত্বরে।

৩

তুমি মম প্রাণেশ্বর,
ভক্তবৃন্দের মনোহর;
তুমি পরম সুন্দর,
দেখে মন হরে।

৪

তব রূপ সদা হেরে
ভাসি তব প্রেম পাথারে
ভব-ভয়ে যাব তরে
তোমার নাম করে।

৩৯৬

ঝংলা।—আড়খেম্‌টা।

কৃপা কর, হে প্রভো
কৃপাধার।
উদ্ধারিয়ে এ অধমে
কর উপকার।

১

যেশু, তুমি ত্রাণপতি,
দয়া কর দীন প্রতি।
অনাথের নাথ তুমি
সুখ-পারাবার।

২

পাপেতে-নিমগ্ন আমি,
উদ্ধার, হে ত্রাণস্বামি।
পতিতপাবন তুমি,
কর হে নিস্তার।

৩

মম পাপ প্রত্যবায়
যদি সব ধরা যায়,
মস্তকের কেশ সম
সংখ্যা নাহি তার।

৪

সেই পাপ নাশিবারে
এসেছিলে এ সংসারে,
প্রাণ দিয়ে পাপী জনে
করিলে উদ্ধার।

৩৯৭ বাহার।—জৎ।

জগৎপিতা জগত্রাতা,
এস তব ভবনে ;
তব দাস দাসীগণে
ডাকে তোমায় যতনে।

১

করি কৃপা বরিষণ
আসি দেহ দরশন ;
নাশ পাপ অগণন,
যেন শান্তি পাই মনে।

২

তুমি জীবের জীবন ;
তুমি নিধনের ধন ;
তুমি পতিতপাবন ;
তৃপ্ত কর আশীর্ব্বাদে।

৩

দূতগণ ও চরণ
সেবে সদা সর্ব্বক্ষণ ;
আমরা হে অভাজন,
গ্রাহ্য কর নিজগুণে।

---

৩৯৮ সিন্ধু।—আড়াঠেকা।

ত্রাহি ত্রাহি ত্রাহি, প্রভু,
পড়েছি বিষম দায়।
এ সঙ্কটে তোমা বিনা
না দেখি আর উপায়।

৬

সংসার তরঙ্গ লহরী,
তাহে মম জীর্ণ তরী
পাপভারে হয়ে ভারী
প্রভু গো, ডুবিয়া যায়।

কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ,
মদ মাৎসর্য্য সহ
করি মোরে আজ্ঞাবহ
ভবার্ণবে মজাইতে চায়।

৩

জানি হে অন্তরে আমি,
বিপত্তিভঞ্জন তুমি,
দুর্গমে সর্ব্বদা ভ্রমি,
কৃপাঙ্কুরু, করুণাময়।

৪

ভরসা তোমার চরণ !
তুমিই অধীনের কারণ,
সহিলে ক্রুশে মরণ ;
যেন পাপী রক্ষা পায়।

---

৩৯৯ বাহার।—তিওট।

হে কৃপ, অপাঙ্গে পাপাঙ্গে হের।
কোথায় জীবের জীবন
হে সর্ব্বেশ্বর ! যেশু হে করুণাকর,
আশু শরণাগত দাসের পাপ হর।

১

শুনি তব শ্রীপদ বিপদে সম্পদ,
চরমে দেয় পরম পদ ;
ভেবে জীব পায় মোক্ষপদ।
পরাও আমায় তব পুণ্য পরিচ্ছদ।
এই অচিন্ত্য বিশ্বমধ্য
তুমিই পরমারাধ্য,
তুমি বিশ্বজন অতীত গুণধর।

৪০০ সুরঠমোল্লার।—আড়াঠেকা।

চালনা কর, হে নাথ,
প্রতিপদে প্রতিক্ষণে।
দুর্ব্বল পাতকী আমি,
দেখিতে নারি নয়নে।

১

তোমার প্রশস্ত করে
ধর মম ক্ষীণ করে।
চালাও আমারে ধীরে
অমরভবন পানে।

২

তুমি জান মম বল,
ওহে দুর্ব্বলের বল,
পাপেতে মন বিকল,
বিষ খায় সুধাজ্ঞানে।

একে আমি অন্ধ, নাথ,
দেখিতে না পাই পথ;
তায় আঁধার চতুর্ভিত,
ভীত হইয়াছি মনে।

৪০১ বিভাস।—কাওয়ালী।

প্রভু য়েশু, কোথায় তুমি?
তুমি মম প্রাণেশ্বর,
তোমা বিনা মরি আমি।

ভবসুখে হয়ে মত্ত,
মন তাহে সদা রত;
হারায়েছি তব তত্ত্ব,
সকল জান অন্তর্যামি।

২

ছাড়ি তব চরণতরি
পাপ হ্রদে ডুবে মরি;
কোথায় হে ভবকাণ্ডারি,
এ অধমে তরাও তুমি।

৩

পড়িয়া বিষম ফেরে,
ডাকি য়েশু য়েশু করে;
আসিয়া মনোমন্দিরে
বিরাজ, হৃদয়স্বামি!

---

৪০২ মিশ্র।—একতালা।

য়েশু, কর হে
কাতরে উদ্ধার।
তোমা বিনা এ জগতে
কে আছে আমার!

১

তোমা বিনা এ সংসারে
দীনজনে কেবা তারে?
তুমি না তারিলে, নাথ,
নাহিক উদ্ধার!

২

দীনবন্ধু তব নাম,
তুমি ত্রাতা গুণধাম;
তারিতে পাতকী জনে
হলে অবতার।

৩

দিতে অনন্ত জীবন,
ত্যজি স্বর্গসিংহাসন,
ভুগিলে হে ক্রুশোপরে
যাতনা অপার।

৪০৩

বিভাস।—কাওয়ালী।

প্রভু, আজি তোমার ঘরে
দীনহীনে সভা করে
কাতরে ডাকে তোমারে।

১

পূজিতে তোমার চরণ
সভার নিতান্ত মনন;
আসি' দেও দরশন
এ সভায় কৃপা করে।

২

তোমার প্রসন্ন বদন
সভায় করাও দর্শন;
প্রফুল্ল হউক সভার মন
তোমার সৌন্দর্য্য হেরে।

৩

মোরা অতি অভাজন,
না জানি ভজন সাধন।
করি' কৃপা বরষণ
দেও ধর্ম্মজ্ঞান সবারে।

৪০৪

ঝিঁঝিট খাম্বাজ।—আড়াঠেকা।

কি উপহার আজি
দিব, হে নাথ, তোমারে?
সঙ্গতি বিহীন সবে
ভিক্ষা করি তব দ্বারে।

১

পূরিল মনের আশ
আসিয়া তোমার পাশ,
হও প্রভু সুপ্রকাশ
বিরাজি তব মন্দিরে।

ওহে করুণানিধান,
করি তব প্রীতি দান
আসি কর অধিষ্ঠান
ভকত-মনোমন্দিরে।

৩

পবিত্র কর হে মন;
যেন পূজি তব চরণ
দিয়া ভক্তি প্রেমচন্দন
প্রাণমন ঐক্য করে।

৪০৫

ললিত।—আড়াঠেকা।

ওহে পিতঃ দয়াময়,
দ্বারেতে দাঁড়িয়ে তব
পাপিষ্ঠ তনয়।

১

পাপভারে হয়ে ভারী,
পিতঃ হে, চলিতে নারি!
তোমার নিকট যেতে
সাহস না হয়।

২

নাহি প্রেম নাহি পুণ্য,
আমরা পাপী জঘন্য,
পাপে মজে হইয়াছি
কঠিন-হৃদয়।

৩

ধন্য প্রভো যেশু ধন্য,
সঞ্চিলা অক্ষয় পুণ্য!
তাঁর অনুরোধে, পিতঃ,
হও হে সদয়।

৪০৬ ইমন্‌কল্যাণ।—ধ্রুপদ।

হেরগো কৃপাময়,
জ্ঞানাতীত গুণধর,
কলুষ ক্লেশ হর,
কাতরে করুণা কর,
দেহ পদাশ্রয়।

১

সুদীনে সুদিন দিতে
পাপী তাপী উদ্ধারিতে
নররূপে ধরণীতে
হইলে উদয়।

২

তুমি সর্ব্বমূলাধার,
তুমি সত্য নির্ব্বিকার;
তাপিত তনয়ে তার
হইয়ে সদয়।

৩

জানি আমি তব পায়
ভবার্ণবে ত্রাণোপায়,
চরমে পরম দায়,
ভাবিলে না রয়।

৪০৭ ঝিঁঝিট।—একতালা।

হে ঈশ্বর, কর অন্তর
অন্তর-তিমির আমার।
যেন হৃদাসনে হেরি সর্ব্বক্ষণে
সেই নিরাকার-আকার।

১

যেন না জীবন যাপন ভ্রান্তে
হয়, প্রভো, অজ্ঞান ধ্বান্তে;
সদা স্থান যেন চরণ-প্রান্তে
পাই, নাথ, আমি তোমার।

২

হয় দিন দিন দিনের অন্ত
নিকট বিকট কাল দুরন্ত;
নাশ দাস-ত্রাস, ঈশ অনন্ত,
ক্ষম মম তমঃ এবার।

৩

ওহে দয়াময় করুণাসিন্ধু,
অধীন-আশ্রয়, হে দীনবন্ধু,
প্রাপ্ত-মাত্র তব করুণা-বিন্দু
বল, দুঃখ থাকে কাহার?

---

৪০৮ ঝিঁঝিট।—কাওয়ালী।

মনের বাসনা, নাথ,
কর সম্পূরণ।
যেন তব সুধামুখ
করি নিরীক্ষণ।

১

চির যেন নেত্রদ্বয়,
তব পানে চেয়ে রয়;
তব মুখ হেরে যেন
জুড়াই নয়ন।

২

এ অলীক কুসংসারে
আমারে তুষিতে নারে।
যে দিগে ফিরাই আঁখি,
ব্যথিত জীবন!

৩

তাই, নাথ, তব দাস,
করে এই অভিলাষ,
তব পাদ-পদ্মে যেন
বাঁধা রয় মন।

৪০৯　মুলতান।—একতালা।

ওহে যেশু দয়াময়,
হইয়া সদয়, আসি এ সময়
দেহ তব পদাশ্রয়।

১

আসিয়া বিনাশ পাপ অবিশ্বাস,
নাশ পাপত্রাস, হে পাপবিনাশ,
পূর অভিলাষ, ওহে অবিনাশ,
হৃদয়ে হ'য়ে উদয়।

২

প্রকাশিয়া কান্তি সংহার হে ধ্বান্তি;
অর্পিয়া বিশ্রান্তি, নাশ দাস-ক্লান্তি;
বিনাশিয়া ভ্রান্তি দেহ হৃদে শান্তি
করে রিপু পরাজয়।

৩

আসিয়া হেথায় কর এ সভায়
তোমার প্রভায় প্রজ্বলিত প্রায়,
দিয়া সদাত্মায়, নাশ অনুপায়,
হে ঈশ প্রিয় তনয়।

৪১০　মিশ্র।—একতালা।

যেশু দয়াময়,
করি হে বিনয়,
আমাদের মধ্যে তুমি!
এস এ সময়।

১

অন্তরের অন্ধকার
কৃপা করি' দূর কর
হৃদয়েতে আমাদের
হইয়ে উদয়।

এস, প্রভো, এ সভায়,
পূর্ণ কর সদাত্মায়,
আলোকে আলোকময়
কর এ আলয়।

৩

আশীর্ব্বাদ কর আসি'
পাপ-অবিশ্বাস নাশি'
সুস্থ কর দাসদাসী
হইয়া সদয়।

৪১১　বাহার।—জৎ।

কাতর হইয়া, নাথ,
এসেছি তব দ্বারে
উলঙ্গ ভিখারী প্রায়
করুণা পাবার তরে।

১

প্রেম আলিঙ্গন দানে
নিবাও হৃদি-হুতাশনে;
রাখ, নাথ, সযতনে
শ্রান্ত শির বক্ষোপরে।

২

তব প্রেমে, দয়াময়,
পূর্ণ কর এ হৃদয়;
আসি' সম্মুখে দাঁড়াও,
দেখি রূপ নয়ন ভরে।

৩

মমপ্রতি হও সদয়,
বিদীর্ণ হতেছে হৃদয়,
মনোমাঝে হও উদয়,
নাশ পাপ অন্ধকারে।

৪১২ সুরঠমোল্লার।—আড়া।

কর হে পরিত্রাণ ;
পরমেশ-প্রিয়-পুত্র
করুণা-নিধান।

১

মহাপ্রেম প্রকাশিতে
আসিয়াছিলে জগতে
কৃপা করি বাঁচাইতে
পাপীদের প্রাণ।

২

কর তবে বিতরণ
প্রকৃত শান্তি-রতন ;
পাপ-দণ্ড বিমোচন
কর, দয়াবান।

৩

ওহে পতিত-পাবন,
দেখ তব দাসগণ
কাতরে করে রোদন,
অনাথ-সমান !

---

৪১৩ বাগেশ্রী।—আড়া।

হে পিতঃ পরমেশ্বর,
অনাথে করুণা কর।
কৃপাময় তুমি, প্রভো,
তুমি করুণাসাগর।

১

আমরা যে পাপে রত,
পাপগরলে পীড়িত,
দুঃখ পাইতেছি কত,
নহে তব অগোচর।

২

করিয়া পাপ মার্জ্জন,
কর দুঃখ নিবারণ।
প্রভু য়েশুর কারণ,
দেহ দাসে শান্তি বর।

৩

তোমার পদে আশ্রয়
দেও, ওহে দয়াময়,
হয়ে সর্ব্বদা সদয়
সন্তোষ হে নিরন্তর।

---

৪১৪ আলাইয়া।—একতালা।

ওহে অগতির গতি,
মস্তক লুটায়ে ও যুগল পায়ে
ডাকি হে বিনয়ে, শুন বিশ্বপতি।

১

পাপে জর জর আমার শরীর,
পাপ চিন্তা আমি করি অনিবার।
পাপ মম পান, পাপই আহার,
কর হে বদল এ পাপ প্রকৃতি।

২

পিতরে যে করে ধরিলে সাগরে,
সেই করে,নাথ, ধর হে আমারে।
পাছে মরি ডুবে অধর্ম্ম অর্ণবে,
নরকেতে শেষে হয় মম গতি।

৩

তোমার সদন যে করে গমন,
তাহারে তো তুমি ত্যজ না কখন,
সেই ভরসাতে তোমার দ্বারেতে
এসেছি, য়েশু হে, হর পাপ মতি।

৪১৫

ভৈরবী।—একতালা।

তার হে দীন জনে,
ত্রাণপতি মম গতি!
করি তোমায় বিনতি;
হর দুর্ম্মতি; তব পদে
থাকে যেন রতিমতি।
কুমতি নাশ দুর্জ্জনে।

১

আমি অজ্ঞান অধম অনাথ,
তুমি অনাথ জনের নাথ।
ক্রুশোপরি করি' রক্তপাত
উদ্ধার করিলে।
হৃদিরাজন! আমি অভাজন,
তবশোণিতেমোরে কর সংশোধন
এ অশুচি মন করিয়ে প্রক্ষালন,
শীতল কর পাপ পরাণে।

২

ভক্তিভাবে ধরি' চরণ
লইতেছি, নাথ, তব শরণ।
যেন পামর যাবজ্জীবন
তব প্রসাদ পায়।
আমি অনুপায়, তুমি হে উপায়।
ধরি তব কমল পায়।
রেখ, হে দয়ায়;
যোড় করে ডাকিতেছি,
ওহে প্রভো দয়াময়,
ভীত জনের ভয় নাশ অভয় দানে।

৪১৬

দেশী।—মধ্যমান।

ভাবনাতে হ'ল গো
আমার তনু ক্ষীণ।
এ পাপ রোগে ভুগিব
আমি আর কত দিন?

১

আমি জন্মাবধি পাপরোগে
শীর্ণ হ'লাম ভুগে ভুগে।
বঞ্চিত হ'লাম শান্তি ভোগে;
জীর্ণ দিনে দিন।

২

আমার একান্ত সাধ হয় মনে,
আরাম কর হে এক্ষণে।
থাকি সুস্থ কায় প্রাণে
সুখে যাক্ মোর দিন।

৩

আমি জেনেছি, তুমি চিকিৎসক,
পাপতাপ ব্যাধি নাশক;
নাশ এ ব্যাধি ভয়ানক;
বাঁচাও দীনহীন।

৪

প্রভো নাহি কোন পুণ্য আমার;
দয়া করে কর উদ্ধার।
ভরসা কেবল তোমার
করে এ অধীন।

৪১৭

দেওগিরি।—একতালা।

ওহে কর্ণধার, দীনে কর পার।
নাহিক আমার পারের উপায়।
অকুল পাঁথার! কেবা করে পার?
তোমা বিনা কারে দেখা নাহি যায়।

১

পড়েছি,হে নাথ, অপার সাগরে;
কত স্রোত বহে আমার উপরে;
তরঙ্গ তুফানে মগ্ন প্রায় প্রাণে
ডাকিতেছি,প্রভো,কাতরে তোমায়

২

বাসনা হে নাথ, হইবারে পার,
কিন্তু কোন ধন নাহিক আমার!
মম ভাগ্য ভাল, তাই জানা গেল,
বিনামুল্যে তুলে থাক হে খেয়ায়।

৩

দয়াময় শ্রেশু তোমার যে নাম;
কর্ণধার হয়ে এলে ধরাধাম।
করি কৃপাদান রক্ষা কর প্রাণ,
তব শ্রীচরণে বিনতি আমার।

৪১৮

ভৈরবী।—একতালা।

প্রভো, স্মর দীনে এ সময়ে।
অকৃতি সন্তান, নাহি ধর্ম্ম জ্ঞান;
কৃপাদান কর পাপী তনয়ে।

১

সংসার বাসনা গেল না গেল না,
তব পদ ধ্যান হল না হল না।
উপায় কি করি! কি হবে বল না?
মরি মরি আমি তাই ভাবিয়ে।

২

দীন কিঙ্করের পাপ কর ক্ষয়!
তুমি ত্রাণেশ্বর দীনদয়াময়।
নাশিয়াছ নর পাপ সমুদয়
দুঃখ যন্ত্রণাতে ক্রুশে হত হয়ে।

৩

যবে হবে মম এই কণ্ঠ রোধ,
রবে না আর কোন হিতাহিতবোধ
সেই দিন তরে করি অনুরোধ,
দিও দীনে স্থান নিজ আলয়ে।

৪১৯

দেওগিরি।—একতালা।

ওহে বৈদ্যরাজ, সদয় হয়ে আজ
সুস্থ কর মম ব্যথিত পরাণ।
আরোগ্যযেকরে,কেআছে সংসারে
এলাম তব দ্বারে,কর কৃপা দান।

১

জন্মদোষে মম হয়েছে এ রোগ,
কুপথ্যে যাতনা করিতেছি ভোগ।
সহি কত আর এ যাতনা ভার?
এ রোগে, এবার বুঝি যায় প্রাণ!

২

দিনে দিনে ক্ষীণ হইতেছে কায়,
পাপবশে আমি অবশাঙ্গ প্রায়।
পড়ি' ঘোর দায় ডাকি হে তোমায়,
শোণিতবটিকা দীনে কর দান।

৪২০

জংলা।—আড়খেমটা।

দয়াতে পার কর আমারে।
আমার ক্ষমতা নাই যাই পারে।

১

দীনহীনে পার করিবারে,
কাণ্ডারী হয়ে এসেছিলে
ভব-পাথারে।
প্রভু, পার করে লও এ পামরে;
নিদয় হইও না এ কিঙ্করে।

২

ইচ্ছা আছে যাই ভবপারে,
হায়! পারের সম্বল নাই,
প্রভু, পার করে লও এ পামরে।
বসে আছি তব আশা করে।

৪২১

দেওগিরি।—মধ্যমান।

দয়া কর দীনহীনে;
ওহে পতিতপাবন, অধমতারণ,
এবার তার স্বগুণে এই নির্গুণে।

১

পাপে আমি হয়ে জীর্ণ
কায় প্রাণে হয়েছি শীর্ণ;
শক্তি দিয়ে কর কর্ম্মণ্য;
জীবন দেও হে জীবনহীনে।

২

জন্মাবধি পাপে রত;
পাপ করেছি কত শত।
কেন্দে বলি অবিরত
রত রাখ ক্রুশধ্যানে।

৩

জ্বলে যখন পাপানল,
বহে সদা চক্ষে জল!
দিয়ে তব শান্তিজল
শীতল কর পাপীজনে।

৪২২

বিভাস।—আড়াঠেকা।

দুর্গমে ত্রাহি মে, যেশু
পতিতপাবন;
যাতনা সহে না, প্রভো,
সংশয় জীবন!

১

আমি দীন পাপে ক্ষীণ,
বারিহীন যেন মীন;
দীনবন্ধু কৃপাসিন্ধু,
বারি কর দান।

২

পাপে ওষ্ঠাগত প্রাণ,
অস্থিশুদ্ধ কম্পবান!
দয়াগুণে দেহ, নাথ,
কৃপার কিরণ।

৩

ঘন বহিতেছে শ্বাস,
জীবনের নাহি আশ,
রক্ষা কর নিজ দাসে,
দিয়া শ্রীচরণ।

৪২৩

বেহাগ।—আড়াঠেকা।

য়েশু মারিয়ানন্দন,
বিনয়ে ডাকি হে তোমায়,
করহ শ্রবণ।

১

এক্ষণে যাঁহার তরে
নেত্রে সদা অশ্রু ঝরে,
সঁপি তাঁরে তব করে,
করহ গ্রহণ।

আমা সবাকার লাগি,
স্বরগবৈভব ত্যাগি'
হইলে দুঃখের ভাগী
মর্ত্ত্যে করি আগমন।

২

দিলে প্রাণ পাপী তরে
কাল্‌বরীতে ক্রুশোপরে;
পাইল ত্রাণ যত নরে
বিনামূল্য ধন।

ওহে য়েশু ত্রাণাকর,
তব রক্তে ধৌত কর;
কর, নাথ, করে কর
পীড়িত যে প্রিয়জন।

৪২৪

বেহাগ।—আড়াঠেকা।

কোথা অনাথশরণ, অনাথশরণ,
কাতরে করুণা কর,হে দীনরঞ্জন।
বসিয়া, নাথ, বিরলে,
ভাসি সদা নেত্রজলে,
ডাকি য়েশু য়েশু বলে,
না হেরে চরণে।

১

কেন শ্রীমুখমণ্ডল
লুকালে ? দীনদয়াল,
তুমি বিনা কে আর বল,
তারে পাপী জন ?
জ্বলিছে হৃদে আগুন,
কর দয়া বরিষণ,
হও হৃদে অধিষ্ঠান,
প্রদান জীবন।

২

দেখে মোর অসময়
প্রিয় জন বন্ধুচয়
সকলে ছাড়ি আমায়
কৈল পলায়ন।
তুমিও কি এ সময়ে
থাকিবে, নাথ, লুকায়ে ?
ডাকি, য়েশু, ভীত হয়ে,
দেহ দরশন।

সাধারণ।

(বিবিধ)

৪২৫ ১ C. M.

মোর প্রভুর দয়া নিত্যস্থায়ী,
তাঁর সত্যতা অটল ;
যদিও সৃষ্টি বিনাশ পায়
তাঁর বাক্য হয় সফল।

২

তাঁর দয়াপূর্ণ অঙ্গীকার,
সুদৃঢ় নিত্য রয় ;
ভয় সন্দেহ না থাকে আর ;
মোর ঈশ্বর সত্যময়।

৩

তাঁর নিত্য দয়ার গুণেতে
মোর এরূপ ভরসা,
খ্রীষ্ট যেশুর অনুরোধেতে
পাইব সুখ সান্ত্বনা।

৪

খ্রীষ্ট যেশুর মহাকৃপাতে
মোর অশেষ মঙ্গল হয়।
ত্রাণকর্ত্তার মৃত্যুভোগেতে
মোর আত্মা মোক্ষ পায়।

৫

এ কারণ তাঁহার দয়ার গান
গাই সদা সর্ব্বক্ষণ ;
আর যখন প্রয়াণ হইবে প্রাণ,
হউক দয়ার সঙ্কীর্ত্তন।

৪২৬

I will follow Thee. ১ 8. 7

ওহে যেশু হৃদয়স্বামি,
আমায় সঙ্গে করি লও ;
হব চির পশ্চাদ্‌গামী
যদি আমার অগ্রে রও।

Chorus.

আমার তরে করিয়াছ
আপন দেহ রক্ত ব্যয় ;
তব রক্তে কিনিয়াছ
কলঙ্কিত এ হৃদয়।

২

দুঃখ ক্লেশের মধ্য দিয়া
হব তোমার অনুচর।
প্রীতি বাহু প্রসারিয়া
ধর আমায় প্রাণেশ্বর !

৩

তব পদ চিহ্ন হেরি'
হব দ্রুত ধাববান ;
পরীক্ষারে না ডরি,
নাহি নিরাশ হবে প্রাণ।

৪

শেষে যখন যর্দ্দন তটে
হবে যাত্রার অবসান,
থাকি' দাসের সন্নিকটে
দিও প্রাণে অভয় দান !

৪২৭

Come every soul. ১ C.M.

এক জীবন-উৎস বিদ্যমান ;
খ্রীষ্ট রক্তে উচ্ছ্বসিত !
পাতকী তাতে করি স্নান
ধোয় হৃদয় কলঙ্কিত।

Chorus.

ডুব দেও, পাপি, এ উনুয়ে,
ধৌত হবে পাপ।
এস এস যেশুর কাছে,
যাবে অভিশাপ।

২

সেই ক্রুশে বিদ্ধ দস্যু জন
তা হেরি পুলকিত !
তাঁর তুল্য আমি অভাজন
হই যেন প্রক্ষালিত !

৩

এই বহুমূল্য রুধিরে,
হে হত বলিমেষ,
ত্রাণ পায় সব ভক্ত অচিরে,
নাই তাহার শক্তির শেষ।

৪

বিশ্বাসে যখন হেরিলাম
সেই ক্ষত রক্ত-স্রোত,
খ্রীষ্ট প্রেমে অমনি মজিলাম ;
সব পাতক হইল ধৌত।

৫

এ দুর্ব্বল জিহ্বা যখন হয়
কবরে অচেতন,
ত্রাণ-সঙ্গীত স্বর্গে মধুময়
করিব সঙ্কীর্ত্তন।

৪২৮

Stephanos. ১ C. M.

ওহে ক্লান্ত পরিশ্রান্ত
দুঃখিত যত জন,
যেশুর কাছে গেলে হইবে
শান্ত মন।

২

কিরূপ চিহ্ন দ্বারা তাঁরে
নিশ্চয় জানিবে ?
হাতে পায়ে বিদ্ধ তাঁরে
দেখিবে।

৩

তাঁর কি শিরে রাজার মুকুট ?
সুন্দর ভূষণ তাঁর ?
স্বর্ণ রৌপের কিরীট নহে,
কণ্টকের।

৪

যদি তাঁরে প্রেমে ভজি,
পুরস্কার মোর কি ?
দুঃখ সঙ্কট বিলাপ ক্রন্দন
সম্প্রতি।

৫

যদি শেষ পর্য্যন্ত তাঁরে
ধরি, পাইব কি ?
দুঃখের বিরাম, স্বর্গের বিশ্রাম
চিরস্থায়ী !

৬

ধন্য ধন্য তোমার দয়া,
প্রিয় ত্রাতা হে !
প্রভো ! আইস, কর নিবাস
আমাতে।

৪২৯ ১ 7. 7.

শুন, পরিশ্রান্ত জন,
য়েশু নিকটস্থ হন।
জানেন তিনি ভব ভার;
দিবেন তিনি উপকার।

২

তিনি ক্রুশে মরিলেন,
তোমায় যেন মুক্তি দেন।
দেখ তাঁহার রক্তপাত,
নত মাথা, বিদ্ধ হাত!

৩

প্রভুর সেই মৃত্যুভোগ
সুস্থ করে তব রোগ।
তাঁর অসহ্য যন্ত্রণা
তোমায় দিবে সান্ত্বনা।

৪

য়েশু যদ্যপি মহান,
তবু অতি কৃপাবান।
ডাকেন তিনি "পাপি হে,
আইস মম শরণে।"

৫

শুন তবে, দুঃখী জন,
শান্ত কর ভীত মন।
য়েশুর অনুগ্রহ লও,
এবং তাঁহার শিষ্য হও।

৪৩০ ১ 7. 7.

শুন, খ্রীষ্টভক্ত জন,
স্বর্গে সঞ্চয় কর ধন।
তথায় গচ্ছিত্ ধন যাঁহার,
নাহি হবে ক্ষতি তাঁর।

২

ভবে কীট ও মর্চ্চ্যায় ক্ষয়
করে বিভব সমুদয়।
হেথা চোর ও দস্যু জন
চুরী করে গচ্ছিত্ ধন।

৩

কিন্তু স্বর্গে দস্যু জন
নাহি পশে কদাচন;
সেথা কীট ও মর্চ্চ্যায় ক্ষয়
নাহি করে বিভব চয়।

৪

তাই সে বলি, ভ্রাতৃগণ,
সঞ্চয় কর স্বর্গে ধন;
কারণ যথা রহে ধন,
তথায় নিত্য থাকে মন।

৫

য়েশু খ্রীষ্ট পরম ধন,
তিনি চাহেন সবার মন।
তাঁহার হাতে প্রাণ ও মন
সবই করি সমর্পণ।

৪৩১

From Egypt. ১ P. M.

হায়! ছিলাম ক্রীতদাস
পাপ মিশর দেশেতে!
এক্ষণে খুঁজি স্বর্গবাস,
নাই বিশ্রাম ভবেতে।
হাল্লেলুয়া,
যাত্রা করি স্বর্গেতে।

২

সেখানে নাহি ক্লেশ,
না রহে শত্রু ক্রুর।
ভোগ হবে নির্ম্মল সুখ অশেষ,
হয় ক্ষুধা তৃষ্ণা দূর।
হাল্লেলুয়া,
যাত্রা করি স্বর্গেতে।

৩

স্বর্গীয় স্বরেতে
স্তব করেন সাধুগণ;
তাঁহাদের প্রেমময় অন্তরে
খ্রীষ্ট আপনি বিরাজমান।
হাল্লেলুয়া,
যাত্রা করি স্বর্গেতে।

৪

ঐ মিষ্ট আশাতে
হয় হৃষ্ট আমার মন;
এ সংসার রূপ অরণ্যেতে
পাই শান্তি অনুক্ষণ,
হাল্লেলুয়া,
যাত্রা করি স্বর্গেতে।

৪৩২

Come ye sinners. ১ 8. 7

এস ক্লান্ত পরিশ্রান্ত
পাপের ভারে ব্যথিত্ জন,
বৃথা কেন হয়ে ভ্রান্ত
ভ্রম দুঃখে অনুক্ষণ?

Chorus.

ফিরে এস প্রভুর সদন,
শীতল কর তাপিত্ প্রাণ।
বিনামূল্যে কর গ্রহণ
স্বর্গ দত্ত পরিত্রাণ।

২

বৃথা কেন বিলম্ব আর?
চিন্তায় কিবা প্রয়োজন?
নাহি পুণ্য চাহেন তোমার,
নাহি চাহেন কোন ধন।

৩

দীনের বেশে এস এখন,
য়েশুর কাছে আশ্রয় লও।
খ্রীষ্টের প্রসাদ করি গ্রহণ
আশু পরিতৃপ্ত হও।

৪

এস শ্রান্ত ভারাক্রান্ত,
পাপ সন্তাপে তাপিত্ প্রাণ,
য়েশু ডাকেন অবিশ্রান্ত;
এস শীতল কর প্রাণ।

৫

বৃথা শান্তি অন্বেষণে
কেন জীবন কর শেষ?
ফিরে এস প্রভুর সনে,
নাহি রবে দুঃখের লেশ।

৪৩৩

Safe in the arms. ১ 7. 6.

সুরক্ষা যেশুর কোলে!
তাঁর বক্ষঃ আশ্রয়স্থান;
তাঁর প্রেমে হইয়া মগ্ন
পায় বিশ্রাম তথায় প্রাণ।
ঐ শুন! সংগীত ধ্বনি
স্বর্গীয় দূতগণ গায়,
এ হৃদয় এখন যেশুর
শ্রীমুখের দীপ্তি পায়।

সুরক্ষা যেশুর কোলে!
নাই ভীষণ চিন্তার লেশ।
পরীক্ষা পাপে আমায়
না দিবে সেথা ক্লেশ।
যদিও কিঞ্চিৎ দুঃখ
মোর তরে হেথায় রয়,
পাই সেথা গিয়া মুক্তি,
না হইবে সংশয় ভয়।

৩

হে যেশু প্রিয় ভ্রাতঃ,
মোর তরে হতপ্রাণ,
সুদৃঢ় আশ্রয়গিরি,
চিরন্তন আশার স্থান,
দেও ধৈর্য্য আমার মনে
রই তোমার অপেক্ষায়,
হয় যখন নিশি প্রভাত,
প্রাণ যেন তোমায় পায়।

৪৩৪

Italian Chorale. ১ 8. 7.

ঈশ্বর পিতা সর্ব্বদর্শী,
সকল স্থানে বর্ত্তমান।
স্বর্গ পৃথিবীর নিবাসী
তাঁহার কাছে প্রকাশমান।
মোদের তাবৎ কর্ম্মচিন্তা
তাঁহার কাছে সুপ্রকাশ,
মনের ভাব ও মুখের কথা,
গুপ্ত নাহি একটী শ্বাস।

ঈশ্বর অন্তর্যামী,
স্বর্গ, মর্ত্ত, পাতালে;
ঊর্দ্ধ, অধঃ, মধ্যগামী;
তাঁহার শক্তি সর্ব্বত্রে।
সকল বস্তু তাঁর প্রত্যক্ষ,
গুপ্ত লুপ্ত কিছু নয়;
সকল দিকে তাঁহার চক্ষু
দিবারাত্র সর্ব্বদাই।

৩

ওহে ঈশ্বর, আমার প্রতি
সদা কর দৃষ্টিপাত;
সরল কর আমার গতি,
নাহি ত্যজ আমার হাত।
তবে আমি তোমার কথা
শিরে ধরি' চলিব।
তথা মরণান্তে সদা
তোমার স্তুতি করিব।

৪৩৫ ১ 8. 7.

প্রভুর উপর কর অর্পণ
তোমার তাবৎ কষ্টের ভার।
দুঃখে নাহি কর্ ক্রন্দন,
পথে হইলে অন্ধকার।
যেমন স্নেহময়ী মাতা
সদা করেন পুত্রের হিত,
স্বর্গবাসী তোমার পিতা
সেরূপ নিত্য কৃপান্বিত।

২

যাঁহার আজ্ঞায় করে ভ্রমণ
বহুসংখ্য তারাগণ,
যাঁহার বলে হয় সঞ্চালন
বিদ্যুৎ, মেঘ ও সমীরণ,
তিনি কৃপায় করেন ধারণ
তোমারে স্বহস্তেতে;
তোমার পথও হয় নিরূপণ
তাঁহার মঙ্গল ইচ্ছাতে।

৩

ঘটে যদিও দুর্দ্দশা,
যদি দূরে থাকে ত্রাণ,
প্রভুর উপর রাখ আশা
মনে হইয়া ধৈর্য্যবান;
যেশুর প্রতি যাঁদের ভক্তি,
যাঁরা পিতার মনোনীত,
তাঁহাদের যে বিপদ ঘটে,
তাহা কেবল সাধে হিত।

৪

ওহে পিতঃ কৃপানিধান,
শুন আমার নিবেদন,
তোমার শাসন কর বিধান,
শুদ্ধ কর আমার মন।
ঐহিক কষ্ট ক্ষণিক মাত্র,
সাধন করে নিত্য সুখ;
হইলে তোমার প্রেমের পাত্র,
নাহি পাইব নরক দুঃখ।

---

৪৩৬ ১ 7. 6.

নিস্তারিতে আমারে
শ্রীযেশু মরিলেন।
ও মৃত্যু সহকারে
আমাকে জীবন দেন।
এ হেতু তাঁর নিকটে
নিরন্তর আমি রই।
যদিও মৃত্যু ঘটে,
না কভু পৃথক হই।

২

আমাকে যাইতে হৈলে,
হে যেশু, সাথী হও।
মরণও নিকট আইলে,
তদীয় শান্তি দেও।
শরীরে যদি ব্যথা
ও মনে চিন্তা হয়।
তোমারই মৃত্যু তথা
ঘুচাইবে মৃত্যু ভয়।

৪৩৭

I am coming. ১ 7. 7.

শুন, ওরে অবোধ মন,
কেন এত অস্থির হও ?
চিন্ত খ্রীষ্টে অনুক্ষণ
দুঃখ ক্লেশে সুস্থির রও

Chorus.

যেশু পূর্ণ দয়াবান,
চাহেন সদা তব হিত।
করিবারে শান্তি দান
তিনি নিত্য চেষ্টান্বিত।

২

আপন ভক্তের মনোদুঃখ
তিনি জানেন সমুদয়।
যাতে ঘটে পূর্ণ সুখ
সাধেন তাহা দয়াময়।

৩

আহা! তাঁহার প্রিয়জন
ভবে কত কষ্ট পায়!
কিন্তু যেশু অনুক্ষণ
উদ্ধার করেন পরীক্ষায়।

৪

মোচন করেন অশ্রুজল,
করেন শোকের উপশম।
প্রদান করেন নিরমল,
সুখ ও শান্তি অনুপম।

৫

তোমার দুঃখক্লেশের ভার
তাঁহার উপর রাখ, মন।
পাবে শান্তি সুখ অপার;
তৃপ্ত হবে অনুক্ষণ।

৪৩৮

১ L. M.

হে যেশু, তোমার পুণ্যদান
ও রক্ত হয় মোর সুশোভন।
সব জগৎ যদি লুপ্ত হয়,
ঐ রক্তে আমার ভরসা রয়।

২

বৈভবের স্থানে যখন যাই,
ও মৃত্যু হইতে উত্থিত হই,
মোর আত্মা তখন বলিবেন,
মোর জন্য যেশু মরিলেন।

৩

এই রূপে যত সাধুগণ
ঐ রক্তে পাইয়া মুক্তিধন,
স্বর্গালয় গিয়া তারা কয়,
খ্রীষ্ট রক্তে মোদের মুক্তি হয়।

৪

আর বিচার দিনে সাহস পাই,
যে দোষারোপী কেহ নাই;
যেহেতুক তোমার রক্ত দান
যথার্থ সাধে পরিত্রাণ।

৫

ঐ পুণ্য রূপ যে আবরণ
হয় কভু নাহি পুরাতন;
মোর যত বিষয় পাইবে ক্ষয়,
ঐ পুণ্য বস্ত্র নিত্য রয়।

৬

যে লোকে পাপে মৃত রয়,
সে সকল যেন জীবন পায়,
ও স্বীকার করে সর্ব্বদা,
যে যেশু মোদের পুণ্যতা।

৪৩৯ ১ L. M.

যা প্রভু করেন, তা সুকৃত হয়
বিশ্বস্ত তিনি এবং কৃপাময়।
যদিও পথে সহি ক্লেশ ও ভার,
তাঁর হস্ত করে আমার উপকার।

২

যা প্রভু করেন, তা সুকৃত হয়;
তাঁর ইচ্ছা ভাল, কভু মন্দ নয়।
তিক্ত বা মিষ্ট যেই কিছু দেন,
চরমে তিনি মঙ্গল আনিবেন।

৩

যা প্রভু করেন, তা সুকৃত হয়;
সৎ পিতার কাছে কেন করি ভয়?
নিশিতে থাকে অন্ধকার ও ক্লেশ,
প্রভাতে হবে হৃষ্টতা অশেষ।

৩

যা প্রভু করেন, তা সুকৃত হয়;
তাঁর উক্ত প্রতিজ্ঞা অলোপ্য হয়।
এ বিশ্বাসে সুশান্ত থাকে মন,
যে আমি তাঁহার,তিনি আমার হন।

৪৪০ ১ S. M.

তোমারই রক্ষণে
হে ত্রাতা, আমি রই।
না কভু তুমি ত্যজিবা,
না কভু অনাথ হই।

২

যা তুমি কর স্থির,
তা জানি শ্রেষ্ঠতর।
যে কোন দশা ঘটিবে,
তা মম শুভকর।

৩

পাই যদি তব প্রেম,
হে ত্রাতা দয়াবান,
না থাকে তবে কোন ভয়
আর নাহি অকুলান।

৪

তোমাতে বাঁচিলে,
নিতান্ত জীবন হয়।
ও মৃত্যু কালে তোমার হাত
আমাকে দিবে জয়।

---

৪৪১ ১ S. M.

সুসাহস কর, মন,
দূর কর আপন ভয়।
শ্রীয়েশু প্রতিনিধি হন
অনন্ত কৃপাময়।

২

তিনি ক্রুশোপরে
স্বরক্ত পাতিলেন।
ও স্বীয় মৃত্যু গুণেতে
অমর্ত্ত্য জীবন দেন।

৩

পিতা প্রসন্ন হন;
তাঁর নাহি হবে ক্রোধ।
নিতান্ত গ্রাহ্য করিবেন
শ্রীয়েশুর অনুরোধ।

৪

এ হেতু আইস, মন,
তাঁর প্রসাদাসনে।
পাও যেন মহা কৃপাধন
প্রয়োজন সময়ে।

৪৪২ ১ 7. 7.

স্বর্গস্থায়ী প্রভু হে,
কেমন রম্য সেই স্থান,
যথায় আপন দয়াতে
তুমি থাক প্রকাশমান।

২

তব দর্শনেচ্ছাতে
কাতর হইল প্রাণ ও মন।
আমি তব প্রাঙ্গণে
করি যেন পদার্পণ।

৩

সেথায় একই দিবসে
যত মঙ্গল আমি পাই,
শত শত দিনেতে
অন্য স্থলে তত নাই।

৪

স্বর্গস্থায়ী প্রভু হে,
কেমন ধন্য সেই জন,
তোমার আনুকূল্যে যে
শ্রদ্ধা করে সর্ব্বক্ষণ।

---

৪৪৩ ১ 7. 7.

প্রভু আমি সেই স্থান
অতি প্রিয় করি জ্ঞান,
যথায় তব ভৃত্যগণ
করে তোমার উপাসন।

২

যখন উঠে প্রার্থনা,
ধর্ম্মগীত ও প্রশংসা,
কেমন হর্ষ করে মন;
স্বয়ং যেন নিকট হন।

৩

তাঁহার আশাদায়ী রব
করে দুঃখ পরাভব।
সর্ব্বগুণী তাঁহার নাম
পূর্ণ করে মনস্কাম।

৪

হেথায় প্রভুর পুণ্যালয়
এত রম্য যদি হয়,
কেমন হইবে অভিরাম!
তাঁর অনন্ত স্বর্গ ধাম!

---

৪৪৪ ১ C. M.

আমাদের ঈশ্বর উদ্দেশে
সবিনয় আমরা যাই।
দয়ালু তিনি সাতিশয়,
তাঁর কৃপা চিরস্থায়ী।

২

হায়, আমরা কত দিনে রই
এ দুঃখ তিমিরে!
হে প্রভো, শীঘ্র ব্যক্ত হও
শ্রীমুখের আলোতে।

৩

তোমারই কিরণ দর্শিলে,
না দুঃখ থাকে আর।
প্রভাতে যেন সূর্য্যোদয়
বিনাশে অন্ধকার।

৪

যেরূপে বারিবর্ষণে
হয় তৃণ শোভমান,
হে প্রভো, তব প্রসাদে
পাই আমরা পরিত্রাণ।

---

৪৪৫ ১ P. M.

এস, খ্রীষ্টসেনা দল,
সমর ক্ষেত্রে ধাই।
খ্রীষ্ট বলে ধরি বল
ধর্ম্মযুদ্ধে যাই।
সুসজ্জিত হও।
রণবাদ্য অতিশয়
যুদ্ধ ঘোষিত্ হয়।
যুদ্ধাস্ত্র লও।

২

দ্যাবল অরি বলবান
লয়ে সেনা দল
যুদ্ধ ক্ষেত্রে বর্ত্তমান।
তাহার মহাবল।
কি ভয়ঙ্কর!
তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত!
শত্রু কেমন উৎসাহিত
হয় নিরন্তর!

৩

কিন্তু তাতে নাহি ভয়;
নিরাশ নাহি হও।
যুদ্ধ অস্ত্র পুণ্যময়
সঙ্গে করি লও।
ভয় কি তোমার!
ব্যাকুল কেন? হইয়া স্থির
হের যেশু যুদ্ধবীর!
নাই চিন্তা আর।

৪

পরিত্রাণরূপ শিরস্ত্রাণ
শিরোপরে দেও।
বাক্য কৃপাণ খরশাণ
হস্তে করি লও।
ঢাল বিশ্বাস লও।
সত্য কটিবন্ধনে
উৎসাহ ঐ চরণে
পরিহিত্ হও।

৪৪৬

Himmel. ১ 8. 7. 7. 7.

ঈশ্বরদত্ত গুণ উৎকৃষ্ট
মানবগণ যা প্রাপ্ত হয়,
তাহার মধ্যে প্রেমই শ্রেষ্ঠ,
পরের প্রতি প্রকাশ পায়।
ধাতুর মধ্যে যেমন হেম,
গুণের মধ্যে তেমন প্রেম।

২

প্রেমের তত্ত্ব সর্ব্বোৎকৃষ্ট,
তাহার তুল্য কিছু নাই।
তাহা পাইলে আর কি ইষ্ট?
যাতে মন সন্তুষ্ট হয়।
প্রেমই সকল গুণের সার,
তাহার তুল্য নাহি আর।

৩

সকল জ্ঞানও যদি বর্ত্তে,
বিদ্যায় পারদর্শী হই,
তত্ত্ব কথা ব্যক্ত কর্ত্তে
যদি সাধ্য আমার হয়,
কিন্তু যদি প্রেম না রয়,
তবে তাবৎ বিফল হয়।

১

দূতের ভাষা পারি বল্‌তে,
ভাবী বিষয় জ্ঞাত হই;
পর্ব্বতগণ স্থানান্তর কর্‌তে
বিশ্বাস বলে পারগ হই,
যদি আমার প্রেম না রয়,
তবে তাও কিছু নয়।

৫

প্রেম, সহিষ্ণু, হিতদায়ক,
আত্মচেষ্টা করে না;
পরের প্রতি মঙ্গলকারক;
অহঙ্কার, দ্বেষ রাখে না;
প্রেমই সকল গুণের সার,
মনের শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার।

৬

প্রেমই যেন স্বর্গের ধর্ম্ম,
দীপ্তির তুল্য শোভমান;
ঈশ্বরের নিগূঢ় মর্ম্ম
প্রেমে হয় প্রকাশমান।
সকল কর্ম্ম লুপ্ত হয়,
প্রেমের লোপ কদাচ নয়।

৪৪৭

৭. ৭.

১

ঈশ্বর অতি ধৈর্য্যবান,
তাহা দেখ মূর্ত্তিমান,
শাস্ত্রে লিখিত্ সুপ্রমাণ,
তাহা কর মনে ধ্যান।

২

যখন জলপ্লাবন হয়,
তাঁহার ধৈর্য্য অতিশয়
মানব প্রতি প্রকাশ পায়;
তবু তারা মানে নাই।

৩

য়াকোব বংশের সকল লোক
করি তাঁহার ধৈর্য্যভোগ
চল্লিশ বৎসর প্রান্তরে,
কঠিন থাকে অন্তরে।

৪

আজও তিনি ধৈর্য্যশীল,
তাহা জানুক লোক অখিল;
প্রত্যেক প্রাণী প্রমাণ পায়,
তাঁহার ধৈর্য্য নিত্য রয়।

৫

নিষ্ফল বৃক্ষরূপ যে জন,
তাহার প্রতি ধৈর্য্য হন,
য়েশুর বিনয় প্রার্থনায়
তারে কাটেন না ত্বরায়।

৬

এমন ঈশ্বর ধৈর্য্যবান,
তাহা নিত্য কর ধ্যান;
অদ্ভুত তাঁর সহিষ্ণুতা,
মন রে, তাহা ভুল না।

৪৪৮

Owen. ১ C. M.

এক দিন হঠাৎ শুনিলাম
সুমধুর একটী স্বর।
তায় স্পষ্ট ডাকেন আমার নাম;
রব কেমন মনোহর!

২

অকারণ এত নিদ্রা তোর!
হা উঠ, উঠ রে!
এই চেয়ে দেখ হইল ভোর,
ত্রাণ করি তোমারে।

৩

মরিয়া কেন থাক হে?
বিলম্ব কেন আর?
বাঁচাব আমি তোমারে,
এ আমার অধিকার।

৪

চমকিয়া উঠে দেখিলাম
এক আলোক চমৎকার!
তায় হঠাৎ হইল আত্মজ্ঞান,
দূর হইল অন্ধকার।

৫

তায় স্পষ্ট দেখে আমার পাপ
চেঁচিয়া বলি হায়!
হায়, কিসে ঘুঁচে মনের তাপ!
হায়, কোথায় শান্তি পাই!

৬

তায় যেশু বলেন, কেন ভয়?
এই আমি শান্তিরাজ!
যাহাতে তোমার শান্তি হয়,
তা আমি করি আজ।

এক রক্ত আমার অমূল্য,
তায় মুছি তোমার পাপ;
এক প্রেম সে আমার অতুল্য,
তায় শীতল হবে তাপ।

অনন্তজীবন করি দান,
না হবে বিনাশ আর।
সম্পূর্ণ করি তোরে ত্রাণ;
বিলম্ব কেন আর!

৯

তায় যেশু প্রভুর কাছে যাই,
অমৃত করি পান।
তায় ক্ষুধা তৃষ্ণা নাহি রয়,
হয় শীতল তপ্ত প্রাণ।

১০

তাঁর রক্তে হইল পরিষ্কার
অসংখ্য আমার পাপ;
সব গেল আমার হৃদয়ভার,
আর নাহি মনস্তাপ।

১১

আনন্দরসে প্লাবিত হয়
মোর হৃদয় নিকেতন!
আর আমার কোন অভাব নাই,
সন্তুপ্ত হইল মন!

৪৪৯

Ho! my comrades. ১ P. M.

" অহো সখে, দেখ নিশান
উড়্ছে গগনে !
জয়-লুব্ধ যোদ্ধবর্গ
আস্‌ছে এক্ষণে !

Chorus,

"রক্ষ দুর্গ, আস্‌ছি আমি,
ভয় কি ?—য়েশু কন্ ;
বল সবে—"তব কৃপায়
কর্‌ব তা রক্ষণ।"

২

দেখ, শয়তান বীরবাহু
আস্‌ছে সদলে ;
কত বলবন্ত পুরুষ
পড়্ছে ভূতলে।

৩

আশা ভঙ্গ প্রায় যে দেখি
এ ভীম সমরে ;
মাভৈ র্মাভৈঃ. নিরুৎসাহ
না হও অন্তরে !

৪

উড়্ছে দেখ জয়ের ধ্বজা,
শুন তূরী-রব ;
প্রভুর নামে কর্‌ব দমন
শত্রু যত সব।

৫

সংগ্রাম অতি ভীষণ বটে,
কিন্তু শঙ্কা নাই ;
আস্‌ছেন মহা সেনাপতি,
হৃষ্ট হও হে ভাই !

৪৫০

Take the name. ১ P. M.

য়েশু নামটী সঙ্গে ল'য়ে
যাও যথা ইচ্ছা হয়।
সান্ত্বনা ও হর্ষ পাবে,
ওগো শোক-গ্রস্ত চয়।

Chorus.

প্রিয় নাম, কি মধুর !
ভবের আশা, স্বর্গসুখ।

২

য়েশু নামটী কাছে রাখ
নিত্য তব ঢালের ন্যায় ;
পরীক্ষারে যদি দেখ,
নামটি ডাক প্রার্থনায়।

৩

কিবা প্রিয় য়েশু নামটী,
নিত্য মধুরতাময় !
গাই যবে নামের কীর্ত্তি,
চিত্ত সুখে পূর্ণ হয়।

৪

যবে প্রেম-আলিঙ্গনে
তাঁহার ক্রোড়ে ধৃত হই ;
ইচ্ছা করে, সেই সুখে
নিত্য আমি ডুবে রই।

৫

য়েশু নামে প্রণাম করি,
পূজি তাঁহার পদদ্বয় ;
বিজয় মুকুট তাঁহার শিরে
সঁপি, এস সমুদয় !

৪৫১

All Saints. ১ 8. 7. 7. 7.

প্রেম যে তুমি আপন তুল্য
মম সৃষ্টি করিলে ;
প্রেম যে তুমি দিয়া মূল্য
আমারে উদ্ধারিলে ;
প্রেম যে তুমি, আমার মন
তোমায় করি সমর্পণ।

২

প্রেম যে তুমি সৃষ্টির পূর্ব্বে
মম মঙ্গল ভাবিলে ;
প্রেম যে তুমি নারীর গর্ব্ভে
মানুষ হইয়া আসিলে ;
প্রেম যে তুমি, আমার মন
তোমায় করি সমর্পণ।

৩

প্রেম যে তুমি ক্রুশোপরে
মৃত্যুর দংশন সহিলে ;
প্রেম যে তুমি আমার তরে
মঙ্গল সঞ্চয় করিলে ;
প্রেম যে তুমি, আমার মন
তোমায় করি সমর্পণ।

৪

প্রেম যে তুমি বল ও জীবন,
সত্য আত্মা আলোকময়,।
প্রেম যে তুমি মৃত্যুর বন্ধন
করিয়াছ পরাজয়।
প্রেম যে তুমি, আমার মন
তোমায় করি সমর্পণ।

২

প্রেম যে তুমি কবর হইতে.
মম দেহ উঠাইবে ;
প্রেম যে তুমি আমায় লইতে
মহিমাতে আসিবে ;
প্রেম যে তুমি, আমার মন
তোমায় করি সমর্পণ।

৪৫২

১ C. M.

তোমাতে বিশ্বাস করিলাম !
খ্রীষ্ট. তুমি ত্রাণের নাথ।
পাপিষ্ঠ হইয়া ধরিলাম,
হে প্রভো, তোমার হাত।

২

আসিয়া এ অবনীতে
প্রেম প্রকাশ করিলে।
আর পাপী লোককে তরাইতে
প্রেমেতে মরিলে।

৩

যে কেহ জানে তোমার গুণ,
তার পাপও দূরে যায়।
আর মরণকালে তাহার মন
ত্রাণ আশায় পূর্ণ হয়।

৪

যার মনে তুমি কর বাস,
তার বিশ্বাস স্থিরতর ;
সে পূরে সর্ব্ব অভিলাষ
আহ্লাদে নিরন্তর।

৪৫৩ ১ S. M.

হে আমার চঞ্চল মন,
কি জন্য হও অস্থির ?
ধ্যান কর প্রভু যেশুর গুণ
সব দশায় হইয়া ধীর।

২

সর্ব্বজ্ঞ মহীয়ান ;
তাঁর কাছে সব প্রকাশ।
করুণায় পূর্ণ দয়াবান,
তাঁর গুণের নাহি হ্রাস।

৩

মন, তোমার কোন দুঃখ
তাঁহার অগোচর নয়।
যেরূপে হইবে তোমার সুখ,
ঘটাইবেন দয়াময়।

৪

এখানে তাঁহার লোক
হয় পতিত পরীক্ষায় ;
তাহাদের ঘটে মহাশোক,
শেষেতে মঙ্গল হয়।

৫

যে সকল নেত্রজল
খেদেতে বহে যায়,
তার হইবে শেষে পরম ফল,
অনন্ত সুখোদয়।

৬

মন, তোমার যত ভার
সব রাখ খ্রীষ্টোপর,
তাঁর কৃত সকল অঙ্গীকার
অবশ্য হইবে স্থির।

৪৫৪ ১ 6. 5.

অগ্রসর হও দ্রুত,
খ্রীষ্ট-সেনাগণ ;
যেশুর ক্রুশ সম্মুখে
কর বিলোকন।
সেনাপতি যেশু
নেতা হয়ে যান।
হের জয়পতাকা ;
হও সব ধাবমান !

Chorus.

অগ্রসর হও দ্রুত,
খ্রীষ্ট সেনাগণ ;
যেশুর ক্রুশ সম্মুখে
কর বিলোকন !

২

বিজয় লক্ষণ হেরি'
শয়তান পলায় আজ !
জয়লাভ কর সবে ;
বিলম্বে কি কাজ !
শুনে জয় জয় ধ্বনি
নরক কম্পবান !
আইস, উচ্চৈঃস্বরে
করি হর্ষগান।

৪৫৫ ১ 6. 5.

অগ্রসর হও আজি
খ্রীষ্ট-সেনা সব ;
সবে মিলে আইস
করি বিজয় রব ;

কর খ্রীষ্টের নামে
গৌরব সংঘোষণ;
দূত ও নরে মিলে
কর সঙ্কীর্ত্তন।

Chorus.

অগ্রসর হও আজি
খ্রীষ্ট-সেনা সব;
সবে মিলে আইস
করি বিজয় রব।

২

প্রবল সেনা তুল্য
খ্রীষ্টের মণ্ডলী!
সাধুর পদ-চিহ্নে
সকলে চলি।
কেহ পৃথক নহি,
একাঙ্গ সকল;
একই আশা সত্য,
একই প্রেম সম্বল।

৩

রাজ্য, সম্রাট, কিরীট
কত আসে যায়;
কিন্তু খ্রীষ্ট মণ্ডলী
চির বৃদ্ধি পায়।
নরক দ্বার না পারে
পরাজিতে তায়;
খ্রীষ্টের নিজ প্রতিজ্ঞা
সংসিদ্ধ তাহায়।

৪৫৬ ১ 6. 5.

অগ্রসর হও সবে
মিলে একতায়;
সম্মুখে যে দৃশ্য,
হের আসি তায়!
সৈন্য শিরোপর।
ভয় কি! হের চেয়ে
সেনাপতি বর!
চল মরু দিয়া,
ঘটুক ক্লেশ, কি ভয়!
যর্দ্দন নদী সম্মুখ,
সীয়োন তেজোময়।

২

চল, দুগ্ধপোষ্য,
শিশু সবে, ধাও;
বালক যুবা যত,
ফিরে নাহি চাও।
দ্রুতবেগে গিয়া
খ্রীষ্ট প্রসাদ লও;
পতায় দেখ চেয়ে;
ভীত নাহি হও।
যাবজ্জীবন চল
হইয়া ধাবমান,
যত দিবস রহে
মর্ত্ত্য দেহে প্রাণ।

৪৫৭ ১ 6. 5.

চল, যেশুর মেষপাল,
পৃথিবীর লবণ;
যেন জীবন লভে
ভিন্নজাতিগণ।
স্বাস্থ্য লাভে তারা
করে আকিঞ্চন;
জ্ঞানের প্রীতির কিরণ
কর বরিষণ।
চল, ভ্রান্তি ছাড়ি,
নিশি হইবে শেষ।
আঁধার দিয়া কর
আলোকে প্রবেশ।

২

গৌরব, মহা গৌরব
পিতার নিরূপণ;
পাবে এক দিন তাঁহার
প্রিয়পাত্রগণ;
চক্ষু নাহি করে
তাহা নিরীক্ষণ,
কর্ণ নাহি শুনে
তাহার আলাপন,
বাক্য চিন্তায় তাহা
বর্ণন নাহি হয়।
চল, হেরি গিয়া
স্বর্গ তেজোময়।

৪৫৮ ১ 6. 5.

হের উর্দ্ধোপরে
প্রভুর চির নিবাস
যথা পাই বিশ্রাম।
হের, দিব্য শোভে
স্বর্গপুরোদ্বার,
হর্ষ নদী কিবা
বহে অনিবার!
চল তথা দ্রুত,
স্বর্গযাত্রিগণ,
আত্মায় হইয়া পূর্ণ
চল অনুক্ষণ।

২

প্রভুর প্রাসাদ দিয়া
আমরা যবে যাই,
দিব্য পুণ্য শোভা
হেরিবারে পাই।
কেমন রম্য দীপ্তি!
শিল্প সুদর্শন,
শুনি স্নিগ্ধ বাক্য,
প্রীতির সঙ্কীর্ত্তন।
মন ও চিন্তা সেথা
কর উত্তোলন;
সর্ব্বজাতি ঘিরে
দিব্য সিংহাসন।

৪৫৯ ১ 6. 5.

প্রভুর নিবাসপুরী
অতি সুশোভন!
পার্থিব প্রাসাদ সেথা
নাহি প্রয়োজন;
বিশ্বাসী যত
সাধুপূতগণ
শিষ্যভাবে সেথা
করেন বিচরণ।
হের নিশি মাঝে
নক্ষত্র বিরাজ!
চল আঁধার দিয়া
দীপ্তিরাজ্যে আজ।

২

নিত্য পিতার নামে
কর উচ্চৈঃস্বর;
পুত্র, পুণ্য আত্মার
কীর্ত্তি মনোহর।
ধন্য পুণ্য ত্রিত্বের
প্রশংসা কীর্ত্তন
দূত ও নরে মিলে
কয় অনুক্ষণ।
ভবের স্তুতি সঙ্গীত
অযোগ্য পাপময়;
চল দীপ্তিধামে
করিগে জয় জয়!

৪৬০ ১ P. M.

যষ্টিহাতে দ্রুতবেগে
কোথা যাও, যাত্রিগণ?
রাজকীয় আজ্ঞামতে
চলিতেছি সর্ব্বক্ষণ;
গিরি, গুহারণ্য ছাড়ি,
যাচ্ছি সবে রাজবাড়ী।
অস্মদীয় রাজবাড়ী
ঐ উৎকৃষ্ট প্রদেশে।

২

বল দেখি, কিসের আশে
যাইতেছ সেখানে?
নির্ম্মল বস্ত্র গৌরব মুকুট
পাব ত্রাতার সদনে;
জীবন নদীর জল পানে
পরিতৃপ্ত হব প্রাণে;
নিত্য রইব ঈশ-সনে
ঐ উৎকৃষ্ট প্রদেশে।

৩

ভাল, এরূপ নির্জ্জন পথে
চলিতে না শঙ্কা হয়?
না; অদৃশ্য মিত্রবর্গ
নিত্য চতুর্দ্দিগে রয়;
খ্রীষ্ট নেতা, রক্ষাকারী,
আমা সবার সহচারী,
লয়ে যান সব হাত ধরি
ঐ উৎকৃষ্ট প্রদেশে।

৪৬১

Pass me not. ১ P. M.

ওহে ত্রাতঃ, শুন মম
এই আৰ্ত্তনাদ!
অন্যের প্রতি দেখি তব
কৃপা অতিবাদ।

Chorus.

ত্রাতঃ! ত্রাতঃ!
কর উপকার;
দয়া করি হের মম
দুঃখ একবার।

২

অন্য জনে হাস্যমনে
কর সম্ভাষণ;
ছেড়ে নাহি যেও আমায়,
করি নিবেদন।

৩

তব কৃপা সিংহাসনে
যেন মুক্তি পাই;
কর মম অবিশ্বাসের
প্রতীকার, এ চাই।

৪

বিশ্বাস করি তব গুণে,
দেখাও হে শ্রীমুখ;
সুস্থ কর ভগ্ন হৃদয়,
দূরে যাক সব দুঃখ।

৫

নিজ অনুগ্রহে, প্রভো
দাবিদ-তনয়!
পরিত্রাণ ধন দেও মোরে,
মম এ বিনয়।

৪৬২

I hear the Saviour. ১ P. M.

কি স্পষ্ট শ্রুত হয়
শ্রীয়েশুর মধুর রব!
তা শুনি কর্ণদ্বয়
সুখ ভুঞ্জে অসম্ভব।

Chorus.

য়েশু শুধিলা মম ঋণ-দায়
পাপের সিন্দুর কলঙ্ক
তাঁর রক্তে ধুয়ে যায়।

২

হাঁ বটে তব বল,
সামান্য অতিশয়;
না দর্শে তাহে ফল,
নিষ্ক্রিয় সদা রয়।

৩

হে দুর্ব্বল-সন্তান,
রও জাগ্রৎ প্রার্থনায়;
দেও আমায় তব প্রাণ,
বলিষ্ঠ হবে তায়।

৪

হায়! এখন দেখি, নাথ
যে তব রুধিরে
হয় তাবৎ রোগ নিপাত!
পাই মুক্তি অচিরে।

...ীর যে চিহ্ন গায়,
তা সম্যক্ শোধন হয়;
আর পাষাণচিত্ত তায়
হয় কোমলতাময়।

৪৬৩

Himmel. ১ 8. 7. 7. 7.

আহা ! যেশু খ্রীষ্ট বিনা
আমরা সবে উপায় হীন।
দুঃখী দীনহীন, দুরাচারী,
বিশ্বাস, ভক্তি, আশাহীন।
আইস, খ্রীষ্টের কাছে যাই,
যেন আমরা রক্ষা পাই।

২

আহা ! যেশু খ্রীষ্ট বিনা
হেথায় সকল অন্ধকার।
পাপের বিষে আমরা মরি,
নাহি দেখি প্রতীকার !
মনে ভয় অত্যন্ত পাই,
শীঘ্র চল খ্রীষ্টের ঠাঁই।

৩

আহা যেশু খ্রীষ্ট বিনা
হেথায় কোন আশ্রয় নাই।
মোহ জালে ধৃত মোরা,
পদে পদে পড়ে যাই,
দুর্ব্বল, ভীত, সদাই হই,
আইস, খ্রীষ্টের শরণ লই

৪

আহা ! যেশু খ্রীষ্ট বিনা
কোন মতে রক্ষা নাই ;
তিনি কেবল মোদের ত্রাতা,
রক্ষক, ঢাল ও সত্যোপায়,
বিপদনাশক শান্তিকর ;
তাঁরে ভাব নিরন্তর।

৪৬৪

ললিত।—আড়া।

খ্রীষ্ট-প্রেম সুধানিধি
মন মোর যদি চিনিত,
পান করি' প্রেমামৃত
প্রেমেতে পূরিত হ'ত।

১

দিবানিশি খ্রীষ্ট তরে
প্রেমবারি আশা করে
ঊর্দ্ধ মুখে রহিত সে
চাতকপাখীর মত।

২

পেলে সে অমৃতবারি
নিবারিত তৃষ্ণা ভারী,
সুখ শান্তি লাভ করি
আনন্দে সদা ভাসিত।

৩

ওহে খ্রীষ্ট ভক্তগণ,
হের যেশু প্রাণধন,
তাঁর প্রেমে ঘুচাও হে,
মনের বিষাদ যত।

৪

যেশু, তব প্রেমধন
মোরে কর বিতরণ ;
তব প্রেম সঙ্কীর্ত্তন
করিব হে অবিরত।

৪৬৫

সিন্ধু।—মধ্যমান।

মন, তোমার এ কি আচরণ
মিত্র জ্ঞানে সেবিতেছ
শত্রু ছয় জন ?

১

ক্রোধ আদি মদ মোহ,
সেব ছয় অহরহ ;
তবু রে স্বাধীন কহ,
একি বিড়ম্বন !

২

অতি যত্ন সহকারে
রেখেছ হৃদি ভাণ্ডারে ;
তারা সবে সংহারে,
না মানে বারণ।

৩

অতএব বলি শুন,
ত্যজ দম্ভ অভিমান,
ধর য়েশুর চরণ,
পাইবে তারণ।

৪৬৬

বিভাস খাম্বাজ।—ঠুংরী।

য়েশু নামে ধর ঢাল,
নিকট সঙ্কট কাল ;
নিলে তাঁর পদাশ্রয়,
দূর হবে অমঙ্গল।

১

ঈশ্বরাজ্ঞা ভয় করি,
যাও, মন, বরাবরি,
উত্তরিবে ত্বরাত্বরি,
যথা অখণ্ড মণ্ডল।

২

তিমির অন্তর পুর,
লুকায়ে তাহে তস্কর,
এখনি যাইবে দূর,
সত্যতার আলো জ্বাল।

৩

লয়ে য়েশু দত্ত অসি
নির্ভয়ে থাক বসি।
করিবে কি কাল আসি,
দুর্ব্বল হয় সবল।

৪৬৭

বাঁরোয়া।—আড়াঠেকা।

তাঁরে ভুল না, রে মন,
যিনি নিজ বাক্য বলে
সৃজিলেন ভুবন।

১

তিনি দয়ার সাগর,
তাঁর তুল্য নাহি আর,
তিনি ঈশ্বরকুমার,
স্বয়ং সনাতন।

২

তাঁহার করুণাবলে
বাঁচে জীব ধরাতলে ;
না পেলে সে মহাবলে,
অবশ্য মরণ।

৩

তিনি ভকত বৎসল ;
দুর্ব্বল জনের বল ;
সকলের আশাস্থল ;
পতিতপাবন।

৪৬৮ বাহার।—তিওট।

য়েশুর শোণিত স্রোত
বহিছে অবিরত
তারিতে আমার মত পাপীরে।

১

আমি শুনিলাম য়েশুর স্বর,
হও পাপি, পরিষ্কার,
ডুব ডুব রে আমার ক্রুশ রুধিরে।

২

আমি সে মধুর স্বর শুনে
ডুবিলাম ততক্ষণে
য়েশুর সর্ব্ব পাপ-হারী
স্রোত মাঝারে।

৩

মরি একি রে চমৎকার,
পাপী হয় পরিষ্কার,
এল স্বর্গ-সুখ নরক সম অন্তরে।

৪

গাবে অপূর্ব্ব ক্রুশ গান
সর্ব্বদা মম প্রাণ ;
আমি জপিব য়েশুর ক্রুশ অন্তরে।

৪৬৯

পরজ সোহিনী।—আড়াঠেকা।

য়েশু ব্রহ্ম অবতার
জগতে এলেন পাপী
করিতে উদ্ধার।

১

কহিতে কে পারে তাঁর
মহিমা অপার ?
নিষ্পাপ শরীরে তিনি
লন পাপ ভার।

২

বৃথা পরিশ্রম, মন,
কেন কর আর ?
য়েশু নামে শান্তি পাবে,
হবে ভবে পার।

৩

এস এস ডাকিছেন
দয়ালু ঈশ্বর,
দিবেন স্বর্গের সুখ,
আছে অঙ্গীকার।

---

৪৭০ সুরঠমোল্লার।—আড়াঠেকা

বরষিয়া ক্ষেত্র মোরা
করি বীজ বপন।
ঈশ্বরের কৃপাতে তারা
বাড়ে প্রতিক্ষণ।

১

যাঁর আজ্ঞায় প্রভাকর
প্রভা করে নিরন্তর,
বর্ষে বারি জলধর,
শিশির হয় পতন।

২

ঋতু ভেদে বসুমতী
ধরে শস্য নানা জাতি ;
ভক্ষি সবে হর্ষে অতি
ধরিছ জীবন।

৩

চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয়,
যত দ্রব্য উপাদেয়,
সকলি ঈশ্বর-দেয়
পূজি তাঁরে একারণ।

৪৭১

বসন্ত বাহার।—আড়াঠেকা।

সুন্দর ধরাধাম
তরুলতায় সুশোভিত ;
বিবিধ বিহঙ্গ তাহে
হেরে হই আমোদিত।

১

মীনগণে মনোহরে ;
ক্রীড়া করে সরোবরে,
দেখি নব জলধরে
মন হয় হরষিত।

২

দিবসেতে দিবাকর,
শর্ব্বরীতে শশধর
বিকীর্ণ করিয়া কর
করে সবে আনন্দিত।

৩

কিন্তু এই ভূমণ্ডল,
না রহিবে চিরকাল ;
আসিয়া প্রদীপ্তানল,
করিবে তারে সংহত।

৪

ভাবিয়া দেখ না, মন,
কিমাশ্চর্য্য সে সদন
যথা সত্য সনাতন
অবিরত বিরাজিত।

৫

যদি চাহ যাইবারে
সেই অপূর্ব্ব নগরে,
তবে তুমি নরেশ্বরে
না ভুলিও কদাচিত।

৪৭২

পরজ বাহার।—মধ্যমান।

কে যাবে, কে যাবে সীয়োনে ?
ভেসেছে ত্রাণের তরি
পাপীদের কারণে।

১

যিহূদার সিংহ যিনি,
তরির নাবিক তিনি,
কোটী কোটী শত্রু জিনি
লয়ে যাবেন সীয়োনে।

২

ছাড় ভাই ধ্বংস্য দেশ,
ত্বরা করি চলি এস,
পাপ দুঃখ হবে শেষ,
চল যাই সীয়োনে।

৩

বিনামূল্যে করেন পার
প্রেমী য়েশু কর্ণধার ;
কেন আর বিলম্ব কর,
যাবে না কি সীয়োনে ?

৪

ত্রাণ তরি চলে গেলে,
কাঁদিবে বসিয়া কূলে,
ফিরিবে না আর ডাকিলে,
চলে যাবে সীয়োনে।

৫

যখন তোমার পিতা
জিজ্ঞাসিবেন তব কথা,
বলিব কি এ বারতা,
আসবে না সে সীয়োনে ?

৪৭৩

মিশ্র।—তিওট।

এস এস হে তৃষিত্ সবে,
লয়ে শান্তি বারি শান্তি পতি
য়েশু এসেন ভবে।

১

সংসার মরুভূমিতে
ভ্রমিতেছ ভ্রান্ত চিতে
জীবন লভিতে।
মরীচিকা প্রলোভন
বুঝিতে নারিলে, মন ;
ভ্রমিতেছ অকারণ,
পিপাসায় তব প্রাণ যাবে।

ক্ষুধা তৃষ্ণা নিবারিতে
জীবন বারি বিতরিতে
এই পৃথিবীতে
বিনা য়েশু নব ঘন
নাহি অন্য কোন জন ;
দিতে অমূল্য জীবন
ডাকিছেন পিপাসিত সবে

৩

ওহে য়েশু নব ঘন,
কর বারি বরিষণ,
এই আকিঞ্চন।
পেলে সেই অমৃত জল
হবে প্রাণ সুশীতল,
মনোবেদনা সকল,
জীবন বারিতে দূর হবে।

৪৭৪

খাম্বাজ।—মধ্যমান।

কে জানে য়েশুর মহিমা ?
নর অতি পাপী জাতি
কিবা দিবে সীমা ?

১

পূর্ণ ব্রহ্ম য়েশু আসি
নরক তাপ বিনাশি
সদয়ে উদয়, দেখ,
নির্ম্মল চন্দ্রিমা।

২

য়েশু যে অপরাজিত,
জগতে আছে বিদিত,
বুঝিলে হইবে দূর
মনের কালিমা।

৩

পাপের বেদনা নষ্ট
করিতে সহেন কষ্ট ;
দেখালেন প্রেম স্পষ্ট,
অপরূপ ক্ষমা।

৪

দুরাত্মা করি দমন,
সকায়ে স্বর্গে গমন,
কাহাতে বর্ত্তে এমন
সফল গরিমা ?

৫

হেন প্রেমময় নিধি
হেলায় হারাও যদি,
দোষী রবে নিরবধি,
কি দিব উপমা ?

৪৭৫.

কালাংড়া।—একতালা।

আর কিছু চাহিনা
পাইলে খ্রীষ্ট ধনে ;
সেই মহামূল্য নিধি
ধর হৃদে সযতনে।

১

কুল শীল ধন মান
করি লোষ্ট্রবৎ জ্ঞান
লভ সে পরম ধন
আনন্দিত হয়ে মনে।

২

খ্রীষ্ট ধনে যেই ধনী,
তারে ধন্য করি গণি,
তাঁর সম মানী জ্ঞানী,
নাহি দেখি এ ভুবনে।

৪৭৬

বিভাস।—আড়াঠেকা।

নয়নের তারা য়েশু
নির্ধনের ধন।
পাপিগণে তরাইতে
নাহি হেন জন!

১

তিনি জীবের উপাস্য,
এস হই তাঁর শিষ্য,
যে না মানে, সেই নাশ্য
হবে ত্রাসমান।

২

অমৃত জলে তুষিতে
য়েশু এলেন ধরাতে,
আসিয়া কর ত্বরিতে
তাঁর আরাধন।

৩

পরিত্রাণ পরিণামে,
সুখে যাবে স্বর্গধামে,
য়েশুর মধুর নামে
করিলে কীর্ত্তন।

৪৭৭

সুরঠ মোল্লার।—আড়াঠেকা।

দুই পথ অছে, দেখ,
বিশ্ব বিপীন মাঝারে।
এক পথে চির আলো
চির সুখ যাইবারে।

১

অন্য পথ কণ্টকিত,
অন্ধ তমস আবৃত,
পাবে দুঃখ নানা মত,
নাহি পাবে পরাৎপরে।

২

অতএব বলি শুন,
সেই পথে চল, মন,
যাহাতে পাইবে তুমি
অমৃতময় পিতারে।

৪৭৮

সঙ্কীর্ত্তন।

ওহে য়েশু ঈশ তনয়,
ডাকে ভক্তগণে, হও তুমি সদয়।
অকিঞ্চনের ধন, পতিত পাবন,
ভক্তের জীবন; প্রভু, তব নামে
যায় পাপ, ভয়।

১

য়েশু স্বর্গ পরিহরি নরদেহ ধরি
পথের ভিখারি; ভবের কাণ্ডারী,
জগদয হরি, তুমি ক্রুশোপরি
জীবন প্রদানে হ'লে মৃত্যুঞ্জয়।

২

সবাকার তরে ল'য়ে ত্রাণ করে;
বেড়ালে ঘরে২; সে অমূল্য ধন
করিলে গ্রহণ, পাপী তাপী জন
পায় শান্ত মন, হয় নব হৃদয়।

৩

তুমি স্বর্গাসীন, করে দূতগণ
তোমার ভজন, ধরাবাসী যত
ধরি তব পথ, হবে তব অনুগত,
বদনে বলিবে, জয় য়েশু জয়!

৪

পিতৃপ্রেম ভাজন! প্রেমে আকর্ষণ
কর পাপীর মন; প্রেমের মহাজন!
কর বিতরণ সে প্রেম রতন;
তব প্রেমে মত্ত কর, প্রেমময়।

৫

নিজ কৃপাদানে, ভারত সন্তানে
স্থান দেও চরণে; তব নাম সার;
সবারে কর পার, তুমি দয়াধার
নিত্যানন্দে যেন পুলকিত হয়।

৪৭৯

ভৈরবী।—আড়াঠেকা।

বল, রে বিপথগামিন
আছে কি না আছে মনে;
আমার ক্রুশের তলে
যে কথা ছিল দুজনে?

১

প্রথম প্রণয় ভুলে
সেবিছ দেখি দ্যাবলে,
হয় না কি কোন কালে
মম প্রেম তব মনে?

২

আমার যত বেদনা
ভুলেও কি মনে পড়ে না?
শুধেছি তোমার দেনা
নিজ দেহ বলিদানে।

৩

ঊষার শিশির সম
শুকাইল তব প্রেম,
তবু দেখিছ না ভ্রম
মুদি আঁখি এই ক্ষণে?

৪

ফির ফির মূর্খ নর,
আসিয়া আঘাত কর,
আমার প্রেমের দ্বার
খুলে দিব সযতনে।

৪৮০

ভৈরবী।—আড়াঠেকা।

কি আশ্চর্য্য প্রেম, প্রভু,
আমার প্রতি প্রকাশিলে!
ভুলব না, ভুলব না কভু
আমার এ প্রাণ গেলে।

১

অন্ধ মুলা খঞ্জ হয়ে
ছিলাম মৃত্যুর ছায়ায় শুয়ে,
তুমি আগ্রহতা বলে,
নরক হতে আন্‌লে তুলে।

২

তোমায় আমি ছিলাম ভুলে,
তুমি কভু না ভুলিলে;
নয়নের তারা বলে,
লক্ষিলে অনাদি কালে।

৩

আমি নিরুপায় বলে
বিনামূল্যে মুক্তি দিলে;
আপন প্রাণ মূল্য দিলে,
পাপঋণ শোধ করিলে।

৪

সেই অমর সীয়োনাচলে
তুমি প্রাণের সখা হলে,
জয় য়েশু জয় য়েশু বলে
তোমার সঙ্গে যাব চলে।

৪৮১

ঝংলা।—আড়খেমটা।

য়েশু পরম ধন!
তাঁরে যত্ন কর, আমার মন।

১

প্রভু ছাড়িলেন স্বর্গস্থান,
আইলেন মর্ত্ত্যভুবন,
ও মন, তোমারই কারণ;
তিনি নরের জন্য নরদেহ,
ও মন, করেছেন ধারণ।

২

ও মন, তোমার পাপের জন্য
গেৎশিমানী বাগানে
কত দুঃখ তাঁর প্রাণে!
ও মন, তোমার মহাপাপের জন্যে
তিনি ক্রুশে হইলেন সমর্পণ।

৩

ও মন বিশ্বাস করে যে জন,
পাইবে সে খ্রীষ্ট ধন,
সে অমূল্য রতন!
ঐ ধন অনন্তকাল থাকবে রে মন,
তার ক্ষয় নাহি হবে কখন।

৪৮২

হাম্বির।—চৌতাল।

আকিঞ্চনে ভজ তাঁরে, মন,
যাঁরে ভজন অমরগণ করে
সকল কালীন।

১

পরমাত্মনাদিঅন্তহীন,
সদানন্দন, পাপনাশন,

নির-অঞ্জন, চিরকালীন
চিন্তিতজনচিন্তাহরণ,
অপরাধবিমোচন।

২

ভজ, মন, সেই ব্রহ্মাত্মায়,
বিনাশে ভ্রান্তি যাঁর কৃপায়,
নাশে চিত্তধবান্তি যস্যাভায়।

৩

করুণাসিন্ধু, ভক্ত উপায়,
ভক্তে নিত্যানন্দে চিন্তে যায়,
চিন্ত সদা, মন, চিন্ত তাঁয়,
চিন্তিলে যে নাশে অনুপায়
সেই দীনহীনায়ন।

৪৮৩

বিভাস।—মধ্যমান।

জগতজীবন ধনে
কে দিল ক্রুশ উপরে?
তাঁর এ দুঃখযাতনা
সহে না মম অন্তরে।

১

যাব সেথা আমি যাব,
সে ক্রুশ তুলিয়ে লব,
যে পথে গেছেন যেশু,
যাব সেই পথ ধরে।

২

তাঁ বিনা ভবসংসার,
সকলি দেখি অসার,
ব্যাকুলিত মন, আর
রহিতে না পারি ঘরে।

৩

পাপীর বাঞ্ছিত ধন
যেশু পতিতপাবন,
করিয়া অবতরণ
উদ্ধারিলেন ধরারে।

৪৮৪

সুরঠ মোল্লার।—পোস্তা।

ভবমাঝারে মনতরি
অস্থির পাপতুফানে।
বিষম লহরী হেরি
আকুল হতেছি প্রাণে।

১

ভবসাগর অকূল,
দেখিতে না পাই কূল,
খ্রীষ্ট অনুকূল বিনে।

২

ধর রে প্রত্যয় হাল,
প্রত্যাশাতে তোল পাল,
ভর করি প্রেম গুণে।

৩

যেশুনামে পাব জয়,
দূর হবে ভবভয়,
যাইব স্বর্গভুবনে।

৪

যেশুকল্পবৃক্ষে ভেলা
বান্ধ গিয়া এই বেলা,
আর কি করে তুফানে?

৪৮৫

সঙ্কীর্ত্তন।

প্রভু, আমি অভয় হয়েছি,
তুমি অতুল বৈভব নিধি,
আমি এবার তোমায় পেয়েছি।

১

ওহে দয়াময়,
তুমি অনন্ত অক্ষয়,
মরা হয়ে, তোমায় পেয়ে,
অমর হয়েছি।
তাহে প্রভু তোমার প্রেমসাগরে
আনন্দেতে ভাসতেছি।

২

আমি পাপীজন,
তুমি পুণ্য মুক্তিধন
তব গুণে একাসনে
রাজা হয়েছি।
আবার জীবনমুকুট প্রাপ্ত হয়ে
পিতার ডাইনে বসেছি।

৩

দেখ, রে শয়তান,
আমি ঈশ্বরসন্তান,
মাটী হয়ে, কি ঐশ্বর্য্য
প্রাপ্ত হয়েছি!
আমার ঈশ্বরধনে, খ্রীষ্টসূনে,
সহাধিকার লভেছি।

৪৮৬

ভৈরবী মিশ্র।—আড়াঠেকা।

বাহিরে দাঁড়ায়ে ওকে
আঘাত করিছে দ্বারে?
ভিজিছে মস্তক কেশ
তীব্র নিশার শিশিরে।

১

হাতে পায় ক্ষত চিহ্ন,
প্রেমে মুখ পরিপূর্ণ,
সহস্রের অগ্রগণ্য,
বাক্যেতে অমৃত ঝরে।

৩

মধুর আহ্বান তাঁর
তুচ্ছ করি কত বার
বলেছ মুখের উপর,
নাহি সময় যাও ফিরে।

৪

উঠ, খুলে দেও দ্বার,
দুর কর নিদ্রাভার,
পূজ যুগল পদ তাঁর
তনুপ্রাণ সহকারে।

৫

যদি তিনি ক্রোধ করে
দ্বার হতে যান ফিরে,
তখন পড়িবে ফেরে,
কাঁদিলে পাবে না তাঁরে।

৪৮৭

বেহাগ।—আড়াঠেকা।

অপার আনন্দচিতে
যেশুগুণ কর গান।
সিদ্ধ বলি যজ্ঞেশ্বর
আহুতি দিলেন প্রাণ।
যাগ যজ্ঞ যত ছিল,
দেখি সকলি সফল,
ভাবীবাক্য পূর্ণ হ'ল,
কিবা আশ্চর্য্য বিধান।

শুন, মম চিত, যেশু ঈশসুত
হয়ে রণজিত করেন গমন
সবল অরি দুর্ব্বল,
মৃত্যুব নাহিক বল,
আসি যেশু মহাবল
করিলেন ত্রাণদান।

২

যাবে পাপাবলী, করি কৃতাঞ্জলি
দিলে মনাঞ্জলি ও পদকমলে;
তব হৃদিসিংহাসন
যতনে কর অর্পণ,
পাবে শান্তি সনাতন
হ'লে যেশু অধিষ্ঠান।

৪৮৮

জয়জয়ন্তী।—জৎ।

ডাক, রে মন,
যেশু বলে একবার।
তিনি বিনা আর
কে করিবে পার?
এই ভীষণ তরঙ্গপূর্ণ
ভব জলধি অপার।

ভয়ে শুকায়েছে মুখ,
থরহরি কাঁপে বুক!
দুই চক্ষে বহে নীর অনিবার
তাই বলি, মন, শুনরে বচন
যেশুর শ্রীচরণ কর রে স্মরণ
তিনি ভবকর্ণধার।

আর যত মাঝী দেখ,
তারা ভণ্ড প্রবঞ্চক,
তাদেব উপর করো না মন নির্ভর।
পুণ্য, মান, ধন, চাহে সর্ব্বজন
কেবল প্রভু যেশু বিনামূল্যে
ভবপারে করেন পার।

৩

যেশু কাঙ্গালের মাঝী,
বিশ্বাসেতে হন রাজি,
তাঁর ক্রুশতরি অতি চমৎকার;
তোমার মত পাপী লক্ষ জন,
নিরভয়ে ভবার্ণবে
হয়ে গেছে পার।

৪৮৯

সঙ্কীর্ত্তন।

ধরাবাসি, শুন আসি'
কেমন শুভ সমাচার!
তরাইতে পাপীতাপী
পূর্ণব্রহ্ম অবতার।

১

দিব্য দূতগণ করে অনুক্ষণ
ভক্তিভাবে সেবা যে জনার,
মহিমা অপার, ধরি নরাকার
ভ্রমিলেন তিনি এ সংসারে?

২

সৃষ্টি স্থিতি লয় যাঁর বাক্যে হয়,
যিনি সকলের মূলাধার;
জীবের জীবন, দিতে মোক্ষধন
হলেন নিধন দয়াধার।

৩

লইয়া ত্রাণধন ঈশ্বরনন্দন
ডাকিছেন তোমায় বারে বার;
শুন, মূঢ় মন, ধর শ্রীচরণ,
দূরে যাবে সব পাপভার।

৪

করিতে উদ্ধার যেশু মাত্র সার।
যেশু বিনা কিছু নাহি আর।
বল যেশুর নাম, যাবে স্বর্গধাম,
অন্তে হবে লাভ সুখসার।

৪৯০

বেহাগ।—আড়াঠেকা।

কে আছে মম সমান
সুভাগা অবনিতলে?
চন্দ্র সূর্য্য আদি যার
পিতার আদেশে চলে।

১

পিতার বারিদগণ
করি বারি বরিষণ
পৃথিবীর তপ্ত তনু
বরষায় সুশীতলে।
সে বরষা অনুকূল,
প্রফুল্ল চাতককুল,
আনন্দে মম পিতারে,
ধন্য ধন্য ধন্য বলে।

২

বসন্তে মনুজগণে
যে দক্ষিণসমীরণে
কি ধনী কি দীনহীনে
সবারি তনু শীতলে;
তার সঙ্গে সঙ্গে মিলে
শ্যামা সুকণ্ঠ কোকিলে
মম পিতারি আদেশে
সবে তোষে ভূমণ্ডলে।

৩

অকূল পাপ-পাথারে
আকুল দেখে আমারে
পিতা মম অগ্রজেরে
পাঠাইলা ধরাতলে;
আমা সহ পাপী নরে
উদ্ধারিতে দয়া করে
হৈলা তিনি ত্রাণতরি
এ ভব-জলধিজলে।

৪৯১

সঙ্কীর্ত্তন।

য়েশুপতিরে প্রাণ সঁপেছি!
আহা! কি ধন হৃদে ধরেছি।
তাঁরে পেয়ে মোহিত হয়েছি।

১

যিনি প্রেমাকর,
আমি কন্যা, তিনি বর;
তাঁর সঙ্গে এক অঙ্গে
কিবা সেজেছি!
আমার অস্থির অস্থি,
মাংসের মাংস,
একআত্মা হয়ে রয়েছি।

২

য়েশু প্রিয়বর,
তিনি শোভার আকর,
তাঁরে পরে অলঙ্কারে
ভূষিত হয়েছি!
আমি ভ্রষ্টা হয়ে
তাঁহায় পেয়ে
এবার সতীকন্যা হয়েছি।
তাঁরে পরে ভূষিত হয়েছি।

৩

আমি তাঁহাতে,
তিনি ঈশ্বর পিতাতে,
চিরবাসে, প্রেমোল্লাসে
মুগ্ধ হতেছি!
তাঁহার প্রেমসাগরে মগ্ন হয়ে
কত রত্ন পেয়েছি।
তাঁহার প্রেমে মুগ্ধ হতেছি।

৪৯২

বেহাগ।—আড়াঠেকা।

বড় সাধ মম মনে, হে নরনন্দন,
আমাতে তোমার ইচ্ছা
হউক সম্পূরণ।

১

ইচ্ছা হয়, সুখে রাখ,
না হয় ভোগাও দুঃখ,
তব হস্তে সুখ দুঃখ
উভয়ই সমান;
অমৃত কি হলাহল,
জল কি জ্বলন্তানল,
সকলি,দীনদয়াল,মঙ্গলকারণ।

২

কুম্ভকার নিজ হাতে
যেই ভাবে মৃত্তিকাতে
গঠে মূর্ত্তি আপনার
মনের মতন;
সেইরূপ এ পাপীরে
তব ইচ্ছা অনুসারে,
গঠ শীঘ্র কিম্বা ধীরে,
পাতকীজীবন!

৩

তব প্রেমময় করে
যে শাস্তি প্রদান করে,
সে তো মম আশীর্ব্বাদ,
কলঙ্কহরণ;
তাই বলি, হে প্রেমদ,
তব সম্পদ বিপদ
আমার পক্ষে সুখদ,
আদরের ধন!

৪৯৩

জংলা।—আড়খেমটা।

কেন মিছে আর কর
ভাবনা?
য়েশু বলে ডাক, রে মন,
যাবে যন্ত্রণা।

১

ডাক তাঁরে ভক্তিভাবে;
ত্রাতা অন্য নাহি ভবে।
য়েশু নামে দূরে যাবে
মনোবেদনা।

২

দৃঢ় করি তাঁরে ধর,
মনের আশা পূর্ণ কর।
পাবে তব পূর্ণ বর,
যাবে যাতনা।

৩

ধর সে পদ-কমলে,
ছেড় না রে অবহেলে,
বল মুখে অন্তকালে
জয় জয় হোশানা!

৪৯৪

ঝিঁঝিট।—আড়া।

ভাবনা কি আছে আর এখন!
ওহে খ্রীষ্টীয়ান;
যুদ্ধজেতা খ্রীষ্টপদ
কর নিত্য ধ্যান।

১

দুরন্ত শয়তান অরি
বলে পরাজয় করি
দিবেন সেই স্ব-
য়েশু কৃপাবান।

হস্তে রাখ দিবানিশি
আশা, প্রেম, পুণ্য অসি;
তবে সেই ত্রাণ-পতি
করিবেন ত্রাণ।

৩

পাতকী তারণ তরে
স্বর্গ সুখ ত্যজ্য করে
প্রাণ দিয়ে ক্রুশোপরে
সাধিলেন ত্রাণ।

৪৯৫

বিভাস।—আড়া।

কেন রে ভাবনা? কিসের ভাবনা?
পিতা সর্ব্বাধীপ, তাহা কি জান না?
ভ্রাতা তাঁর দক্ষিণে তোমার কারণে
করিছেন মিনতি, নাহি রে ভাবনা!

১

তিনি যে সঙ্কটে অতিশয় নিকটে
আসি করেন দূর সকল যন্ত্রণা।
কেবল প্রত্যূষে, দুঃখ রাত্রি শেষে
আসি নিজ দাসে করেন সান্ত্বনা।

২

পৃথিবী স্বর্গের শকতি অপার
হয়েছে অর্পিত যাঁহার উপর,
সৃজন কারণ ঈশ্বরনন্দন,
সঙ্গে সেই য়েশু, নাহি রে ভাবনা।

৪৯৬

বসন্তবাহার।—আড়াঠেকা।

সীয়োন-সৈনিক! হেন
বিরস বদন কেন?
যিহুদার সিংহে বুঝি
আজ হতেছ বিস্মরণ!

১

ভীষণ শত্রুর দল
দেখে কি হ'লে বিহ্বল?
য়েশু যে দুর্ব্বলের বল
নিকটেতে সর্ব্বক্ষণ।

২

গভীর রজনী হেরে
ভয় পেলে কি অন্তরে?
পাবে শীঘ্র দেখিবারে
প্রভাতী তারা কিরণ।

৩

চির দিন পাপের জয়
থাকিবে না, হবে ক্ষয়।
বল, তবে কিসের ভয়?
যুদ্ধে কর প্রাণপণ।

৪

ক্রুশ রেখে বক্ষঃস্থলে
দেও রণ সর্ব্বস্থলে;
ক্রুশপতির জয় বল্যে
নাশ শত্রুর আস্ফালন।

৪৯৭

ঝিঁঝিট।—আড়া।

রণসাজে সাজ হে এখন,
ওহে ভ্রাতৃগণ,
খ্রীষ্ট-অরি নাহি যেন
করে আক্রমণ।

১

যুদ্ধ অস্ত্র আছে যত,
ল'য়ে শত্রু সাথে শত,
করিবারে নরে হত
আসিছে এখন।

২

সঙ্গে লয়ে সহচরে
অহঙ্কারে নৃত্য করে;
আসিয়া এ নরপুরে
বধিবে জীবন।

৩

ষড়রিপু তার সঙ্গে
মাতিয়াছে ঘোর রঙ্গে;
তাদের কোপ-তরঙ্গে
রবে না জীবন!

৪

কর যীশু পদ সার।
উপায় কি আছে আর?
বিশ্বাসাস্ত্র করি ধার
কর বর্ম্মধারণ।

৪৯৮

বিভাস।—আড়া।

যিনি বিশ্বধর, পূর্ণ মহেশ্বর,
তিনি মম পিতা, ভাবনা কি আর?
স্বর্গমর্ত্ত্য ক্ষিতি যাঁতে করে স্থিতি,
আমি দীনহীন সন্তান তাঁহার!

১

আমার পিতার রাজ্য সমুদয়;
কার সাধ্য মোরে দেখাইবে ভয়?
এ বিশ্বসংসার তাঁর অধিকার;
রাজ-পুত্র আমি, কি ভয় আমার?

২

ওরে পাপাত্মা, কি ভেবেছ মনে?
দেখাইবে ভয় এই দীন জনে!
কি সাধ্য এখন করিবে নিধন?
জেনেছি হে আমি প্রতাপ তোমার!

৩

য়েশু তব বল করি পরাজয়
গৌরবে আছেন বসি স্বর্গালয়।
নাহি কারে ভয় করে এ হৃদয়,
য়েশুপদ আমি করিয়াছি সার।

৪৯৯

মিশ্র।—একতালা।

তাঁরে ভজ, মন, যাঁরে ভজিলে,
দুঃখ থাকে না আর।
স্মরিলে যাঁহারে, প্রবেশে
অন্তরে শান্তিসুখপারাবার।

১

ব্রহ্মাণ্ড মণ্ডলে যাঁর নাহি সম,
যিনি স্থূলমূল ঈশপ্রিয়তম,
নাশে অনায়াসে জীবভ্রমতমঃ
করুণা আদেশে যাঁর।

২

করিয়া জগৎ প্রাণসংস্কার,
যিনি জগতের ত্রাণমূলাধার,
যে করে উদ্ধার জগৎসংসার
হয়ে য়েশু অবতার।

৫০০

আলেয়া।—আড়াঠেকা।

কর, ওরে মন,
য়েশুর সাধনা;
তিনি সুপালক তব,
কিসের ভাবনা?

১

শ্যামবর্ণ তৃণস্থল,
যথা সুশীতল জল,
রাখেন সেখানে দাসে
করি করুণা।

২

ভ্রমে যদি ছাড়ি পাল,
তত্ত্ব লন সে রাখাল,
ফিরায়ে কৃপায়, দোষ
করেন মার্জ্জনা।

৩

তিনি আমার সহায়,
তবে কেন করি ভয়?
নিদানকালে আমারে
দিবেন সান্ত্বনা।

৫০১

বাহার।—আড়াঠেকা।

কবে এ হৃদয়, নাথ,
একেবারে তোমার হবে?
তব ইচ্ছায় মম ইচ্ছা
সমভাবে মিলে যাবে?

১

অবাধ্যতা অবিশ্বাস
নিঃশেষে হবে বিনাশ,
ঘুচিবে ভবের ত্রাস,
পাপতৃষ্ণা দূরে যাবে।

২

ক্রুশরূপ সর্ব্বক্ষণ
করিব গো নিরীক্ষণ,
ভুলে এ পোড়া নয়ন
পাপমূর্ত্তি না দেখিবে।

৩

শুনিবে তব বচন
নিরন্তর এ শ্রবণ
তব পদ আলিঙ্গন
করে প্রাণ সুখী হবে।

৫০২

বাঁরোয়া।—মধ্যমান।

এ কেমন ভালবাসা
তুমি প্রকাশিলে হে!
ভালবাসা দেখি আমায়
ভাল না বাসিলে হে।

১

শক্রতরে প্রাণ দিলে,
শক্ররে হৃদয়ে নিলে;
দুঃখী হও সে কাঁদিলে,
হাস সে হাসিলে হে।

তেয়াগি স্বরগসুখ
আসিলে ভুগিতে দুঃখ,
ঈশক্রোধ পাতি বুক
সচ্ছন্দে সহিলে হে।

৩

ক্রুশের যাতনা যত,
সকলি হও বিস্মৃত,
শক্র যদি খুলে চিত্ত
ডাকে প্রভু বলে হে।

৫০৩

দেশী।—আড়া।

আর কত দিন হয়ে জ্ঞানহীন
থাকিবে ভবে? তোমার
কালে কালে কাল ফুরাবে!

১

জনম লয়ে মানবকুলে
তুমি কি হালে কাল কাটালে,
ভাবলে না তা কোন কালে?
তোমার এই কাল গেলে
কি আর কাল পাবে?

২

ভেবে দেখ ইহকাল ওগো
কার ভাগ্যে নয় চিরকাল।
আসিবে এক দিন দুরন্ত কাল
তোমায় সেই কালে কাল
ছাড়তে হবে।

৩

রতনে চরণে ঠেলে তুমি
আর থেকো না মায়াজালে।
চলে য়েশুর ক্রুশতলে;
তবে পার হবে সেই ভবার্ণবে।

৫০৪

দেশী।—ঠুংরী।

ও মন, মিছে ভাবনা
কর কি কারণে ?
ত্রাণপতি অবতীর্ণ
তোমার কারণে।

১

তুমি হয়েছ যে পরিশ্রান্ত,
পাপভারে ভারাক্রান্ত,
য়েশু তোমায় অবিশ্রান্ত
ডাকেন যতনে।

২

তব যদিও পাপ লোহিতবরণ
কর্‌বেন তিনি শ্বেতবরণ,
স্বরুধিরে করি শোধন
লবেন যতনে।

৩

মন রে,প্রভু যীশু তব তরে
প্রাণ সঁপেছেন ক্রুশোপরে।
ধর তাঁরে বিশ্বাস করে,
বাঁচবে পরাণে।

৫০৫

জংলা।—আড়াঠেকা।

ভোলা মন, কর রে যীশুর সাধন।
বাঁচবে তবে প্রাণে।
ভক্ত জনে সরল মনে
সদা মগ্ন থাকেন ধ্যানে।

১

স্বর্গসুখ আকাঙ্ক্ষী যাঁর,
জগতে মন দেন না তাঁরা।
পাপের পঙ্কে হয়ে মরা
তাঁরা বাস করেন ভুবনে।

২

এই অনিত্য জগতে
যদি মগ্ন হও পাপেতে,
কি হবে তব ভাগ্যেতে
সেই মহাবিচার দিনে ?

৩

যাবে যদি জীবনপুরে,
থাক প্রভুর চরণ ধরে।
তবে তিনি প্রেমভরে
তোমায় রাখবেন সুখস্থানে।

৫০৬

সিন্ধু ভৈরবী।—একতালা।

কত দিন আর রবে ভবে ?
দিনে দিনে দিন ফুরাল,
কোন্ দিন তোমায় যেতে হবে।

১

দিন থাকিতে না ভাবিলে,
রঙ্গরসে দিন কাটালে।
কি বলিবে সে দিন এলে ?
চিরদিন কি এমনি যাবে ?

২

সংসারমায়ায় মুগ্ধ হয়ে
ভুলিতেছ দয়াময়ে।
দেখ না দিন গেল বয়ে ?
কি বলিয়ে উত্তর দিবে ?

৩

এলে বিশ্ববিচারপতি,
হবে তোমার কি দুর্গতি ?
ধর য়েশু ত্রাণপতি ;
নতুবা জীবন যাবে।

৫০৭

মিশ্র।—ঠুংরী।

প্রভু যীশু-পদ ধর, মন আমার।
ঘুচে যাবে যাতনা অপার।
দুঃখতাপ যত যা আছে, মন রে!
সবই যাবে, হবে প্রতীকার।

১

ভবের দুঃখ যাতনা
অন্তর-শোক বেদনা
যাবে, কিছু রবে না।
যীশু বলে ডাক, রে রসনা, রসনা;
যীশুপ্রেম, যীশুনাম, কর সার।

২

এ জগতে যীশু সম
কিবা আছে মনোরম?
যীশু প্রাণপ্রিয়তম!
যীশুই জানেন মনোবেদনা, মন রে!
ঘুচাবেন যাতনা, তাঁর অঙ্গীকার।

৩

ওহে যীশু ত্রাণপতি,
হের দীন দাস প্রতি,
হর শোক দুর্গতি।
তব পদে সঁপিলাম প্রাণ, নাথ হে!
শোকদুঃখে কর হে উদ্ধার।

৫০৮

বসন্তবাহার।—একতালা।

সাজ ভাই, সাজ রে, সজোরে হান রে।
না হানে গোচরে, কত মায়াধরে,
অন্তরে বিন্ধে থাকি অন্তরে।

১

তোমার বিনাশে, নিজ মিথ্যাপাশে
সতত বিকাশে; ভুল না রে ভুলনা।
তাহার মায়ায় নাশিবে যাহায়,
সত্য পটুকায় পর কটি'পরে।

২

সংশয় শেলেতে নাশিবে ছলেতে
ভুলেতে ভ্রমেতে থেকনা রে থেকনা
পুণ্যপাটা ধরি নিজ বক্ষোপরি,
খ্রীষ্টসেনাপতি স্মর অন্তরে।

৩

মুক্তিসমাচার পাদুকা তোমার
রাখ অনিবার পদে রে (ভুলনা!)
তার অগ্নিবাণ, করিতে নির্ব্বাণ
ধর অনুক্ষণ বিশ্বাসঢালে রে।

৪

ত্রাণের টোপর পর শিরোপর।
দেবলের শর নিবারিবে রে (ভুলন
বাক্যের কৃপাণ অতি খরশাণ
পাপের বন্ধন ছেদন করে।

৫০৯

পাহাড়ী।—আড়াঠেকা।

মম আশা, ওহে নাথ,
চিরদিন কি মনেই রবে?
তুমি না পুরালে আশা,
বল, আর কে পুরাবে?

১

মরিয়ম সম তব
পদতলে পড়ে রব;
তোমার মধুর রব
হৃদি শীতল করিবে।

২

রাখি শিরঃ তব বুকে
যোহনের মত সুখে
নিরখিয়া তব মুখে
আঁখি আশ মিটাইবে।

৩

বলিব মনের কথা,
হৃদয়ের যত ব্যথা,
শুনে সে সব বারতা
তুমি সান্ত্বনা করিবে।

৪

ঈশ আর তুমি যেমন,
একভাবে আছ দুজন,
হে য়েশু পাতকিজীবন,
রাখ আমায় সেই ভাবে।

৫১০

পাহাড়ী।—আড়াঠেকা।

চির তব অনুগামী
হব, ওহে প্রাণেশ্বর।
যথা রবে, আমি সেথা
হব তব অনুচর।

১

তোমা ছাড়ি কোথা যাব?
কোথা হেন বন্ধু পাব?
তব সম কেবা আর
তুষিবে দুঃখিতান্তর?

২

সংসার যাতনা ভয়ে
যবে রহি মগ্ন হয়ে,
তোমার সান্ত্বনা বাণী
শান্তি বর্ষে নিরন্তর।

৩

শুনিলে তোমার রব,
যাতনা বেদনা সব
উপশম হয় কিবা!
ওহে শোক-দুঃখ-হর।

৪

এ হেন বান্ধব জনে
ছাড়িব না কোন ক্ষণে।
চির দিন হও, নাথ,
অনাথের প্রাণেশ্বর।

৫১১

স্বরঠ মল্লার।—আড়াঠেকা।

"কাল কাল" করে, ভাই,
কত দিন আর যাবে বল ?
প্রাণভানু ক্রমে ক্রমে
অস্তগত প্রায় হইল।

১

নিমেষেতে কি ঘটিবে
বলিতে পার না ভেবে;
তবে তুমি কি হিসাবে
বলিতেছ "কাল কাল" ?

২

ভ্রমিছ ভিখারী বেশে
কত স্থানে কত দেশে;
এস ফিরে পিত্রাবাসে
বিলম্বে কি ফল বল ?

৩

প্রেমেতে ডাকেন ঈশ
অহে পাপি, আজই এস,
ত্যজিয়া পাপ-নিবাস
অধর্ম্মের হলাহল।

৫১২

খট।—জৎ।

পাপস্রোতে মগ্ন আমি,
রক্ষা কর, প্রভু, তুমি।
তুমি না করিলে উদ্ধার,
পাছে আমি ডুবে মরি।

১

কাতরেতে ডাকি আমি,
ত্রাণ কর ওহে স্বামি,
পিতরে রক্ষিলে যেমন,
হও মম রক্ষাকারী।

২

ভব তুফান অতি ভারী
বহিতেছে মমোপরি;
ভয়েতে ভাবিত আছি,
ডুবে পাছে ভগ্ন তরী।

৩

আমি অতি দীনহীন,
বৃথা গেলে মম দিন;
এ দুঃখ-সাগর হতে
টেনে লহ স্বর্গপুরি।

৫১৩

বেহাগ।—মধ্যমান।

ওরে মন দুরাচার,
দুস্তর পাথারে তুমি
কিসে হবে পার ?

১

মত্ত হয়ে অহঙ্কারে
না মানিলে ত্রাণাধারে;
অন্তিমে কেবা তোমারে
করিবে উদ্ধার ?

২

ওরে মন ভ্রান্ত অলি,
খ্রীষ্টে দিয়ে জলাঞ্জলি;
বিষ পানে মত্ত হলি,
মরিলি এবার !

৩

এখন সময় আছে,
এস ত্রাণ-পতি কাছে;
নতুবা মরিবে পাছে,
করি হাহাকার !

৫১৪

ভৈরবী।—একতালা।

ব্যাকুল হইলা কেন? বল মন,
বল আজি কেন হেরি বিষণ্ণ বদন?

১

চঞ্চল নয়ন্ বল কি কারণ?
কেন ক্ষণে ক্ষণে কর রে ক্রন্দন?
ঈশ্বর শরণ লয় যেই জন
সে জনে কি তিনি ত্যজেন কখন?

২

তোমার তারণ সাধন কারণ
ঈশ্বর নন্দন ত্যজি নিজ প্রাণ,
করিতে অর্পণ অনন্ত জীবন
মধুর বচনে করেন আমন্ত্রণ।

৩

ভক্তি অভরণ, করি অভরণ,
বিশ্বাস মরাল করি' আরোহণ,
করিয়া দর্শন কৃপা সিংহাসন
ঈশ্বর উদ্দেশে কর আনন্দন।

৫১৫

রামপ্রসাদী।

শমন, কি ভয় দেখাও তুমি?
আছেন যেশু মৃত্যুঞ্জয়,
তাঁর প্রজা হয়েছি আমি।

১

পিতা পুত্র আত্মার নামে
লয়েছি মৌরুষী পাট্টা,
আছে ক্রুশের চিহ্ন সইমোহরী,
খাট্‌বেনা তোর খোদ-হাকিমী

পুণ্য অঙ্কে শূন্য রটে,
পাপ করেছি রাশি রাশি;
কিন্তু আমার নামে সেই মহাজন
করে গেছেন সালতামামী।

৩

খ্রীষ্ট ভক্তে বলে, শমন,
সর্ব্বদা প্রস্তুত আছি।
প্রভু ডাকবেন যখন, যাব তখন।
তোর কথায় যাব না আমি।

৫১৬

সঙ্কীর্ত্তন।

বাঞ্ছাকল্পতরু যেশু হে আমার!
যে যা চায়, সে তা পায়,
সে অনন্ত ভাণ্ডার।

১

কে আস্‌বি রে ভাই আয়,
এমন দয়াল নাহি আর;
এলে পূর্ণ হবে বাঞ্ছা,
আনন্দ অপার।

২

এমন দিন বহে যায়,
বিনামূল্যে ভব পার
যেশু বিনা দিতে,
এ দান সাধ্য কার?

২

সে জীবন ভিক্ষা দেয়,
দাতা কি চমৎকার!
নিজ প্রাণ দিলেন
সেই দয়ার আধার।

৫১৭

স্থরটমোল্লার।—জৎ।

তুমি অকলঙ্ক শশি,
হ্রাস নহিবে কখন।
আসিয়া হৃদয়াকাশে,
কর কর বরিষণ।

১

অনিবারে ক্ষরে সুধা,
নিবারে আত্মার ক্ষুধা,
তৃপ্ত হয় তাপী জন।

২

উদয় হয়ে ভূতলে
পাপ-তিমির নাশিলে,
ওহে সত্য সনাতন।

৩

হেরে যেই সে কিরণে,
ভয় না করে শমনে,
যায় অমর ভুবন।

৪

ভূত, ভব্য, বর্ত্তমান
সতত এক সমান;
প্রবীণ নিত্য নূতন।

৫১৮

কীর্ত্তন।

তোমারি সঙ্গে যাইব রঙ্গে,
তুমি জীবন-তারা।

১

হয় হবে ক্লেশ, বহিব ক্রুশ,
প্রতি দিবস মোরা।

২

ঘুচাও শোক, করি নিজ লোক,
শ্রীপদ নখ করো না ছাড়া।

৫১৯

বাঁরোয়া।—আড়াঠেকা।

প্রেম পরম রতন।
লভিবারে হেন ধন
কর হে যতন।

১

প্রেম সহিষ্ণুতা করে,
পর হিতে সদা ফেরে,
শত্রু মিত্র আত্ম পরে
হেরয়ে সমান।

২

প্রেম লোভ ক্রোধ হরে,
অহঙ্কার নাশ করে,
দয়া ক্ষমা গুণ ধরে,
সুখ প্রস্রবণ!

৩

প্রেমে পূর্ণ যত জন,
নাহি কহে কুবচন;
দ্বেষ হিংসা কদাচন
করে না কখন।

৪

প্রভু যেশু প্রেম-ধন
করিছেন বিতরণ;
ধর তাঁর শ্রীচরণ;
পাবে মোক্ষধন।

৫২০

বেহাগ।—আড়াঠেকা।

সেই দিন, মন, কর রে স্মরণ;
না জানি প্রাণ বিহঙ্গ
পলাবে কখন।

১

দম্ভ ভাবে কত রবে?
এ দেহ পতিত হবে;
সৌন্দর্য্য কি সঙ্গে যাবে?
কে এত অচেতন?

ওরে মম পামর চিত,
কেন কর অনুচিত;
বুঝ না আপন হিত
পাপ বিষে কেন মন?

২

না জান যৌবনদাতা,
না চিন জগত-পাতা;
ভ্রমিতেছ যথা তথা
হ'য়ে আত্ম বিস্মরণ।

ছাড় গর্ব্ব অহঙ্কার,
কর, মন, সুবিচার;
করি পাপ পরিহার
সদা ভাব খ্রীষ্ট ধন।

৫২১

মিশ্র মল্লার।—শ্লথ ত্রিতালী।

এস, হে খ্রীষ্টীয় দল,
সাজ দল!
খ্রীষ্ট বলে করে বল
যুদ্ধ কর অবিশ্রান্তে;
পাইবে অনন্ত মুকুট
সবে জীবনান্তে।

১

কেন কাল বিলম্ব কর?
শুভ কাল সফল কর;
মহাকাল ঘেরিবে কালান্তে;
খ্রীষ্টের বচন, শুন সর্ব্বজন,
তিনি জয় করিয়াছেন
শয়তান দুরন্তে।

২

খ্রীষ্ট-অরি আছে যত,
তাদের করে পরাজিত
য়েশুর নাম জপ একান্তে;
ভয় কর না, অস্ত্র ছেড়ো না,
বিশ্বাসে অগ্রসর হও,
য়েশু আছেন অন্তে।

৩

সত্যতায় কোমর কসি,
করে করি' ধর্ম্ম অসি,
প্রত্যয় ঢাল ত্যজ না প্রাণান্তে।
দিবা রজনী, শক্ররে জিনি,
চল জয় য়েশু! জয় য়েশু! বলে
জয় করি কৃতান্তে।

৫২২

জঙ্গলা।—জৎ।

তুই রে মোর প্রাণেরি ধন!
পেয়েছি অশেষ দুঃখ
তোমারি কারণ।

১

আমা ছেড়ে অন্যস্থল
কেন ভ্রমে ভ্রম বল?
চল, চল শীঘ্র চল
পিতার ভবন।

২

নিজ রক্ত করি ব্যয়
করেছি তেমারে ক্রয়;
কোথা রবে ছাড়ি, প্রিয়
আমারি নন্দন।

৩

এক মনে য়েই নরে
আমারে আসিয়ে ধরে,
পাপ সাগরে তরে
অনায়াসে সে জন।

৪

কাঁদিসনা আমারি দুঃখে;
যথা রবি মনোসুখে
যাইতে রে সেই দিকে
করয়ে যতন।

৫২৩

রামকেলী।—আড়াঠেকা।

রহিতে কি পারি স্থির
ভ্রাতৃ দুঃখ দরশনে?
ব্যস্ত কি না হয় মন
নেত্রনীর নিবারণে?

১

পুত্র হ'লে খেদাকুল,
পিতা না হন ব্যাকুল?
হৃদিমাঝে শোক-শূল
পশে নাকি সেই ক্ষণে?

২

কে আছে এমন নারী,
(আমি তা কহিতে নারি)
পুত্র দুঃখ দৃষ্টি করি
থাকয়ে আনন্দমনে?

৩

যদি হে পাপিষ্ঠ নরে
পর দুঃখে খেদ করে,
য়েশু কি পারেন হেরে
পাসরিতে ক্ষুব্ধ জনে।

৪

যিনি করি প্রাণদাণ
বাঁচান পাপীর প্রাণ,
বিপদে অভয়দান,
করিবেন সঁযতনে।

৫২৪

খট্টভৈরবী।—তিয়ট।

এস এস, হে প্রেমময়!
তোমায় ডাকি হে হৃদে
আসি হও উদয়।

১

তব প্রেমে, প্রেমোচিত।
হয়েছি হে বিমোহিত;
প্রেমোচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বসিত
এ হৃদয়!

২

যেশু! তব প্রেমানন
কিবা ভাল বাসে মন!
তব ওষ্ঠেতে জীবন
প্রসাদ সদা রয়।

৩

তব বাণী, প্রিয়তম!
শ্রবণে অমৃত সম।
তাহে পাপ প্রাণ
প্রেমসুধাসিক্ত হয়।

৪

চিরদিন, প্রাণনাথ,
থাক এ দীনের সাথ।
যেন এ প্রাণ, তব
পদে বাঁধা রয়।

৫২৫

ইমনকল্যাণ।—চৌতাল।

যীশু কৃপাকর!
পাতকি জীবন, তুমি অনাথশরণ,
প্রাণমন বিমোহন নাথ প্রাণেশ্বর।
পাতকী তারিতে, দীনে ত্রাণ দিতে
এলে এ মহীতে।
অনন্ত অপার হেরি করুণা তোমার,
সীমা তার নাহিআরওহে ত্রাণেশ্বর।

২

যাবত জীবন তব সঙ্কীর্ত্তন
করি অনুক্ষণ।
কেবা তব সম আছে প্রাণপ্রিয়তম?
অনুপম মনোরম তুমি প্রেমাকর।

৫২৬

ললিত।—আড়াঠেকা।

ঈশ্বরের গুন গান
কর প্রিয় ভাই সকলে।
তাঁর স্তব স্তুতি করেন
স্বর্গদুতগণ মিলে।

১

হে প্রভু, তব মহিমা!
কি দিব তাহার উপমা?
অতুল্য, তার নাহি সীমা।
সবই তব পদতলে।

২

তুমি রাজাদের রাজা,
দূতগণ তব প্রজা;
স্বর্গ আদি ত্রিভুবন
সৃজিয়াছ নিজ বলে।

৩

এ অধমে করে দয়া
দেও প্রভু, পদচ্ছায়া;
দুরে যাবে পাপ মায়া
তব আশীর্ব্বাদ পেলে।

৫২৭

সুরঠমল্লার।—আড়াঠেকা।

দেখ রে, কোন জন
ভয়ঙ্কর ক্রুশে প্রাণ
করেন বিসর্জ্জন?

১

কণ্টককিরীট শিরে,
তাহাতে শোণিত ক্ষরে,
লোহ প্রেকে বিদ্ধ করে
যে ভুজ চরণ।
অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যত,
কশাঘাতে বিদারিত।
কেন রে দোষীর মত
দিতেছেন জীবন?

২

ব্যথায় একে ব্যথিত,
আত্ম বন্ধু বিরহিত,
কেন তিনি শোকান্বিত,
বিষণ্ণবদন?
তৃষ্ণায় ওষ্ঠাগত প্রাণ,
ডাকিছেন ঘন ঘন,
কেন পিতঃ অন্তর্দ্ধান
হলে এই ক্ষণ?

৩

হায়! রে পামর নর,
ক্রুশ দুঃখ ধ্যান কর।
পাপের যাতনা ঘোর
বুঝিবে তখন।
তোমার পাপের তরে
প্রাণ দিলেন, ক্রুশোপরে।
ভুল না ভুল না ওরে,
ক্রুশে হত জন।

৫২৮

ললিত।—আড়াঠেকা।

সব দুঃখ যেশুর কাছে
বল হে হৃদয় খুলে।
তাঁর সম সুহৃদ তব
কে আছে অবনীতলে?
হৃদয়-বেদনা যত,
নহে তাঁর অবিদিত;
তিনি দুঃখপরিচিত,
দুঃখ ভুগেছেন বলে।

১

পাপ ভারে হ'য়ে ভারী
ডুবিবে কি আশাতরী?
তিনি হবেন কাণ্ডারী,
তারিবেন অকূলে।
পরীক্ষা ভয় চতুর্ভিত
দেখে যদি হও ভীত,
তাঁর বলবান হাত
বাঁচাইবে অবহেলে।

২

মানব-হৃদয় মাঝে,
যত শোক দুঃখ আছে,
বলিলে তাঁহার কাছে
মন প্রাণ খুলে,
প্রণয় পূর্ণ বচনে
সান্ত্বনা করেন মনে;
তাঁর মধুর স্বর শুনে
হৃদয়ে আনন্দ উথলে!

দান-উৎসর্গ।

৫২৯ P. M.

১

হে স্বর্গ মর্ত্ত্যের মহেশ্বর,
হোক তব স্তুতি নিরন্তর ;
প্রেম কিসে দেখাইব, প্রেমাকর?
সব তব দান।

২

সুবর্ণ কিরণ, সমীরণ,
ফল, পুষ্প, শস্য সঞ্জীবন
প্রেম তব করে প্রদর্শন ;
সব তব দান।

৩

সুস্বাস্থ্য, শান্তি-নিকেতন,
এ ভবের যত আশীষ ধন,
সব তরে করি সঙ্কীর্ত্তন।
সব তব দান।

৪

একমাত্র প্রিয় নন্দনে
বিসর্জ্জন দিলে ভুবনে ;
তাঁর সহ আশীষ বর্ষণে
সব তব দান।

৫

পবিত্র আত্মা পুণ্যময়
প্রেম, জীবন, শক্তি সদাশ্রয়,
সপ্ত গুণ তাঁহার প্রসাদ চয়,
সব তব দান।

৬

পাপমোচন, প্রাণের ত্রাণোদয়,
প্রসাদের উপায়, স্বর্গাশয়,
কি দিব তাহার বিনিময় ?
সব তব দান।

৭

হয় ধনের কত অপব্যয় ;
যা তোমায় দিই, হে কৃপাময়,
সে ধনের কভু নাহি ক্ষয়।
সব তব দান।

৮

যা তোমায় করি সমর্পণ,
সহস্র গুণে প্রত্যর্পণ।
সন্তুষ্টচিত্তে দিই এখন
সব তব দান।

৯

সব তোমার দান, দীনদয়াময়!
এ জীবন, শক্তি, প্রসাদচয়।
পায় যেন তোমায় এ হৃদয়।
সব তব দান।

১০

হে পিতা, পুত্র, সদাত্মন,
হোক তব স্তুতি অনুক্ষণ।
গাও, স্বর্গদূত ও মানবগণ,
তাঁর স্তুতিগান।

৫৩০

খাম্বাজ।—আড়াঠেকা।

সকলি তোমার, প্রভু,
কি দিব তোমারে আমি?
আমি তব ক্রীতদাস,
তুমি হে আমার স্বামী।

১

দেহ প্রাণ ধন মন,
আত্মবর্গ পরিজন,
অন্ন বস্ত্র অভরণ,
সকলি দিয়াছ তুমি।

২

করিতে পাতকী ত্রাণ
দিয়াছ নিজ সন্তান,
পুণ্য আত্মা করি দান
কর নরে স্বর্গগামী।

৩

হয়ে নর স্বার্থপর
করে ব্যয় নিরন্তর,
অপব্যয় মাত্র সার,
তোমার মুখের বাণী;

৪

ভক্তিভাবে যেই জন
করে যে কিছু অর্পণ,
শত গুণে প্রতিদান
দিয়া থাক, জগৎ-স্বামি।

৫৩১

ললিত।—আড়াঠেকা।

বিশাল বিশ্বের পতি,
আমরা তব ভাণ্ডারী।
পর-হিত তরে সকল
দিয়াছ হে কৃপা করি।

১

ক্ষুধিত জনে ভোজন,
বস্ত্রহীনেরে বসন,
নিরাশ্রয়ে আশ্রয় দান,
যেন মোরা সদা করি।

নিরুপায় পিতৃহীনে,
বিধবা দুঃখিনীগণে,
বন্দী শত্রুগ্রস্ত জনে,
সকলের দুঃখ হরি।

২

ধর্ম্ম জ্ঞান-ক্ষুধিত নর,
ত্রাণ-বারি-তৃষ্ণাতুর,
তাদের অভাব করি দূর,
নিত্য যেন সঞ্চয় করি।

তিমির আবৃত জন
ভ্রমে করিছে ভ্রমণ;
তাদের করি দীপ্তি দান
ভ্রম তমঃ দূর করি।

অধ্যয়ন।

[পাঠারম্ভে]

৫৩২ ১ 8. 7. 4.

প্রভো, আমরা তব নামে
হেথায় সমাগত হই ;
তব প্রেম ও প্রসাদ তরে
ঊর্দ্ধ দিকে চেয়ে রই।
বর্ষ আশীষ ;
হৃদয় পূর্ণ করি লই।

২

তব এই বিদ্যালয়ে
কর শুভ দরশন ;
শিক্ষক ছাত্র সবার উপর
কর আশীষ বরিষণ।
তব কৃপায়
সফল কর অধ্যয়ন।

৩

তাবৎ জ্ঞানের আরম্ভ, নাথ!
তোমার প্রতি প্রেম ও ভয়।
তব স্বর্গ-প্রসাদ বিনা
বিদ্যা প্রজ্ঞা কিছুই নয়।
তব জ্ঞানে
পূর্ণ কর এ হৃদয়।

৪

এখন আমরা তোমার কাছে
চাহিতেছি এই বর,
হেথায় তাবৎ শিক্ষার উপর
প্রসাদ বর্ষ নিরন্তর।
তোমার প্রতি
আকর্ষিত হোক অন্তর।

[পাঠশেষে]

৫৩৩ ১ 8. 7. 4.

প্রভো, আজি আমা সবে
বিদায় কর করুণায়।
উদ্‌যোগপূর্ণ কর হৃদি ;
শান্তি দেও ক্লেশ যাতনায়।
শয়তান যেন
তোমার বিচ্ছেদ না ঘটায়।

৩

শক্তিসহ পাঠাও সবে ;
না হোক পার্থিব শত্রুভয়।
পরীক্ষাতে তোমার প্রতি
যেন সদা দৃষ্টি রয়।
অগ্রসর হই,
যেন পাই সে পিত্রালয়!

৩

অনুরাগে সাধি যেন
নিরূপিত কার্য্য চয়।
বিশ্বাস যেন নিস্তেজ না হয়।
বৃদ্ধি কর প্রেম ও ভয়।
স্বর্গে গিয়া
যেন অশ্রু মোচন হয়।

৪

দিয়াছ যে স্বাস্থ্য, শক্তি,
শাস্ত্র অমূল্য রতন,
তব গৌরব প্রকাশিতে
দিয়াছ যে প্রসাদ ধন,
তাহার তরে
করি তব সঙ্কীর্ত্তন।

বিদায়-সঙ্গীত।

৫৩৪

National Anthem. ১ P. M.

হে পিতঃ প্রেমময়,
এ সভায় এ সময়
হও অধিষ্ঠিত্।
হের এই তব দাস,
পূর তাঁর অভিলাষ;
সিদ্ধ হোক মনের আশ,
হে স্নেহান্বিত্।

২

শোকার্ত্ত হৃদয়ে
আমরা এ সময়ে
করি বিদায়।
চাই তব কৃপাদান,
রক্ষ তাঁর দেহপ্রাণ,
দেখাও নির্দ্দিষ্ট স্থান
সুখ সান্ত্বনায়।

৩

হে বান্ধব সদাশয়,
দেও বিদায় এ সময়;
এই দেখা শেষ!
ভুল না দীনগণে,
রাখিও স্মরণে;
পুনঃ দরশনে
ঘুচাইও ক্লেশ।

৫৩৫

দেওগিরি।—একতালা।

ওহে স্বর্গরাজ, শান্তি লয়ে আজ
এ বিদায়-গৃহে কর অধিষ্ঠান।
তুমি কৃপাময় শান্তি-সুখালয়,
আসি এ সময় শান্তি কর দান।

১

তব ভক্ত জনে করিতে বিদায়
একত্র হয়েছি মোরা এ সময়;
কর আশীর্ব্বাদ, রক্ষ তাঁর প্রাণ।
জলে স্থলে হোক শান্তিতে প্রস্থান

২

তব ইচ্ছামতে এই তব দাস।
এত দিন হেথা করিয়া প্রবাস
দুঃখ কষ্ট কত সহি অবিরত
স্থানান্তরে এখন করেন প্রয়াণ।

৩

কি আছে, কি দিব, বান্ধবরতন।
তব গুণ যত করিব স্মরণ।
তব উপদেশ, শিক্ষা সবিশেষ
যাবত-জীবন স্মরিবে পরাণ।

৪

ওহে পিতা, পুত্র, আত্মা শান্তিময়,
দেও আমা সবে সান্ত্বনা অক্ষয়।
যেন পুনঃ তাঁরে পাই হেরিবারে,
হেন ভাগ্য সবে করহ প্রদান।

লিটানী।

[খ্রীষ্ট-বিষয়ক]

৫৩৬ ১ P. M.

পিতা, পুত্র, সদাত্মন,
একই ঈশ্বরে তিন জন,
স্বর্গ হইতে নিবেদন
শুন, পুণ্য ত্রিত্ব।

২

ওহে যেশু মর্ত্ত্যের প্রাণ,
ঈশ-নরের মধ্যবান,
অমরতার আশাস্থান
তুমি, প্রিয় যেশু।

৩

তোমার মৃত্যু পুণ্যময়
মর্ত্ত্যে করে মৃত্যুঞ্জয়,
তোমায় সবার রক্ষা হয়,
ওহে প্রিয় যেশু।

৪

তব সিংহাসনের পাশ
হইবে আমাদের নিকাশ;
রক্ষা কর তব দাস,
ওহে প্রিয় যেশু।

৫

স্বর্গে নিত্য সুখস্থান
করিয়াছ সুনির্ম্মাণ;
পাপী তাতে পাইবে স্থান,
ওহে প্রিয় যেশু।

[মৃত্যু-বিষয়ক]

৫৩৭ ১ P. M.

ক্রমে জীবন অবসান,
কবে বাহির হবে প্রাণ!
নিবেদনে অবধান
কর, প্রিয় যেশু।

২

দূতের আহ্বান যখন হয়,
চতুঃপার্শ্ব তিমিরময়,
তখন দীনে হও সদয়,
অভয়দাতা যেশু।

৩

কর হৃদয় উত্তোলন,
তব প্রীতি জানুক মন;
নাশ শত্রুর আক্রমণ,
ভক্তবৎসল যেশু।

৪

দূতের পক্ষে রক্ষ প্রাণ;
কর চিত্তে ক্ষমাদান;
ভাঙ্গ মৃত্যুর হুল মহান,
মৃত্যুজেতা যেশু।

৫

অন্ধকারে দীপ্তি দাও,
মৃত্যুচ্ছায়ায় পথ দেখাও,
নিরাপদে লইয়া যাও,
চিরনেতা যেশু।

[মহাবিচার বিষয়ক]

৫৩৮ ১ P. M.

যখন বিচার সন্নিধান
শুনিব তব আহ্বান,
তখন ভীত না হোক প্রাণ,
বিচারপতি য়েশু।

২

যখন পলায় দুষ্টগণ,
হর্ষে যেন এ নয়ন
হেরে তব প্রেমানন,
সুধাসিন্ধু য়েশু।

৩

চিনি যেন, ত্রাতাবর!
তোমায় সিংহাসনোপর,
হেরি তোমায়, প্রাণেশ্বর
চিরসখা য়েশু।

৪

মিলে যত সাধুগণ
তব বিশ্রাম-নিমন্ত্রণ
শেষে যেন হয় শ্রবণ,
বিশ্রামদায়ি য়েশু।

[স্বর্গবিষয়ক]

৫৩৯ ১ P. M.

যথায় সাধুসম্প্রদায়
গৌরবেতে রাজ্য পায়,
নাহি দুঃখ, দোষ, তথায়
লইয়া চল, য়েশু।

২

যথায় বন্দী মুক্তি পায়,
শত্রুর দমন হয় যথায়,
দুর্ব্বল বিশ্রাম পায়, সেথায়
লইয়া চল, য়েশু।

৩

সুখের নাহি ক্ষয় যথায়,
রহে মুক্তসম্প্রদায়
দূতের আনন্দে, তথায়
লইয়া চল, য়েশু।

৪

হইয়া দীপ্তিময় যথায়
তোমার সহিত প্রকাশ পায়
তোমার কার্য্য সব, তথায়
লইয়া চল, য়েশু।

৫

যথায় তব আরাধন
করেন গত প্রিয়গণ,
তথায় শুনে নিবেদন
লইয়া চল, য়েশু।

[খ্রীষ্টের দুঃখভোগ]

৫৪০ ১ P. M.

ঈশ্বর পিতঃ ঈশ্বর সুত,
ঈশ্বর আত্মা, তিনে এক,
স্বর্গবাসী ত্রিত্ব হে।
রক্ষা কর, প্রভো।

২

য়েশু তুমি ত্রাণার্থে
দুঃখ নিন্দা সহিলে।
শুন মোদের বিনতি,
শুন, প্রিয় য়েশু।

৩

দুঃখপূর্ণ রাত্রিতে
তুমি জাগ্রৎ রহিলে;

শিষ্য মাত্র নিদ্রা যায়।
শুন, প্রিয় যেশু।

৪

তিন বার তুমি কহিলে,
"দুঃখপাত্র কর দূর ;"
শেষে কিন্তু খাইলে সব।
শুন, প্রিয় যেশু।

৫

বিশ্বাসঘাতক তোমাকে
চুম্বন দ্বারা ধরে দেয় ;
ত্রাতা নিজে বন্দী হন !
শুন, প্রিয় যেশু।

৬

পৃষ্ঠদেশে প্রহারে,
কণ্টক-মুকুট ধারণে
তোমার কেমন যন্ত্রণা !
শুন, প্রিয় যেশু।

৭

"দেও বারব্বা ! খ্রীষ্টকে নয়
কৈসর বৈ আর রাজা নাই !"
দুষ্ট লোকে ইহা কয়।
শুন, প্রিয় যেশু।

৮

আঃ কি শুনি ? শুনি কি ?
"ক্রুশে দেও ! দেও ক্রুশেতে !"
ওহে প্রভো, বলি কি ?
শুন, প্রিয় যেশু।

৯

হায় ! ঐ ক্রুশের ভারেতে
অম্লরসের পানেতে
তোমার উৎকট ব্যথা হয়।
শুন, প্রিয় যেশু।

১০

তব হাতে পায়ে প্রেক
বিদ্ধ হইল, প্রভো হে,
দিবাকর আচ্ছন্ন হয়।
শুন, প্রিয় যেশু।

১১

তোমার বস্ত্রের বিভাগ হয়,
শত্রু দ্বারা নিন্দা হয় ;
কৃপা করে কেহ নাই।
শুন, প্রিয় যেশু।

১২

সপ্তবাণী ক্রুশোপর
কাতর শব্দে কহিলে ;
পরে প্রাণত্যাগ করিলে।
শুন, প্রিয় যেশু।

১৩

যখন ঘোর পরীক্ষাতে
আমরা অভিভূত হই,
তখন বল ও জীবন দেও।
শুন, প্রিয় যেশু।

১৪

যখন চারি দিকে হয়
সংসার কেবল দুঃখময়,
তোমার ক্রুশে শান্তি পাই।
শুন, প্রিয় যেশু।

১৫

শেষ পর্য্যন্ত তোমাতে
স্থিরবিশ্বাসী যেন রই।
পরে তোমার দর্শন পাই।
শুন, প্রিয় যেশু।

৫৪১ ১ P. M.

যেশু, তব সিংহাসন
উর্দ্ধে কিবা সুশোভন!
তথা হতে নিবেদন
শুন প্রিয় যেশু।

২

উর্দ্ধে থাকি অনুক্ষণ
কর কৃপা বিলোকন;
হের দীনহীন শিশুগণ,
প্রাণের প্রিয় যেশু।

৩

আমরা ক্ষুদ্র শিশু জন,
নাহি শঙ্কার প্রয়োজন
তুমি নিকট যতক্ষণ,
শিশুর বান্ধব যেশু।

৪

আমা সবে, প্রেমময়,
ভালবাস অতিশয়;
তব কাছে পাই আশ্রয়।
হৃদয়বল্লভ যেশু।

৫

ক্ষুদ্রকায় মেষশাবকগণ
তোমার কাছে সর্ব্বক্ষণ
কর্ত্তে পারে আগমন,
শিশুর ত্রাতা যেশু।

৬

প্রীতিভাবে, দয়াবান,
আমা সবে দিবে স্থান,
হইবে ত্রাতা যত্নবান
চিরতরে যেশু।

৫৪২ ১ P. M.

ক্ষুদ্রহৃদয় তোমারে.
উত্তমরূপে সংসারে
ভাল বাসিতে পারে;
ওহে প্রিয় যেশু।

২

ক্ষুদ্র ওষ্ঠ প্রেম তোমার
বলতে পারে অনিবার;
শিশুগান কি চমৎকার!
গ্রাহ্য তব, যেশু।

৩

ক্ষুদ্রজীবন সমধিক
তব গুণে ঐশ্বরিক
হইতে পারে বাস্তবিক,
বিশ্বাস করি, যেশু।

৪

ক্ষুদ্রপ্রেমের কার্য্যচয়
হইতে পারে দীপ্তিময়।
তারা যেন তোমার হয়;
দেও এপ্রসাদ,যেশু!

৫

যেশু, তুমি এ ধরায়
হইয়া অতি শিশুকায়
শুয়েছিলে গোশালায়,
মানবরূপি যেশু।

৬

হয়ে ঈশ্বর মহীয়ান
সবার প্রভু শক্তিমান
সহিলে এ অপমান,
জগত্ত্রাতা যেশু।

৪৪৩ ১ P. M.

যেশু, শিশু অবতার,
শুদ্ধ সত্ত্ব নির্ব্বিকার,
ভুগেছিলে দুঃখ অপার
মোদের তরে, যেশু।

২

মোদের জন্যে, দয়াময়,
সইলে দুঃখ সমুদয়।
অভাব, শ্রম ও চিন্তাচয়
সহিয়াছ, যেশু!

৩

আমা সবে, দয়াবান,
আজও কর প্রীতিদান,
আজও তুষিতেছ প্রাণ,
প্রাণের বল্লভ যেশু।

৪

যেন সবে এ ধরায়
মন্দ হইতে রক্ষা পায়,
ইহাই তব অভিপ্রায়,
হিতৈষি হে যেশু।

৫

মোদের সহ, কৃপাবান,
কর নিত্য অধিষ্ঠান।
কার্য্যে ক্রীড়ায় সন্নিধান
থাক, প্রিয় যেশু।

৬

যখন করি প্রার্থনা,
কিম্বা বিদ্যা অর্চ্চনা,
আসি কর সান্ত্বনা
তব দাসে, যেশু।

৫৪৪ ১ P. M.

যেশু, কর নিরীক্ষণ
রাত্রিযোগে অচেতন
রহে যখন মোদের মন,
চিরবান্ধব যেশু।

২

যতক্ষণ না প্রভাত হয়,
প্রেরণ কর রক্ষকচয়;
যেন দূতগণ পার্শ্বে রয়,
শিশুপালক যেশু।

৩

বিনাভয়ে মোরা সব
যেন পাই সুখানুভব,
হর্ষে করি তব স্তব,
চিরধন্য যেশু।

৪

যেন নিশ্চয় জানে মন,
তুমি প্রেমের মহাজন
নিকটবর্ত্তী অনুক্ষণ
আশাভূমি যেশু।

৫

তব হেন প্রসাদ চাই,
নিত্য নিত্য সর্ব্বদাই
আমরা যেন বুদ্ধি পাই
তব ক্রোড়ে, যেশু।

৬

হর্ষে তব বিধি সার
শিখি যেন অনিবার;
আজ্ঞাবহ হই তোমার,
কোমল পালক যেশু।

৫৪৫ ১ P. M.

যেশু, আমরা কোনও দিন
না হই যেন পাপাধীন,
যেন হই কুস্বভাবহীন
তব দয়ায়, যেশু।

২

তব তুল্য, দয়াময়,
যেন হই কোমলহৃদয়,
শুদ্ধচিত্ত অতিশয়
দেও এ শক্তি, যেশু।

৩

শুয়েছিলে গোশালায়,
ক্রুশে তব জীবন যায়।
তাতে পাপী মুক্তি পায়
মুক্তিদাতা যেশু।

৪

মনের চিন্তা, দয়াময়,
যেন সদা শুদ্ধ রয়;
বাক্য সত্য কোমল হয়
হৃদয়দর্শি যেশু।

৫

হেন প্রসাদ কর দান,
যেন তব এ সন্তান
হইতে পারে পুণ্যবান
তব পুণ্য, যেশু।

৫৪৬ ১ P. M.

ওহে যেশু প্রেমাকর,
ঈশ্বরনন্দন পরাৎপর,
তুমি সত্য ত্রাণেশ্বর।
দীনবন্ধু যেশু।

২

কিবা স্বর্গসিংহাসন!
তথা হইতে নিরীক্ষণ
কর এই শিশুগণ,
প্রাণের প্রিয় যেশু

৩

যাবৎ ভবে রহে প্রাণ,
স্বীয় গুণে দয়াবান,
কর দাসে পরিত্রাণ,
পরিত্রাতা যেশু।

৪

আশা করি দীনহীন জন,
যবে ত্যজিব জীবন,
হেরিব ও শ্রীচরণ
স্বর্গে গিয়া, যেশু।

৫

সেথা বসি' তব পাশ
সুখে হবে অধিবাস।
পূর্ণ কর অভিলাষ,
প্রাণাধিক হে যেশু।

সমাপ্ত।

নির্ঘণ্ট পত্র।

সাঙ্কেতিক নামের ব্যাখ্যা

অ. না. অমৃতলাল নাথ।
আ. ষ্টা. আলেকজাণ্ডার ষ্টার্ণ।
খ্রী. ব. খ্রীষ্টীয়ান বমওয়েচ।
খ্রী. স. খ্রীষ্টসঙ্গীত।
চ. মি. চর্চ্চ মিশন গীতপুস্তক।
জ. পি. জর্জ পিয়ার্স।
জ. উ. জন জেমস ওয়াইটব্রেথট।
জি লী. জে জি লীঙ্কে।
জে. চ. জে চেম্বার্লেন।
জে. ভ. জেমস ভন।
তা. দ. তারাচাঁদ দত্ত।
দা. বি. দায়ুদ রজনীকান্ত বিশ্বাস।
নৃ. বি. নৃপালচন্দ্র বিশ্বাস।
প্যা. রু. প্যারীমোহন রুদ্র।
প্র. স. প্রসন্নকুমার সরকার।
বা. মি. বাপ্তিষ্ট মিশন গীতপুস্তক।
ভ. চ. ভগবানচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
ভ. চৌ. ভবানীচরণ চৌধুরী।
মো. বি. মোলাম স্তিফান বিশ্বাস।
য. ব. যাকুব কান্তিনাথ বিশ্বাস।
যা. ম. যাকুব মণ্ডল।
রা. ধ. রামধন খ্রীষ্টীয়ান।
রা. ব. রাজকৃষ্ণ বসু।
রা. স. রাখালদাস সরকার।
রি. খ্রী. রিচার্ড পিতর খ্রীব্স।
শ্যা. মু. শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়।
স. কু. সঙ্গীত কুসুমাবলী।
সি. লি. সি ডবলু লিপ।